রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৪, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০ কার্তিক, ১৪২৪ মোতাবেক ১৪ নভেম্বর, ২০১৭

নিম্নলিখিত বিলটি ৩০ কার্তিক, ১৪২৪ মোতাবেক ১৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ২৮/২০১৭

সেনানিবাসসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত আইন সংশোধন ও পুনঃপ্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সেনানিবাসসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও পুনঃপ্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সেনানিবাস আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) বাংলাদেশের সর্বত্র ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **"এরিয়া কমান্ডার"** অর্থ সেনানিবাসে কর্মরত একজন সামরিক কর্মকর্তা যিনি এক বা একাধিক সেনানিবাস বা এক বা একাধিক সামরিক স্থাপনা বা ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত কোন সামরিক এলাকার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এবং ক্ষেত্রমত, নৌ অঞ্চল প্রধান বা বিমান ঘাঁটি প্রধানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

মূল্য ঃ টাকা ৬৪.০০

(২) **"উপদ্রব"** অর্থ যে কোন কাজ, অপারগতা, স্থান বা বিষয় যাহা দৃষ্টি, ঘ্রাণ বা শ্রবণেন্দ্রীয়ের জন্য ক্ষতি, বিপদ, বিরক্তি বা অসন্তোষ সৃষ্টি করে বা করিতে পারে বা জীবনের জন্য বিপজ্জনক বা স্বাস্থ্য ও সম্পত্তির জন্য ক্ষতিকারক;

(৩) **"উন্মুক্ত স্থান"** অর্থ যাহা জনগণের ব্যবহার এবং আনন্দ উপভোগের জন্য উন্মুক্ত কোন স্থান;

(৪) **"উপ-আইন"** অর্থ বোর্ড কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত উপ-আইন;

(৫) **"কমান্ড"** অর্থ যে কোন কমান্ড যাহাতে বাংলাদেশকে সামরিক উদ্দেশ্যে, সময় সময়, বিভক্ত করা হয়, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে এলাকাকে কমান্ড হিসাবে ঘোষণা করিবে সেই এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) **"কসাইখানা"** অর্থ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হয় এইরূপ যে কোন স্থান;

(৭) **"কুটির"** অর্থ যে কোন দালান যাহার ভিত্তি সমতলের উপরের কোন কাঠামো রাজমিস্ত্রির নির্মাণ কাজ নহে বা বর্গাকৃতির কাঠের কাঠামো বা লোহার কাঠামো দ্বারা তৈরি নহে;

(৮) **"গোয়ালা"** অর্থ গরু, মহিষ, ছাগল বা অন্যান্য জন্তুর পালনকারী, যে জন্তুর দুগ্ধ মানুষের খাদ্য হিসাবে বিক্রয় করা হয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা হয়, এবং দুগ্ধ সংগ্রহপূর্বক সরবরাহকারী এবং কোন দুগ্ধ খামারের মালিক বা দখলদারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) **"ছাউনি"** অর্থ ছায়া বা আশ্রয়ের জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ী কাঠামো;

(১০) **"জলাশয়"** অর্থ সকল হ্রদ, পুকুর, জলপ্রবাহ, প্রস্রবণ, পাম্প, কূয়া, জলাধার, জলনল, পানির ট্যাক, জলকপাট, মূলনল, পাইপ, কালভার্ট, রাস্তার পার্শ্ববর্তী জলকল, পুল এবং বস্তুসমূহ যাহা কোন সেনানিবাস এলাকায় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় বা হওয়ার উদ্দেশ্যে থাকে;

(১১) **"জেলা ম্যাজিস্ট্রেট"** অর্থ কোন সেনানিবাস যে প্রশাসনিক জেলার অন্তর্ভুক্ত সেই জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কোন সেনানিবাস একাধিক প্রশাসনিক জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলে অনুরূপ একাধিক যে কোন জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(১২) **"দখলদার"** অর্থ একজন মালিক যিনি দখলে আছেন বা অন্যভাবে তাহার ভূমি বা দালান ব্যবহার করিতেছেন;

(১৩) **"দালান"** অর্থ যে কোন বাড়ি, বহির্বাড়ি, গোয়ালঘর, পায়খানা, ছাউনি, কুঁড়েঘর বা অন্য কোন ছাদঢাকা কাঠামো, উহা রাজমিস্ত্রির কাজ, ইট, কাঠ, কাদামাটি, ধাতু বা অন্য বস্তু যাহাই হউক না কেন, এবং উহার কোন অংশ, এবং কোন কূপ ও প্রাচীর (অনধিক ৮ ফুট উঁচু এবং কোন রাস্তাসংলগ্ন সীমানা প্রাচীর ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু তাঁবু বা অন্য কোন বহনযোগ্য এবং অস্থায়ী আশ্রয় অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১৪) **"দুগ্ধ-খামার"** অর্থ যে কোন খামার, গবাদি-ছাউনি, দুগ্ধভান্ডার, দুগ্ধবিপণি বা অন্য কোন স্থান যাহা হইতে দুগ্ধ সরবরাহ করা হয় বা যেখানে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দুগ্ধ মওজুত রাখা হয় বা মাখন, ঘি, পনির, দধি আকারে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং কোন গোয়ালার ক্ষেত্রে যিনি উক্ত দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য কোন স্থানে অবস্থান করেন না, তবে যেখানে ব্যবহার্য পাত্রসমূহ দুগ্ধ মওজুত বা বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করেন;

(১৫) **"নির্বাহী কর্মকর্তা"** অর্থ এই আইনের অধীন কোন সেনানিবাসে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(১৬) **"নির্বাহী প্রকৌশলী"** অর্থ এমন পর্যায়ের গণপূর্ত কর্মকর্তা, বা সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের কোন কর্মকর্তা যিনি কোন সেনানিবাসে সামরিক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত, এবং সেনানিবাস নির্বাহী প্রকৌশল কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত যে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(১৭) **"প্রাধিকারী ভোক্তা"** অর্থ সেনানিবাস এলাকায় প্রতিরক্ষা সার্ভিস হিসাব হইতে বেতনপ্রাপ্ত এবং সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা গৃহস্থালীতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস বা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হইতে বা সরকার স্বীকৃত কোন পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষ হইতে, আদেশে উল্লিখিত শর্তে, পানি সরবরাহপ্রাপ্ত হইবার অধিকারী;

(১৮) **"বৎসর"** অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিনে শুরু হওয়া বৎসর;

(১৯) **"বাসিন্দা"** অর্থ কোন সেনানিবাস বা স্থানীয় এলাকা সংশ্লেষে, যে কোন ব্যক্তি যিনি সাধারণভাবে সেখানে বসবাস করেন বা ব্যবসা পরিচালনা করেন, বা উহার অভ্যন্তরে স্থাবর সম্পত্তির মালিক বা দখলদার হন এবং, কোন বিরোধের ক্ষেত্রে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বাসিন্দা হিসাবে ঘোষিত ব্যক্তি;

(২০) **"বাজার"** অর্থ যে কোন স্থান, যেখানে মাংস, মাছ, ফল, সব্জি, গবাদিপশু বা কোন খাদ্যবস্তু এবং অন্যান্য নিত্ত ব্যবহার্য পণ্য বিক্রয়ের জন্য জমায়েত করা হয়, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) **"বিভাজক প্রাচীর"** অর্থ কোন দালানের অংশরূপ প্রাচীর এবং যাহা বিভিন্ন মালিকের মালিকানাধীন সংলগ্ন দালানসমূহের আলম্ব বা পৃথক করণের জন্য নির্মিত বা ব্যবহৃত হয় বা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা দখলের জন্য নির্মিত হইয়াছে বা উপযোগী করা হইয়াছে;

(২২) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি;

(২৩) **"বেসরকারি বাজার"** অর্থ বোর্ড কর্তৃক এই আইনের বিধানাবলির অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত এমন বাজার যাহা কোন বোর্ড কর্তৃক পরিচালনা করা হয় না;

(২৪) **"বেসরকারি কসাইখানা"** অর্থ এই আইনের বিধানাবলির অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন কসাইখানা যাহা কোন বোর্ড কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না;

(২৫) **"বোর্ড"** অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত যে কোন সেনানিবাস বোর্ড;

(২৬) **"মালিক"** অর্থ যে কোন ব্যক্তি, যিনি কোন দালান বা ভূমির ভাড়া নিজের বা নিজের ও অন্যদের পক্ষে গ্রহণ করিতেছেন বা একজন প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি, বা দালান বা ভূমি কোন ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেওয়া হইলে যিনি উহার ভাড়া গ্রহণ করেন বা গ্রহণের অধিকারী হন;

(২৭) **"যান"** অর্থ সড়কে ব্যবহারের উপযোগী চাকাযুক্ত যে কোন বর্ণনার বাহন এবং মোটরগাড়ি, মোটরলরি, মোটর ও মিনিবাস, ঠেলাগাড়ি, ভ্রমণগাড়ি, হস্তচালিত গাড়ি, ট্রাক, মোটর সাইকেল, দ্বিচক্রযান, ত্রিচক্রযান এবং রিক্সাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৮) **"সরকারি কসাইখানা"** অর্থ বোর্ড কর্তৃক রক্ষাবেক্ষণ করা হয় এইরূপ কোন কসাইখানা;

(২৯) **"সরকারী বাজার"** অর্থ কোন বোর্ড কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত বাজার;

(৩০) **"সড়ক"** অর্থ সেনানিবাস এলাকার যে কোন পথ, রাস্তা, গলি, অট্টালিকা ঘেরা উন্মুক্ত স্থান, অঙ্গন, সরু গলি বা সরু পথ, উহা জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য হউক বা না হউক, বা পাকা হউক বা না হউক, যাহার উপর দিয়া জনগণের চলাচলের অধিকার রহিয়াছে এবং কোন পুল বা বাঁধের উপর পায়ে চলার রাস্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩১) **"সামরিক ভূমি"** অর্থ প্রতিরক্ষা বিভাগীয় ভূমির অন্তর্গত ঐ সকল ভূমি যাহা প্রধানত কোন সেনানিবাসের সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং যাহা প্রধানত সামরিক উদ্দেশ্যে বা সামরিক উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, এবং সামরিক ভূমির উপরিস্থিত ভবনসহ সকল স্থায়ী স্থাপনাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩২) **"সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক"** অর্থ এই আইনের অধীন সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা;

(৩৩) **"সামরিক কর্মকর্তা"** অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি, যিনি সংশ্লিষ্ট বাহিনী সম্পর্কিত আইনের সংজ্ঞায়িত অর্থে একজন কর্মকর্তা হিসাবে কমিশনপ্রাপ্ত এবং বেতনপ্রাপ্ত হইয়া বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী বা উহাদের কোন বিভাগ, শাখা বা অংশে নিয়োজিত আছেন;

(৩৪) **"সেনানিবাস"** অর্থ কোন এক বা একাধিক সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক প্রধানত বিভিন্ন সামরিক, বা সামরিক উদ্দেশ্যের সহযোগী, উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নিমিত্ত, তথা সামরিক বাহিনীর সদস্যগণের আবাসন সুবিধা, সামরিক অফিস ভবনাদি ও বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, সামরিক যানবাহন, সরঞ্জাম, অস্ত্র ও গোলাবারুদ, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ এবং সামরিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অনুশীলন, মহড়া, খেলা-ধুলা, শরীরচর্চা ইত্যাদির জন্য স্থান সংকুলানসহ, এক বা একাধিক নির্দিষ্ট এলাকার সমন্বয়ে গঠিত একটি একক এলাকা বা ভূখন্ড যাহা এই আইনের অধীন সেনানিবাস হিসাবে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত হইয়াছে বা হইতে পারে এবং যেখানে সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ও বিচরণ নিষিদ্ধ, সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে;

(৩৫) **"স্টেশন কমান্ডার"** অর্থ একজন সামরিক কর্মকর্তা যিনি কোন সেনানিবাসের কোন এক বা একাধিক ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রশাসনিক ইউনিটের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা এবং যিনি এরিয়া কমান্ডারের নিকট জবাবদিহি করিয়া থাকেন;

(৩৬) **"সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ"** অর্থ কলেরা, কুষ্ঠ, আন্ত্রিক জ্বর, জলবসন্ত, যক্ষা, ডিপথেরিয়া, প্লেগ, সর্দি, যৌনরোগ এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোন সংক্রামক রোগ;

(৩৭) **"সংলগ্ন এলাকা"** অর্থ সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তিমালিকানাধীন কোন অসামরিক এলাকা এবং সেনানিবাসের বাহিরে বা সেনানিবাসের সন্নিহিত কোন অসামরিক এলাকা যেখানে সেনানিবাস বোর্ড পৌর সেবা প্রদান করিয়া থাকে বা যেখানে সামরিক কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণের অধিকার সংরক্ষণ করে;

(৩৮) **"স্বাস্থ্য কর্মকর্তা"** অর্থ কোন সেনানিবাস এলাকায় সামরিক চাকরিতে নিয়োজিত ঊর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী চিকিৎসা কর্মকর্তা; এবং

(৩৯) **"সৈন্য"** অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি কোন সামরিক সংগঠন সম্পর্কিত কোন আইনের অর্থে একজন সৈন্য বা বিমান সেনা বা নৌসেনা এবং যিনি একজন সামরিক কর্মকর্তা নহেন, তবে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অধ্যায়-২
সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা এবং সীমানা নির্ধারণ

৩। **সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা**।—(১) সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য সরকার, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহকে, যেখানে বাংলাদেশের কোন এক বা একাধিক সশস্ত্র বাহিনী সামরিক উদ্দেশ্যে নিয়মিত অবস্থান করে বা করিবে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি সেনানিবাস হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) সাধারণত, একটি সেনানিবাস সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী কর্তৃক সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হইবে; তবে, সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহকে, কোন একটি সশস্ত্র বাহিনীর একক সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি সেনানিবাস হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৪) মূল সেনানিবাস হইতে বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত কোন ভূখন্ড যদি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার লক্ষ্যে অধিগ্রহণ বা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ভূখন্ডকেও কোন একটি সেনানিবাসের অংশ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৫) সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে কোন সেনানিবাসের সীমানা নির্ধারণ এবং, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) কোন সেনানিবাস বা স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে উপ-ধারা (২), (৩), (৪) বা (৫) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর উহার যে কোন বাসিন্দা, প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে, মহা-পরিচালকের মাধ্যমে, সরকারের নিকট প্রজ্ঞাপন সম্পর্কে লিখিত আপত্তি পেশ করিতে পারিবেন; অথবা, সেনানিবাসের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত বা প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ব্যাপক হইলে, সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের মতামত অবহিত হইবার উদ্দেশ্যে, মহা-পরিচালক নিজে, অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে গণ-শুনানি অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৭) উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইলে, সরকার উপ-ধারা (৬) এর অধীন পেশকৃত আপত্তিসমূহ, যদি থাকে, বিবেচনাক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে উপ-ধারা (২), (৩), (৪) বা (৫) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে উহা বা উহার যে কোন অংশ সেনানিবাস এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে বা, ক্ষেত্রমত, এইরূপ এলাকা বা উহার যে কোন অংশকে সেনানিবাস এলাকা হইতে বাদ দিতে পারিবে।

(৮) এই ধারার অধীন কোন সিনানিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য কোন জমি, খাস বা ব্যক্তিমালিকানাধীন অধিগ্রহণ বা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হইলে, উক্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করিবার নিমিত্ত একটি অন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি থাকিবে।

(৯) প্রতিটি সেনানিবাস এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে গণ্য হইবে; এবং উপযুক্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ, সেনানিবাসের নিরাপত্তার স্বার্থে আবশ্যক মনে করিলে, সেনানিবাসের সীমানার মধ্যে যে কোন আসামরিক ব্যক্তির প্রবেশ ও চলাচল বা অস্ত্র-গোলাবারুদ বহন নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে।

৪। **সেনানিবাসে এলাকা অন্তর্ভুক্তির ফলাফল।**—ধারা ৩ এর অধীন, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন স্থানীয় এলাকাকে সেনানিবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে, উক্ত এলাকা এই আইন এবং সেনানিবাস এলকার সর্বত্র আপাতত বলবৎ সকল আইন এবং তদধীন জারীকৃত বা প্রণীত সকল প্রজ্ঞাপন, বিধি, উপ-আইন, আদেশ ও নির্দেশনার অধীন হইবে।

৫। **সেনানিবাস হিসাবে কোন এলাকার পরিসমাপ্তিতে সেনানিবাস বোর্ড তহবিল ব্যবস্থাপনা।**— (১) যদি ধারা ৩ এর অধীন প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সেনানিবাসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং উহার অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় এলাকাকে তাৎক্ষণিকভাবে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত করা হয়, তখন সেনানিবাস বোর্ড তহবিলের উদ্বৃত্ত অংশ এবং বোর্ডের উপর অর্পিত অন্যান্য সম্পত্তি উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিতে হইবে এবং বোর্ডের দায়দেনা এইরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

(২) যদি কোন সেনানিবাসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং উহার অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় এলাকা তাৎক্ষণিকভাবে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত করা না হয়, তাহা হইলে সেনানিবাস বোর্ড তহবিলের উদ্বৃত্ত অংশ এবং বোর্ডের উপর অর্পিত অন্যান্য সম্পত্তি সরকারের উপর অর্পণ করিতে হইবে এবং বোর্ডের দায়দেনা সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

৬। **হস্তান্তরিত তহবিল ও সম্পত্তির প্রয়োগ।**—ধারা ৪ বা ৫ এর বিধানাবলির অধীন সরকারের নিকট ন্যস্ত সেনানিবাস বোর্ড তহবিল বা উহার অংশবিশেষ বা বোর্ডের অন্যান্য সম্পত্তি প্রথমত বোর্ডের সেই সকল দায়দেনা মিটাইতে ব্যবহৃত হইবে যাহা উক্ত বিধানাবলির অধীন সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ত যে স্থানীয় এলাকা সেনানিবাস বা, ক্ষেত্রমত, সেনানিবাসের অংশ হিসাবে গণ্য হওয়া বন্ধ হইয়াছে, সেই এলাকার বাসিন্দাদের কল্যাণে ব্যবহৃত হইবে।

৭। **আইন কার্যকারিতায় সীমাবদ্ধতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের যে কোন অংশের কার্যকারিতা হইতে কোন সেনানিবাসের সম্পূর্ণ বা যে কোন অংশ বাদ দিতে পারিবে, বা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই আইনের যে কোন বিধান, যে কোন সেনানিবাসের ক্ষেত্রে, যেখানে ধারা ৪৫ এর অধীন বোর্ড বাতিল করা হইয়াছে, পরিমার্জনাসহ, প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায়-৩
অধিদপ্তর, মহা-পরিচালক, ইত্যাদি

৮। **অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর নামে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর থাকিবে।

(২) বিদ্যমান সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**—(১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত হইবে।

(২) সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, ঢাকার বাহিরে যে কোন সেনানিবাসে অধিদপ্তরের শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১০। **মহাপরিচালক।**—(১) অধিদপ্তরের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) মহা-পরিচালক অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **মহা-পরিচালকের সাময়িক দায়িত্ব।**—সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের পদ কোন কারণে সাময়িকভাবে শূন্য হইলে, অধিদপ্তরের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মহা-পরিচালকের সাময়িক দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। **অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**—(১) অধিদপ্তরের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মহা-পরিচালক ছাড়াও প্রয়োজনীয় সংখ্যক, পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকিবে এবং তাঁহাদের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনবলের অতিরিক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী, অধিদপ্তরে নিয়োগ করা যাইবে না।

১৩। **অধিদপ্তরের কার্যাবলি।**—(১) সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে প্রধানত নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) সরকারের পক্ষে সেনানিবাসসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের জন্য সকল ধরনের প্রতিরক্ষা ভূমি অধিগ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ (Custody) ও দাবি পরিত্যাগকরণ (Relinquishment) সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) সকল সামরিক ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ;

(গ) সেনানিবাস বোর্ডসমূহের কার্যাবলির পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;

(ঘ) সামরিক আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং তদুদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণ;

(ঙ) সামরিক আবাসিক প্রকল্পের ব্যক্তি-মালিকানাধীন ভূমি ও ফ্ল্যাটের হস্তান্তর অনুমোদন, ছাড়পত্র প্রদান ও নামজারিকরণ;

(চ) সামরিক আবাসিক প্রকল্পের ভূমিসহ সকল সামরিক ও প্রতিরক্ষা ভূমির যথাযথ ও বিধিসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ছ) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ;

(জ) সকল সামরিক ও প্রতিরক্ষাবিভাগীয় ভূ-সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ;

(ঝ) সেনানিবাস বোর্ডসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক অনুমোদন;

(ঞ) সকল সামরিক ও প্রতিরক্ষাবিভাগীয় ভূ-সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাইজড (digitized) পদ্ধতিতে সংরক্ষণ; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী রেন্ট কন্ট্রোলারের দায়িত্ব পালন।

(২) মহা-পরিচালক সেনানিবাস বোর্ডসমূহের কার্যাবলির উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন না; এবং কোন সেনানিবাস বোর্ডকে, আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা নির্ধারিত উহার স্বাধীন এখতিয়ারাধীন কোন কার্য সাধনে বা সম্পাদনে, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৩) মহা-পরিচালক সকল সামরিক ভূমির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী উহাদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিবেন।

(৪) কোন সামরিক ভূমি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হইলে বা আইন ও বিধি বিধানের ব্যত্যয়ে উহার ব্যবহার বা জবরদখল পরিলক্ষিত হইলে মহা-পরিচালক যথাযথ প্রতিবিধানের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে উহা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত কার্যাবলি ছাড়াও সরকার, সময় সময়, নির্বাহী আদেশ দ্বারা, যে সকল কার্য বা দায়িত্ব অর্পণ করিবে, অধিদপ্তর বা, ক্ষেত্রমত, মহা-পরিচালক সেই সকল কার্য ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। **সামরিক ভূমির শ্রেণি**।—(১) সামরিক ভূমি নিম্নরূপ শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে, যথা :—

(অ) "ক" শ্রেণিভুক্ত ভূমি-যাহা সুনির্দিষ্ট সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে বা ব্যবহারের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন সংরক্ষিত থাকিবে;

(আ) "খ" শ্রেণিভুক্ত ভূমি-যাহা সুনির্দিষ্ট সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না বা ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে না, তবে সামরিক প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত থাকিবে; এবং

(ই) "গ" শ্রেণিভুক্ত ভূমি-যাহা এই আইনের ধারা ৯১ অনুযায়ী সেনানিবাস বোর্ডের অধীন ন্যস্ত করা হইবে।

(২) সামরিক ভূমি উপরে বর্ণিত যে কোন শ্রেণিভুক্ত হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) কোন সেনানিবাসের নির্ধারিত সীমার মধ্যে কোন সামরিক ভূমি কোন সামরিক বা অসামরিক ব্যক্তির নিকট ব্যক্তি মালিকানায় কোন প্রকারে হস্তান্তর করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, সেনানিবাসের প্রয়োজনে বা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন সামরিক বা আধা-সামরিক স্থাপনার সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহারের নিমিত্ত সেনানিবাসের নির্ধারিত সীমার মধ্যে কোন সামরিক ভূমি কোন সামরিক বা অসামরিক ব্যক্তি বা অসামরিক প্রতিষ্ঠানের নিকট নির্ধারিত শর্তে ইজারার ভিত্তিতে সাময়িক বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে।

(৪) এই ধারার অধীন সামরিক ভূমির নির্ধারিত শ্রেণি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাইবে না।

অধ্যায়-৪
সেনানিবাস বোর্ড

১৫। **সেনানিবাস বোর্ড এবং নির্বাহী কর্মকর্তা।**—(১) প্রত্যেক সেনানিবাসের জন্য একটি সেনানিবাস বোর্ড এবং অন্যূন একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন।

(২) প্রত্যেক সেনানিবাসের বোর্ডের জনবল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে এবং অনুমোদিত জনবলের অতিরিক্ত কোন জনবল নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) অনুমোদিত জনবলের অতিরিক্ত কোন জনবলকে বোর্ডের তহবিল হইতে বেতনাদি বা পারিশ্রমিক প্রদান করা হইলে উহা অননুমোদিত ব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। **সেনানিবাস বোর্ডের আইনগত মর্যাদা।**—প্রত্যেক বোর্ড যে স্থানের নামে সেনানিবাস হিসাবে পরিচিত সেই নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতাসহ একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকারের সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং যাহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

১৭। **সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা গণ্য হওয়া।**—(১) কোন সেনানিবাস বা উহার অধিকাংশ অংশ কোন সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত এলাকার মধ্যে অবস্থিত হইলে, বা কোন সিনানিবাস যে সিটি কর্পোরেশনের নিকটতম, উক্ত সেনানিবাসের বোর্ড উক্ত সিটি কর্পোরেশনের অনুরূপ একটি সিটি কর্পোরেশন হিসাবে গণ্য হইবে, এবং সিটি কর্পোরেশনের অধীন এলাকায় নাগরিকগণকে যেরূপ পৌর সুবিধাদি প্রদান করা হয়, বোর্ড যতদূর সম্ভব, সেইরূপ সুবিধাদি সেনানিবাসের বাসিন্দাগণকে প্রদান করিবে।

(২) কোন সেনানিবাস বা উহার অধিকাংশ অংশ কোন পৌরসভার নির্ধারিত এলাকার মধ্যে অবস্থিত হইলে, বা কোন সিনানিবাস যে পৌরসভার নিকটতম, উক্ত সেনানিবাসের বোর্ড উক্ত পৌরসভার অনুরূপ একটি পৌরসভা হিসাবে গণ্য হইবে, এবং উক্ত পৌরসভার অধীন এলাকায় নাগরিকগণকে যেরূপ পৌর সুবিধাদি প্রদান করা হয়, বোর্ড যতদূর সম্ভব, সেইরূপ সুবিধাদি সেনানিবাসের বাসিন্দগণকে প্রদান করিবে।

১৮। **নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ**।—(১) প্রত্যেক সেনানিবাসের নির্বাহী কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) নির্বাহী কর্মকর্তার বেতন ও ভাতাদি সরকারের তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) নির্বাহী কর্মকর্তা সেনানিবাস বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং বোর্ডের সচিব হইবেন, কিন্তু বোর্ড বা বোর্ডের কোন কমিটির সভায় তাহার আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিলেও কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

১৯। **নির্বাহী কর্মকর্তার সাময়িক দায়িত্ব**।—কোন বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে মহা-পরিচালক, অন্য কোন বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তাকে, প্রথমোক্ত বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তার সাময়িক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২০। **সেনানিবাসের শ্রেণিবিন্যাস**।—সরকার, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আকার, আকৃতি, জনসংখ্যা ও গুরুত্ব বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত মনে করিলে, সেনানিবাসসমূহকে অনধিক তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করিতে পারিবে।

২১। **সেনানিবাস বোর্ড গঠন**।—(১) প্রথম শ্রেণির সেনানিবাসসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) স্টেশন কমান্ডার, যিনি পদাধিকারবলে বোর্ডের প্রসিডেন্টও হইবেন;

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা;

(ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী;

(ঙ) এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা, মনোনীত ৩(তিন) জন সামরিক কর্মকর্তা; এবং

(চ) এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক, লিখিত আদেশ দ্বারা, মনোনীত ২(দুই) জন অসামরিক কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির সেনানিবাসসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) স্টেশন কমান্ডার, যিনি পদাধিকারবলে বোর্ডের প্রসিডেন্টও হইবেন;

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা;

(ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী;

(ঙ) এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক, লিখিত আদেশ দ্বারা, মনোনীত ২(দুই) জন সামরিক কর্মকর্তা; এবং

(চ) এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক, লিখিত আদেশ দ্বারা, মনোনীত ১(এক) জন অসামরিক কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির সেনানিবাসসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) স্টেশন কমান্ডার, যিনি পদাধিকারবলে বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হইবেন;

(খ) এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক, লিখিত আদেশ দ্বারা, মনোনীত ২(দুই) জন সামরিক কর্মকর্তা; এবং

(গ) এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক, লিখিত আদেশ দ্বারা, মনোনীত ১(এক) জন অসামরিক কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।

(৪) যখন কোন সেনানিবাস সেনাবাহিনীসহ অন্য একাধিক বাহিনীর সামরিক সংগঠন ও স্থাপনাসমূহের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উক্ত সেনানিবাস সম্পর্কিত এই ধারার অধীন গঠিত বোর্ডে অনুরূপ অন্য প্রত্যেক বাহিনীর সামরিক কর্মকর্তার প্রতিনিধিত্ব রাখিতে হইবে, এবং এই ক্ষেত্রে এই ধারার অধীন গঠিত যে কোন শ্রেণির সেনানিবাস সম্পর্কিত বোর্ডে তদতিরিক্ত অনধিক ২ (দুই) জন সামরিক কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

২২। **সদস্যের কার্যকাল**।—(১) বোর্ডের একজন মনোনীত সদস্যের কার্যকাল, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর হইবে।

(৩) বোর্ডের পদাধিকারবলে মনোনীত কোন সদস্যের কার্যকাল তিনি যে পদের কারণে অনুরূপ সদস্য পদে বহাল হইয়াছেন উক্ত পদে বহাল থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

(৪) যে সদস্যের কার্যকাল সমাপ্ত হইয়াছে তিনি, ভিন্নভাবে অযোগ্য না হইলে, পুনঃমনোনীত হইতে পারিবেন।

(৫) সাধারণত, স্টেশন কমান্ডারের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে, তাহার অনুপস্থিতিতে, বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহার স্থলে স্টেশন কমান্ডারের সাময়িক দায়িত্ব পালনকারী সামরিক কর্মকর্তা বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি বোর্ডের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৩। **পদত্যাগ**।—(১) যদি বোর্ডের কোন মনোনীত সদস্য পদত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি লিখিতভাবে তাহার পদত্যাগপত্র, বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে, এরিয়া কমান্ডারের নিকট অগ্রবর্তী করিবেন।

(২) এরিয়া কমান্ডার পদত্যাগপত্র অনুমোদন করিলে পদত্যাগকারী সদস্যের আসন শূন্য হইবে।

২৪। **প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব**।—প্রত্যেক বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব থাকিবে, যথা :—

(ক) যুক্তিযুক্ত কারণে নিবৃত্ত না হইলে, বোর্ডের সকল সভা আহ্বান করা এবং উহাতে সভাপতিত্ব করা এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(খ) বোর্ডের আর্থিক ও নির্বাহী প্রশাসনের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা;

(গ) এই আইন দ্বারা বা তদধীন প্রেসিডেন্টর উপর আরোপিত বা অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা; এবং

(ঘ) এই আইন দ্বারা আরোপিত যে কোন বাধানিষেধ, সীমাবদ্ধতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের বিধানাবলির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরাসরি দায়ী থাকা।

২৫। **নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব**।—(১) নির্বাহী কর্মকর্তা এই আইন দ্বারা বা তদধীন তাহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং বোর্ডের সকল তথ্যাদি হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং বোর্ডের বা উহার যে কোন কমিটি বা এই আইনের অধীন গঠিত যে কোন সালিস কমিটির কার্যবিবরণী সম্পর্কিত দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবেন, যাহা উক্ত সংস্থাসমূহ যথাক্রমে তাহার উপর অর্পণ করিতে পারে, এবং সেনানিবাস প্রশাসন সম্পর্কিত বোর্ডের প্রত্যেক চাহিদা পূরণ করিবেন।

(২) নির্বাহী কর্মকর্তা বোর্ডের সকল তহবিলের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন।

২৬। **নির্বাহী কর্মকর্তার বিশেষ ক্ষমতা**।—(১) জরুরি পরিস্থিতিতে, নির্বাহী কর্মকর্তা যে কোন কার্য বাস্তবায়ন বা দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহাতে সাধারণত বোর্ডের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় এবং যাহা, তাহার মতে, তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন বা সম্পাদন জনস্বার্থে বা জননিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় এবং তিনি এইরূপ কার্য বাস্তবায়ন বা সম্পাদনের ব্যয় বোর্ডের তহবিল হইতে পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, নির্বাহী কর্মকর্তা—

(ক) প্রেসিডেন্টের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, এই ধারার অধীন দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন করিবেন না;

(খ) এই ধারার অধীন বোর্ডের নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া এমন কোন নির্দিষ্ট কার্য বা দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন করিবেন না, যাহা করা বা না-করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে; এবং

(গ) এই ধারার অধীন গৃহীত পদক্ষেপ এবং উহার কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বোর্ডের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন।

২৭। **কতিপয় কর্মকর্তার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা**।—(১) এই আইন দ্বারা বা এই আইনের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনের সীমিত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তাগণের, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিবে এবং তাহারা তদুদ্দেশ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সময় উক্ত কার্যবিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(২) কোন কর্মকর্তা এই ধারার অধীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, যদি না তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রেষণে উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

(৩) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে, আবশ্যক হইলে, একজন কর্মকর্তা অসামরিক কিংবা সামরিক পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৮। **সদস্যগণের অপসারণ**।—এরিয়া কমান্ডার বোর্ড হইতে যে কোন মনোনীত সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন, যিনি—

(ক) একাদিক্রমে ৩(তিন)টির অধিক বোর্ডের সভায় অনুপস্থিত থাকেন এবং এইরূপ অনুপস্থিতির জন্য বোর্ডের নিকট সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অপারগ হন; বা

(খ) সরকারের মতে, বোর্ডের সদস্য হিসাবে চরমভাবে নিজ পদের অপব্যবহার করিয়াছেন, যাহার ফলে উক্ত সদস্য পদে বহাল থাকা জনস্বার্থ পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে; বা

(গ) সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কোন কার্য সম্পাদন বা মালামাল সরবরাহের জন্য বোর্ডের সহিত চুক্তি করেন বা অন্য কোনভাবে ইহার কর্মকাণ্ডের সহিত তাহার আর্থিক স্বার্থ জড়িত থাকে।

(২) একজন অপসারিত সদস্য তাহার অপসারণের পর ৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনঃমনোনয়নের জন্য উপযুক্ত হইবেন না।

২৯। **বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারি কর্মচারী গণ্য হইবেন**।—(১) বোর্ডের প্রত্যেক স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারী দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচরণ ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সকল বিধি-বিধান একইভাবে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩০। **বোর্ডের সভা**।—(১) বোর্ড সাধারণত প্রতি ৩(তিন) মাসে নির্ধারিত দিনে অন্তত ১(এক) বার সভায় মিলিত হইবে এবং উক্ত সভা সম্পর্কে এই আইনের অধীন প্রণীত উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২) প্রেসিডেন্ট, প্রয়োজন মনে করিলে অথবা বোর্ডের সদস্যদের অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের লিখিত দাবির প্রেক্ষিতে, যে কোন সময় বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন সভা পরবর্তী দিবস বা যে কোন অনুবর্তী দিবস পর্যন্ত মুলতবি করা যাইতে পারে এবং একটি মুলতবি সভা একইভাবে মুলতবি করা যাইতে পারে।

৩১। **নিষ্পত্তিযোগ্য কার্যাবলি**।—এই আইনের অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত যে কোন উপ-আইন সাপেক্ষে, যে কোন সময় সভায় যে কোন কার্য নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর আরোপণ, রহিতকরণ বা সংশোধন সংক্রান্ত বিষয় সভায় নিষ্পত্তি করা হইবে না, যদি না উক্ত বিষয় ও তারিখ নির্ধারণপূর্বক সভা অনুষ্ঠিত হইবার অন্যূন ৭(সাত) দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্যের নিকট নোটিশ প্রেরণ করা হয়।

৩২। **সভার কোরাম**।—(১) বোর্ডের সভায় কোন কার্য নিষ্পত্তির জন্য অন্যূন অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূরণ হইবে।

(২) কোরাম পূরণ না হইলে প্রেসিডেন্ট সভা মুলতবি করিবেন এবং মুলতবি সভায়, কোরাম পূরণ হউক বা না হউক, উহাতে মূল সভায় কোরাম পূরণ হইলে যে সকল বিষয় নিষ্পত্তি করা হইত, সেই সকল বিষয় উপস্থাপন ও নিষ্পত্তি করা যাইবে।

৩৩। **কার্যবিবরণী**।—(১) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী একটি বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং সভা সমাপ্তির পর সভাপতি কর্তৃক উহা স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) কার্যবিবরণীর অনুলিপি প্রত্যেক সভার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার নিকট জ্ঞাতার্থে বা কার্যার্থে অগ্রবর্তী করিতে হইবে।

৩৪। **উত্থাপিত বিষয় নিষ্পন্নের পদ্ধতি**।—(১) সভায় উপস্থাপিত সকল বিষয় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্ধারিত হইবে।

(২) ভোটের সমতার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৩) বোর্ডের কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন সদস্যের দ্বিমত থাকিলে, যদি উক্ত সদস্য অনুরূপ অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তাহার দ্বিমত পোষণের কারণসমূহ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ, কার্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হইবে।

৩৫। **বাজার সংক্রান্ত কমিটি**।—(১) বেসামরিক আবাসন এলাকা, 'গ' শ্রেণির জমিতে অবস্থিত বা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় বেসামরিক বসতি গড়ার জন্য নির্দিষ্ট বা সরকার কর্তৃক, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নাগরিক সেবা ও পৌর কর আদায়ে বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন ন্যস্ত এলাকা এবং যাহা কোন সিটি করর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষেদের আওতাধীন এলাকা নহে তাহা বাজার এলাকা হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) বোর্ড ইহার ৩(তিন) জন সদস্যের সমন্বয়ে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাজার এলাকার প্রশাসনের জন্য ১(এক)টি কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত কমিটিকে বাজার সংক্রান্ত বিষয়ে উহার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) বোর্ড কমিটির ১(এক) জন সদস্যকে কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন।

৩৬। **প্রশাসনিক প্রতিবেদন**।—(১) প্রত্যেক বোর্ড বৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব এবং এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে, এরিয়া কমন্ডারের মাধ্যমে পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরের সেনানিবাসের প্রশাসন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে এবং বিস্তারিতভাবে, সরকারের নিকট দাখিল করিবে; এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি মহা-পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে।

৩৭। **দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য নির্দেশদানে সরকারের ক্ষমতা**।—সরকার, যে কোন সময়ে, যে কোন বোর্ডকে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) উক্ত বোর্ডের অধিকার বা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন রেকর্ড, চিঠিপত্র, পরিকল্পনা বা অন্যান্য দলিল উপস্থাপন;

(খ) উহার যে কোন কর্মপন্থা, দায়দায়িত্ব বা কার্যাদি সম্পর্কিত নক্সা, প্রাক্কলন, বিবরণ, হিসাব বা পরিসংখ্যান প্রদান;

(গ) যে কোন রিপোর্ট প্রদান বা সংগ্রহ।

৩৮। **পরিদর্শন।**—(১) সরকার, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত যে কোন অসামরিক কর্মকর্তাকে বা, ক্ষেত্রমত, এরিয়া কমান্ডার তাহার অধস্তন যে কোন সামরিক কর্মকর্তাকে, বোর্ডের দপ্তরের যে কোন বিভাগ বা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত যে কোন সেবা বা কাজ, বা উহার মালিকানাধীন বস্তু, পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিবার এবং তৎসম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং বোর্ড ও উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এইরূপ নিযুক্ত ব্যক্তিকে সকল যুক্তিযুক্ত সময়ে বোর্ডের প্রাঙ্গণে ও সম্পত্তিতে প্রবেশের জন্য এবং ইহার সকল রেকর্ড, হিসাব এবং তিনি তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য যে সকল দলিল পরিদর্শন করাকে প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন সেইগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য সুযোগ দানে বাধ্য থাকিবেন।

(২) মহা-পরিচালক বা তাহার পক্ষে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিষয়ে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৩৯। **দলিলাদি তলব করিবার ক্ষমতা।**—এরিয়া কমান্ডার, লিখিত আদেশ দ্বারা,—

(ক) বোর্ডের অধিকারে থাকা বা নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন বহি বা দলিল তলব করিতে পারিবেন;

(খ) বোর্ডকে, তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ বিবৃতি, হিসাব, রিপোর্ট এবং উহার কার্যধারা, দায়িত্ব বা কার্যসম্পর্কিত দলিল প্রদানের জন্য, তলব করিতে পারিবেন।

৪০। **কার্য, ইত্যাদি সম্পাদন সংক্রান্ত ক্ষমতা।**—ধারা ৩৮ বা ৩৯ এর অধীন সংগৃহীত তথ্য বা রিপোর্ট প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে, যদি সরকার বা, ক্ষেত্রমত, এরিয়া কমান্ডার মনে করেন যে,—

(ক) এই আইন দ্বারা বা তদধীন বোর্ডের উপর অর্পিত কোন দায়িত্ব পালন করা হয় নাই বা উহা ত্রুটিপূর্ণ, অদক্ষ বা অনুপযুক্তভাবে পালন করা হইয়াছে; বা

(খ) এইরূপ কোন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা হয় নাই,

তাহা হইলে ইহা বা তিনি, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সময়ের মধ্যে, ইহা বা তাহার সন্তুষ্টি অনুযায়ী যথাযথভাবে কর্তব্য পালন বা, ক্ষেত্রমত, আর্থিক সংস্থান করিবার জন্য বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪১। **নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার ক্ষমতা।**—ধারা ৪০ এর অধীন, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যে কাজ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল উহা যদি যথাযথভাবে করা না হয়, তাহা হইলে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, এরিয়া কমান্ডার উক্ত কাজ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং অধিকন্তু উক্ত কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় সেনানিবাস তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪২। **বোর্ডের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা।**—(১) যদি প্রেসিডেন্ট বোর্ডের কোন সিদ্ধান্তের সহিত দ্বিমত পোষণ করেন, যাহা তাহার মতে সেনানিবাসের সৈন্যদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ বা শৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে তিনি কার্যবিবরণীতে কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া, লিখিত আদেশ দ্বারা, উহার ব্যবস্থা গ্রহণ অনধিক ১(এক) মাসের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং এইরূপ করা হইলে তিনি বিষয়টি অনতিবিলম্বে সিদ্ধান্তের জন্য এরিয়া কমান্ডারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) যদি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বোর্ডের কোন সিদ্ধান্তকে জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা সুবিধার জন্য ক্ষতিকর মনে করেন, তাহা হইলে তিনি লিখিতভাবে বোর্ডের নিকট তাহার অভিমত সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিয়া, বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সরকারের নিকট প্রেরণ-সূত্রে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সিদ্ধান্তের উপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

(৩) যদি কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বোর্ডের সদস্য হইয়া, কোন সভায় উপস্থিত থাকিয়া, কোন সিদ্ধান্তের সহিত দ্বিমত পোষণ করেন, যাহা তিনি জনস্বাস্থ্য বা জননিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর মনে করেন, তাহা হইলে তিনি লিখিতভাবে তাহার অভিমত সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে নোটিশ প্রদান করিয়া, বিষয়টি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করিবেন এবং প্রেসিডেন্ট এইরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর, উক্ত সিদ্ধান্তের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ এইরূপ সময়ের জন্য স্থগিত করিবেন যাহা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত যোগাযোগ এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত হয়।

৪৩। **সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত বিষয়ে এরিয়া কমান্ডারের ক্ষমতা।**—(১) এরিয়া কমান্ডার যে কোন সময়ে—

(ক) নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন, সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত বিষয় ব্যতীত, কোন বিষয় বা কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক বিবেচনা বা পুনর্বিবেচনা করা হউক; বা

(খ) ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন, সিদ্ধান্তের জন্য তাহার নিকট প্রেরিত বিষয় ব্যতীত, অন্য কোন কার্যক্রম তাহার নির্দেশে বর্ণিত সময়ের জন্য স্থগিত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং তৎপরবর্তী স্থগিতাদেশ বাতিল করিতে পারিবেন বা কেন এইরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইবে না তজ্জন্য বোর্ডকে কারণ দর্শানোর যুক্তিযুক্ত সময় প্রদানের পর এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হইবে না বা তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট সংশোধনীসহ উহা কার্যকর করা হইবে।

(২) বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন মতামতের জন্য এরিয়া কমান্ডারের নিকট প্রেরণ করা হইলে, তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা,—

(ক) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কার্যক্রম স্থগিত করিবার জন্য প্রদত্ত আদেশ বাতিল করিতে পারিবেন; বা

(খ) তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সময়ের জন্য আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন; বা

(গ) কেন এইরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইবে না বোর্ডকে উহার কারণ দর্শানোর যুক্তিযুক্ত সুযোগদানের পর, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হইবে না বা তিনি যেইরূপ নির্দিষ্ট করিবেন সেইরূপ সংশোধনীসহ উহা বোর্ড কর্তৃক কার্যকর করা হইবে।

৪৪। **সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা।**—ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন বোর্ডের কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে সরকারের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হইলে, সরকার, এরিয়া কমান্ডারের সহিত আলোচনাক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা,—

(ক) নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, সিদ্ধান্তের উপর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে না; বা

(খ) নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, ইহা যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে যেইরূপ সংশোধনীসহ বা ব্যতিরেকে আদেশটি কার্যকর করা যাইবে।

৪৫। **বোর্ড বাতিলকরণ।**—যদি সরকারের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোন বোর্ড দায়িত্ব পালনে যোগ্য নহে বা ইহা ক্রমাগতভাবে এই আইন দ্বারা বা তদধীন ইহার উপর অর্পিত দায়িত্ব বা অন্য কোন আইনগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে বা ইহা নিজ ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে, তাহা হইলে সরকার উক্ত বোর্ড বাতিল করিতে পারিবে।

৪৬। **বোর্ড বাতিলকরণের ফলাফল।**—ধারা ৪৫ এর অধীন আদেশ দ্বারা কোন বোর্ড বাতিল করা হইলে —

(ক) বোর্ডের সকল সদস্য, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখে সদস্যরূপে নিজ নিজ দায়িত্ব হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন, কিন্তু ইহাতে পুনঃমনোনয়নের জন্য তাহাদের যোগ্যতার বিষয়টি ক্ষুণ্ন হইবে না;

(খ) বোর্ড বাতিল থাকা অবস্থায়, এই আইনের অধীন বা অন্য কোন আইন দ্বারা বোর্ডের উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক, এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক আরোপিত কোন সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, প্রয়োগ ও পালন করা হইবে; এবং

(গ) বাতিলের সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে বোর্ড পুনর্গঠনের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হইবে।

৪৭। **কার্যধারা, ইত্যাদির বৈধতা।**—(১) কেবল কোন বোর্ডে বা উহার কোন কমিটিতে শূন্যপদ থাকিবার কারণে উক্ত বোর্ড বা কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(২) বোর্ডের বা উহার কোন কমিটির প্রেসিডেন্ট বা সদস্য হিসাবে মনোনয়ন বা নিয়োগজনিত কোন অযোগ্যতা বা ত্রুটি বোর্ডের বা কমিটির কার্য বা কার্যধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না, যদি উক্ত কার্য করিবার বা কার্যধারা গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তি যথাযথভাবে উহার সদস্য থাকেন।

(৩) বোর্ড বা উহার কোন কমিটির কার্যধারার রেকর্ড বলিয়া গণ্য কোন দলিল বা কার্যবিবরণীকে, যদি উক্ত কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করিবার জন্য নির্দেশিতরূপে সারসংক্ষেপ প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে, যথাযথভাবে গঠিত বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, কমিটির যথাযথভাবে আহ্বানকৃত সভার কার্যবিবরণীর যথাযথ রেকর্ড হিসাবে গণ্য করা হইবে।

কর আরোপ, আদায় ও পৌর-দায়িত্ব

৪৮। **করারোপ ও পৌরসেবা।**—সেনানিবাস বোর্ড সেনানিবাস এলাকায় পৌর-সুবিধাদি প্রদানের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের নিকট হইতে উপযুক্ত কর আদায় করিবে।

৪৯। **করারোপের সাধারণ ক্ষমতা।**—(১) বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন সেনানিবাসে আবশ্যক ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ে কর আরোপ করিতে পারিবে যাহা আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন যে কোন পৌরসভায় আরোপ করা যাইতে পারে।

(২) এই ধারার অধীন আরোপিত যে কোন কর সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(৩) অসামরিক আবাসিক এলাকা, সামরিক আবাসিক প্রকল্প এলাকা, বাজার এলাকাসহ সেনানিবাস বহির্ভূত যে সকল সংলগ্ন এলাকায় সেনানিবাস বোর্ড পৌর-সুবিধাদি সরবরাহ করিয়া থাকে, সেই সকল এলাকা এই ধারার তৎসংশ্লিষ্ট সীমিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সেনানিবাস এলাকার একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫০। **প্রাথমিক প্রস্তাব প্রণয়ন।**—ধারা ৪৯ এর অধীন করারোপের জন্য বোর্ড কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে, বোর্ড ধারা ৫৫-তে উল্লিখিত পদ্ধতিতে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সুনির্দিষ্ট করিয়া একটি নোটিশ প্রকাশ করিবে, যথা :—

(ক) যে কর আরোপের প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(খ) যে ব্যক্তিবর্গ বা যে শ্রেণির ব্যক্তিবর্গকে প্রস্তাবিত কর পরিশোধ করিতে হইবে এবং যে সম্পত্তি বা বস্তুর জন্য কর পরিশোধ করিতে হইবে; এবং

(গ) যে হারে কর ধার্য হইবে।

৫১। **আপত্তি এবং উহার নিষ্পত্তি।**—(১) সেনানিবাসের যে কোন বাসিন্দা ধারা ৬৭ এর অধীন নোটিশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নোটিশে উল্লিখিত সকল বা যে কোন প্রস্তাব সম্পর্কে লিখিত আপত্তি পেশ করিতে পারিবেন এবং বোর্ড উক্ত যে কোন আপত্তি বিবেচনা করিবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তৎসম্পর্কে আদেশ জারি করিবে।

(২) বোর্ড উহার সকল বা যে কোন প্রস্তাব পরিবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, উহা ধারা ৬৭ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে, পরিবর্তিত প্রস্তাবসমূহ এইরূপে পুনঃপ্রকাশ করিবে যেন উক্ত প্রস্তাবসমূহ পূর্বে প্রকাশিত প্রস্তাবসমূহের পরিবর্তিত রূপ, এবং এইরূপ পরিবর্তিত প্রস্তাবসমূহের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বোর্ড প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে, উক্ত প্রস্তাবসমূহ, কোন আপত্তি থাকিলে উহা-সহ, এরিয়া কমান্ডারের মাধ্যমে, সরকারের নিকট পেশ করিবে।

৫২। **কর ধার্যকরণ।**—(১) সরকার, বোর্ডকে মূল প্রস্তাব অনুসারে, বা কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে উক্তরূপে বা উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংশোধিত রূপে, কর ধার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত যে কোন কর হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার বা যে কোন নূতন বিষয়ে করারোপ করিবার জন্য বোর্ডকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কোন সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বা সংলগ্ন এলাকায় কোন অসামরিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে সেনানিবাস বোর্ড কর্তৃক পৌর-সুবিধাদি প্রদান করা হইলে, প্রদত্ত পৌর-সুবিধাদির বিনিময়ে প্রাপ্য করসমূহের পরিমাণ, যতদূর সম্ভব, অসামরিক পৌর-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিকটতম অসামরিক এলাকার জন্য অনুরূপ বিষয়ে ধার্য পৌর-করের সমপরিমাণ হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট সেনানিবাস বোর্ড, উপ-ধারা (৩) এর অধীন ধার্যকৃত পৌর-করসমূহ প্রতি ৩(তিন) বৎসর অন্তর পুনর্মূল্যায়ন পূর্বক, আবশ্যক ক্ষেত্রে পুনঃনির্ধারণ করিয়া, বিজ্ঞপ্তি জারি করিবে; এবং বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করিবে।

(৫) কোন ধার্যকৃত, নির্ধারিত বা সংশোধিত কর বা কর তালিকা কার্যকর করিবার পূর্বে উহাতে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৫৩। **বার্ষিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা**।—(১) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "বার্ষিক মূল্যায়ন" অর্থ—

(ক) রেল স্টেশন, হোটেল, কলেজ, স্কুল, হাসপাতাল, কারখানা এবং এই দফার অধীন বোর্ড মূল্যায়ন করিতে ইচ্ছুক এইরূপ দালানের ক্ষেত্রে, উহা নির্মাণের বর্তমান প্রাক্কলিত ব্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ভূমির মূল্য যোগ করিলে মোট যে অংক হইবে উহার ২০ (বিশ) ভাগের এক ভাগ; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন যে দালান বা ভূমির মূল্যায়ন করা হয় নাই উহার ক্ষেত্রে, মোট বার্ষিক ভাড়া যাহাতে উক্ত দালান (উহার মধ্যস্থ আসবাবপত্র বা যন্ত্রপাতি ব্যতীত) বা ভূমি বাস্তবে ভাড়া দেওয়া হয়, বা যেক্ষেত্রে দালান বা ভূমি ভাড়া দেওয়া হয় না বা, বোর্ডের মতে, উহার উচিত মূল্য অপেক্ষ কম মূল্যে ভাড়া দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে বার্ষিক যে মূল্যে উহা যুক্তিযুক্তভাবে ভাড়া দেওয়া প্রত্যাশা করা যায় সেই মূল্য :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দালানের বার্ষিক মূল্য পূর্বোক্তরূপে হিসাব করিলে যদি উক্ত মূল্য কোন ব্যতিক্রমধর্মী কারণে বোর্ডের নিকট অত্যধিক বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বোর্ড যেইরূপ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবে সেইরূপ কোন কমমূল্য ধার্য করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড উপ-আইন দ্বারা মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান করিতে পারিবে।

৫৪। **করের ভার**।—(১) কর ধার্য করিবার নোটিশে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত না হওয়া ব্যতীত, দালান বা ভূমি বা উভয়ের উপর মূল্যায়নকৃত প্রত্যেক কর, যে সম্পত্তির উপর উহা মূল্যায়ন করা হইয়াছে, প্রাথমিকভাবে উহার দখলদারের উপর আরোপযোগ্য হইবে, যদি তিনি উক্ত দালান বা ভূমির মালিক হন বা সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বোর্ডের প্রদত্ত দালান বা অন্য ধরনের ইজারাপ্রাপ্ত হন বা যে কোন ব্যক্তি হইতে ইজারাপ্রাপ্ত হন।

(২) অন্যান্য ক্ষেত্রে, প্রাথমিকভাবে নিম্নরূপে করারোপ করা যাইবে, যথা :—

(ক) সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া হইলে ভাড়া প্রদানকারীর উপর;

(খ) সম্পত্তি কোর্ফা ভাড়া দেওয়া হইলে ঊর্ধ্বতন ভাড়া প্রদানকারীর উপর; এবং

(গ) সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া না হইলে যে ব্যক্তির উপর ভাড়া দেওয়ার অধিকার বর্তায় তাহার উপর।

(৩) যে ব্যক্তির উপর প্রাথমিকভাবে কর আদায়যোগ্য হয় তাহার নিকট হইতে উহা আদায়ে ব্যর্থ হইলে, উহা যে দালান বা ভূমির ক্ষেত্রে আদায়যোগ্য সেই দালান বা ভূমির যে কোন অংশের দখলদারের নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারে।

(৪) সম্পূর্ণ দালান বা ভূমির কোন অংশ যে হার সম্পর্কিত, আদায়ের পরিমাণ সেই হারে, বা সম্পূর্ণ দালান বা ভূমির সমগ্র ভাড়ার পরিমাণ, যদি উহা প্রমাণীকৃত মূল্যায়ন তালিকায় বর্ণিত থাকে, উহার কোন অংশের বার্ষিক ভাড়ার হারাহারিভাবে হইবে।

(৫) যদি কোন দখলদার করের অংশবিশেষ পরিশোধ করেন যাহার জন্য তিনি এই ধারার অধীন প্রাথমিকভাবে দায়ী নহেন, তাহা হইলে তিনি, বিপরীত কোন চুক্তির অনুপস্থিতিতে, যে ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে পরিশোধের জন্য দায়ী তাহার নিকট হইতে উহা ফেরত লাভের অধিকারী হইবেন এবং এইরূপ অধিকারপ্রাপ্ত হইলে, তিনি, সময়ে সময়ে, উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় ভাড়া হইতে কর্তন করিতে পারিবেন।

৫৫। কর-নির্ধারণ তালিকা।—দালান বা ভূমি বা উভয়ের বার্ষিক মূল্যের উপর নির্ধারণকৃত কোন কর আরোপ করা হইলে, বোর্ড সেনাবানিবাসের সকল দালান বা ভূমি বা ক্ষেত্রমত, উভয়ের জন্য একটি মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করিবে।

৫৬। কর-নির্ধারণ তালিকা প্রকাশ।—কর-নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করা হইলে, বোর্ড তৎসম্পর্কে গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে এবং উক্ত তালিকা ব্যাপকভাবে প্রকাশ করিবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি উক্ত তালিকাভুক্ত কোন সম্পত্তির মালিক, ইজারাদার বা দখলদার বলিয়া দাবি করেন এবং উক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি স্বাধীনভাবে উক্ত তালিকা পরিদর্শন এবং বিনামূল্যে উহার কোন অংশের উদ্ধৃতি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৫৭। **কর-নির্ধারণ তালিকা পুনর্বিন্যাস।**—(১) একই সময়ে, বোর্ড যখন কর নির্ধারণ তালিকাভুক্ত মূল্যায়ন এবং নির্ধারণসমূহ বিবেচনা শুরু করিবে, পরবর্তী অন্যূন ১(এক) মাসের সময় প্রদানপূর্বক তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া একটি গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে, এবং যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তির প্রথমবারের মত কর-নির্ধারণ করা হয় বা কর-নির্ধারণ বৃদ্ধি করা হয়, সেইক্ষেত্রে ইহা এতদ্বিষয়ে সম্পত্তির মালিক এবং যে কোন ইজারাদার বা দখলদারকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) কোন মূল্যায়ন বা কর-নির্ধারণ সম্পর্কে আপত্তি থাকিলে তদ্বিষয়ে লিখিতভাবে বোর্ডের নিকট, নোটিশে প্রকাশিত হইবার তারিখের পূর্বে দাখিল করিতে হইবে এবং মূল্যায়ন বা কর-নির্ধারণ সম্পর্কে কি আপত্তি করা হইয়াছে উহা বর্ণনা করিতে হইবে এবং এইরূপ দায়েরকৃত সকল আপত্তি বোর্ডের দ্বারা বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত আপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং তদন্ত করিতে হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কর-নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক আপত্তিকারীকে, ব্যক্তিগতভাবে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে, শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) অন্যূন ৩(তিন) জন ব্যক্তির সমন্বয়ে কর নির্ধারণ কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটিতে বোর্ডের কোন সদস্যকে নিয়োগ দানের প্রয়োজন হইবে না।

৫৮। কর-নির্ধারণ তালিকা প্রমাণীকরণ।—(১) যখন ধারা ৫১ এর অধীন দায়েরকৃত সকল আপত্তি নিস্পত্তি করা হয় এবং মূল্যায়ন এবং কর নির্ধারণের পুনর্বিবেচনা করা সমাপ্ত হয়, তখন কর-নির্ধারণ তালিকাটি কর-নির্ধারণ কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে যাহারা, একই সময়ে, প্রত্যয়ন করিবেন যে, উক্ত আপত্তিসমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে এবং তাহারা এইরূপ আপত্তিসমূহের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রমাণীকৃত কর-নির্ধারণ তালিকা বোর্ডের কার্যালয়ে জমা করা হইবে এবং অফিস সময়ে বিনামূল্যে পরিদর্শনের জন্য সম্পত্তির সকল মালিক, ইজারাদার এবং দখলদারদের নিকট বা উক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে এবং এইরূপ উন্মুক্ত থাকিবার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

৫৯। কর-নির্ধারণ তালিকার প্রমাণযোগ্য মূল্য।—এই অধ্যায়ের বিধানাবলির অধীন কর-নির্ধারণ তালিকায় পরবর্তীতে আনীত পরিবর্তন এবং উহার অধীন দায়েরকৃত আপিলের ফলাফল সাপেক্ষে, ধারা ৫৮ এর বিধানমতে প্রমাণীকৃত ও জমাকৃত সকল ভুক্তি চূড়ান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে, যদি উহা—

(ক) এই আইনের অধীন আরোপিত যে কোন কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উক্ত ভুক্তিসমূহ যথাক্রমে যে সকল দালান ও ভূমির বার্ষিক মূল্য বা অন্যান্য মূল্যায়নের সহিত সম্পৃক্ত হয়; এবং

(খ) যে বৎসরের সহিত এইরূপ তালিকা সম্পৃক্ত সেই বৎসরে আরোপিত দালান বা ভূমির প্রত্যেক করের আরোপযোগ্য পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হয়।

৬০। **কর-নির্ধারণ তালিকা সংশোধন।—(১)** বোর্ড যে কোন সময় নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনাক্রমে কর-নির্ধারণ তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে—

(ক) যে কোন ব্যক্তির নাম সন্নিবেশিত করিয়া বা বাদ দিয়া, যাহার নাম সন্নিবেশিত করা বা বাদ দেওয়া উচিত বা উচিত হইবে; বা

(খ) যে কোন সম্পত্তি সন্নিবেশিত করিয়া বা বাদ দিয়া, যে সম্পত্তি সন্নিবেশিত করা বা বাদ দেওয়া উচিত বা উচিত হইবে; বা

(গ) যে কোন সম্পত্তির উপর কর-নির্ধারণ পরিবর্তন করিয়া, যাহা ভুলভাবে মূল্যায়ন করা হইয়াছে বা, বোর্ড বা কর নির্ধারণ কমিটি বা যাহার দ্বারাই হউক না কেন, নির্ধারণকৃত ব্যক্তির শঠতা, দুর্ঘটনা বা ভুলের কারণে হইয়াছে; বা

(ঘ) যে সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে উহা পুনঃমূল্যায়ন বা পুনঃনির্ধারণ করিয়া; বা

(ঙ) দখলদার কর্তৃক প্রদেয় করের ক্ষেত্রে, দখলদারের নাম পরিবর্তন করিয়া:

তবে শর্ত থাকে যে, যে বৎসরে কর-নির্ধারণ শুরু হইয়াছে উহার পূর্ববর্তী কোন সময়ের কর বা করের বৃদ্ধি পরিশোধের জন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ সংশোধনীর কারণে দায়ী হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সংশোধন করিবার পূর্বে বোর্ড সংশোধন নোটিশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে এই মর্মে অন্যূন ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান করিবে যে, উহা সংশোধনের প্রস্তাব করিতেছে।

(৩) এইরূপ যে কোন সংশোধনী সম্পর্কে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বোর্ডের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি করিতে পারিবে এবং তিনি উহার সমর্থনে স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানি প্রদানের সুযোগপ্রাপ্ত হইবেন।

৬১। **নূতন কর-নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুতকরণ।**—বোর্ড প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর ১ (এক) বার একটি নূতন কর-নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ধারা ৫৫ হইতে ধারা ৬০ এর বিধানাবলি যেইরূপ প্রথম বারের মত কর-নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় প্রযোজ্য হইয়াছিল সেই একইরূপে প্রযোজ্য হইবে।

৬২। **হস্তান্তরের নোটিশ।**—(১) যখন কোন দালান বা ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর পরিশোধের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী ব্যক্তির স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, তখন যে ব্যক্তির স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় এবং যে ব্যক্তির অনুকূলে উহা হস্তান্তরিত হয়, তিনি, হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের পর উহা নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে, নিবন্ধনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট এইরূপ হস্তান্তরের নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাথমিকভাবে দায়ী কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, যে ব্যক্তির উপর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের স্বত্ব বর্তায় তিনি ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট এইরূপ বর্তানোর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদেয় নোটিশ নির্বাহী কর্মকর্তা যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন সেইরূপ আকারে হইবে এবং যাহার নিকট হস্তান্তর করা হয় বা যে ব্যক্তির উপর স্বত্ব বর্তায়, তিনি, প্রয়োজনবোধে, হস্তান্তর বা বর্তানোর যে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণজনিত দলিল নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) যে কোন ব্যক্তি যিনি নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট নোটিশ প্রদান না করিয়া পূর্বোক্তরূপে হস্তান্তর করেন তিনি যতদিন না নোটিশ প্রদান করিবেন বা হস্তান্তর সম্পর্কে বোর্ডের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনি হস্তান্তরিত সম্পত্তির উপর নির্ধারিত সকল কর আদায়ের জন্য দায়ী থাকিবেন, কিন্তু এই ধারার-কোন কিছু উল্লিখিত কর পরিশোধের বিষয়ে হস্তান্তরকরণের দায়িত্বকে প্রভাবিত করিবে না।

(৫) নির্বাহী কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন তাহার নিকট নোটিশকৃত স্বত্বের প্রত্যেক হস্তান্তর বা বর্তানো বোর্ডের কর-নির্ধারণ তালিকায় এবং অন্যান্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৬৩। **দালান নির্মাণের নোটিশ**।—(১) যদি কোন দালান ধারা ১২৫ এর অর্থে নির্মিত বা পুনঃনির্মিত হয়, তাহা হইলে উক্ত দালানের মালিক উহার নির্মাণ সমাপ্তি বা দখলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, যাহা পূর্বে হয়, সেনানিবাস নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট উহা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রদানে বাধ্য কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নির্মিত বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্মিত দালানের উপর প্রদেয় ৩ (তিন) মাসের কর বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, যাহা অধিকতর হয়, দণ্ডিত হইবেন।

৬৪। **দালান ভাঙ্গন, ইত্যাদি**।—যদি কোন দালান, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, ভাঙ্গা বা ধ্বংস করা বা অন্য কোনরূপে মূল্যহীন করা হয়, তাহা হইলে বোর্ড, মালিক বা দখলদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, উহার বার্ষিক মূল্যের উপর নির্ধারিত যে কোন করের অংশ বিশেষ, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে, মওকুফ বা প্রত্যর্পণ করিতে পারিবে।

৬৫। **কর মওকুফ**।—যখন কোন সেনানিবাসে, কোন দালান বা ভূমি একাধিক্রমে ৬০ (ষাট) বা ততোধিক দিন খালি বা ভাড়াবিহীন অবস্থায় থাকে, তখন বোর্ড উহার বার্ষিক মূল্যের উপর নির্ধারিত যে কোন করের এইরূপ হারাহারি অংশ যতদিন উক্ত দালান বা ভূমি খালি এবং ভাড়াবিহীন অবস্থায় থাকে ততদিন পর্যন্ত, মওকুফ বা প্রত্যর্পণ করিবে।

৬৬। **দালানাদির বিস্তারিত বিবরণ কর-নির্ধারণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার ক্ষমতা**।—(১) করের আংশিক মওকুফ বা প্রত্যর্পণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, ফ্ল্যাটবাড়ির দালানের মালিক উক্ত দালানের কর-নির্ধারণের সময়, সম্পূর্ণ দালানের বার্ষিক মূল্যের অতিরিক্ত প্রত্যেক ফ্ল্যাটের মূল্য বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া, কর-নির্ধারণ তালিকায় সন্নিবেশিত করিবার জন্য, বোর্ডকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(২) যখন এইরূপ কোন ফ্ল্যাটবাড়ির মূল্য পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন উহা যদি একাদিক্রমে ৬০(ষাট) বা ততোধিক দিন খালি এবং ভাড়াবিহীন অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্পূর্ণ দালানের বার্ষিক মূল্যের উপর নির্ধারিত করের এইরূপ অংশ মওকুফ বা প্রত্যর্পণ করা হইবে, যাহা পৃথক ফ্ল্যাট পৃথকভাবে কর নির্ধারণ করা হইলে করা হইত।

৬৭। **যে অবস্থার প্রেক্ষিতে কর মওকুফ বা প্রত্যর্পণ দাবি করা হইয়াছে তৎসম্পর্কিত নোটিশ প্রদান।**—ধারা ৬৫ বা ধারা ৬৬ এর অধীন কোন মওকুফ বা প্রত্যর্পণ করা হইবে না, যদি না উক্ত দালান, ভূমি বা দালানের পৃথক ফ্ল্যাট খালি এবং ভাড়াবিহীন থাকার বিষয় বোর্ডকে লিখিত নোটিশ দ্বারা অবহিত করা হয় এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ১৫(পনের) দিন শুরু হইবার পূর্বের কোন সময়ের জন্য কোন মওকুফ বা প্রত্যর্পণ কার্যকর হইবে না।

৬৮। **যে সকল দালান, ইত্যাদি খালি বলিয়া গণ্য হইবে।**—(১) ধারা ৬৫ এবং ৬৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন দালান বা উহার অংশ বা ফ্ল্যাট বা ভূমি খালি হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি উহা আনন্দনিবাস বা শহরবাড়ি বা বাগানবাড়ি হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, বা উহা ভাড়াবিহীন হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি উহা এমন কোন ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া দেওয়া হয় যাহার উপর চলমান দখলাধিকার রহিয়াছে, তিনি বাস্তবে উহার দখলে থাকুন বা না থাকুন।

(২) ধারা ৬৫ বা ৬৬ বা ৬৭ এর অধীন সুবিধার প্রাধিকার দাবিকারী ব্যক্তির উপর উক্ত সকল অবস্থা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব বর্তাইবে।

৬৯। **খালি দালান বা বাড়িতে বসবাসের ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান।**—(১) ধারা ৬৫ বা ৬৬ এর অধীন কর মওকুফ বা প্রত্যর্পণকৃত যে কোন দালান, ফ্ল্যাট বা ভূমির মালিক উক্ত দালান, ফ্ল্যাট বা ভূমি পুনঃদখলের পরবর্তী দিনের মধ্যে এইরূপ পুনঃদখলের নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রদানে বাধ্য যে কোন মালিক উহা প্রদানে ব্যর্থ হইলে, তিনি, যে সময়ের মধ্যে উহা পুনঃদখল করা হইয়াছে সেই সময়ের জন্য এইরূপ দালান, ফ্ল্যাট বা ভূমির প্রদেয় করের অন্যূন দ্বিগুণ এবং অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা বা বর্ণিত করের ১০(দশ) গুণ, যাহা অধিকতর হয়, অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭০। **দালান এবং ভূমির কর মাশুল হিসাবে গণ্য হওয়া।**—যে কোন দালান বা ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর নির্ধারিত কর, সরকারকে প্রদেয় কোন ভূমি-রাজস্ব থাকিলে উহা পূর্বে পরিশোধ সাপেক্ষে, দালান বা ভূমির উপর প্রথম মাশুল হিসাবে গণ্য হইবে।

৭১। **কর-নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) এই আইনের অধীন কোন কর-নির্ধারণ বা করারোপ বা কর ফেরত প্রদান অস্বীকারের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগীয় কমিশনার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট দায়ের করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক আপিলের খরচ আপিল শুনানিকারী কর্মকর্তার ইচ্ছাধীন হইবে।

(৩) আপিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৭২। **বোর্ড হইতে খরচ আদায়।**—কোন আপিলকারীকে সালিসকৃত খরচ প্রদানের জন্য আদেশ করা হইলে, বোর্ড যদি আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ১০(দশ) দিনের মধ্যে উহা প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সালিসকারী কর্মকর্তা বোর্ড তহবিলের হেফাজতকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭৩। **আপিলের অধিকারের শর্তাবলি।**—এই অধ্যায়ের অধীন কোন আপিল শুনানি বা সিদ্ধান্তের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে না, যদি না—

(ক) আপিলটি, দালান বা ভূমি বা উভয়ের বার্ষিক মূল্যের উপর নির্ধারিত করের ক্ষেত্রে ধারা ৫৮ এর অধীন কর-নির্ধারণ তালিকা প্রমাণীকরণের পরবর্তী ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে করা হয়, বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৬০ এর অধীন যে তারিখে চূড়ান্ত সংশোধনী করা

হয় সেই তারিখের ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে, এবং অন্য কোন করের ক্ষেত্রে, কর-নির্ধারণের নোটিশ প্রাপ্তির বা কর-নির্ধারণ পরিবর্তনের পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বা যদি কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করা হইয়া থাকে, তবে উক্ত বিষয়ে প্রথম বিল উপস্থাপনের পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় উল্লিখিত তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পরও, উক্ত আপিল গ্রহণ করা যাইবে, যদি আপিলকারী আপিল আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, উক্ত তারিখের মধ্যে উহা দালিখ না করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল;

(খ) আপিলে যে কোন পরিমাণের বিরোধীয় অর্থ, যদি থাকে, আপিলকারী কর্তৃক বোর্ডের অফিসে জমা করা হয়।

৭৪। **কর প্রদানের সময় ও পদ্ধতি**।—এই আইনের বিধানাবলির অধীন আরোপিত যে কোন কর, বোর্ড কর্তৃক গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, নির্ধারিত তারিখে এবং কিস্তিতে, যদি থাকে, আদায়যোগ্য হইবে।

৭৫। **বিল উপস্থাপন**।—(১) কোন কর আদায়যোগ্য হইলে, নির্বাহী কর্মকর্তা দায়ী ব্যক্তির নিকট আদায়যোগ্য অর্থের একটি বিল উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) এইরূপ প্রত্যেক বিলে করের বিবরণ এবং যে সময়ের জন্য উহা দাবি করা হইয়াছে উহা নির্দিষ্ট করা থাকিবে।

৭৬। **দাবির নোটিশ**।—(১) যে পরিমাণ করের জন্য বিল উপস্থাপন করা হইয়াছে উহা যদি উপস্থাপনের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বোর্ডকে পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে নির্বাহী কর্মকর্তা উহা পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তির উপর প্রথম তফসিলে বর্ণিত ফরমে একটি দাবির নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।

(২) প্রত্যেক দাবির নোটিশের জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অনধিক ৫(পাঁচ) শত টাকার ফি, আদায়ের খরচসহ উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে।

৭৭। **কর আদায়**।—(১) যদি কর পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি, দাবির নোটিশ জারির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে, আদায়যোগ্য অর্থ পরিশোধ না করেন, বা নির্বাহী কর্মকর্তার সন্তুষ্টি অনুসারে উহা অনাদায়ের জন্য কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে এইরূপ অর্থ আদায়ের সকল খরচসহ, দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরমে জারীকৃত একটি পরোয়ানার মাধ্যমে, পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তির অস্থায়ী সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করা যাইবে।

(২) এই ধারার অধীন জারিকৃত পরোয়ানায় নির্বাহী কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিবেন।

৭৮। **ক্রোক**।—(১) বোর্ডের কোন কর্মকর্তা যাহার উপর ধারা ৭৭ এর অধীন জারীকৃত কোন পরোয়ানার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে তিনি, খেলাপী ব্যক্তির নামে যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা বিদ্যমান কাঠের গাছ, জন্মানো ফসল বা ঘাস, সেনানিবাসের মধ্যে যেইখানেই উহা পাওয়া যায়, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ক্রোক করিতে পারিবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে না—

(ক) খেলাপী ব্যক্তি, তাহার স্ত্রী এবং সন্তানদের পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ;

(খ) রান্নাবান্নার হাড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন;

(গ) কারিগরদের যন্ত্রপাতি;

(ঘ) হিসাবের বইপত্র; বা

(ঙ) খেলাপী ব্যক্তি একজন কৃষিবিদ হইলে, তাহার চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, বীজ-শস্য এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় গাবদি পশু।

(৩) ক্রোক মাত্রাতিরিক্ত হইবে না, অর্থাৎ ক্রোককৃত সম্পত্তি দাম বিবেচনায় পরোয়ানার মাধ্যমে আদায়যোগ্য অর্থের যথাসম্ভব কাছাকাছি হইবে এবং যদি নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এমন কোন সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে যাহা ক্রোক করা উচিত ছিল না, তাহা হইলে উহা তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত দেওয়া হইবে।

(৪) ক্রোক পরোয়ানা কার্যকর করিবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে তৎকর্তৃক ক্রোককৃত সম্পত্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং একই সময়ে তফসিলে বর্ণিত ফরমে জব্দ করিবার সময় দখলদার ব্যক্তির নিকট এই মর্মে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন যে, উক্ত সম্পত্তি নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হইবে।

৭৯। **ক্রোককৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তি**।—(১) যখন ক্রোককৃত সম্পত্তি দ্রুত এবং স্বাভাবিকভাবে বিনষ্ট হওয়ার প্রকৃতির হয় বা উহা হেফজতে রাখিবার ব্যয় আদায়যোগ্য অর্থসহ উহার মূল্য অপেক্ষা অধিক হইতে পারে, তখন নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিবার সময় উহা যে ব্যক্তির দখলে ছিল তাহাকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিবেন যে, উহা তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রয় করা হইবে এবং গণ-নিলামের মাধ্যমে উহা সেইরূপে বিক্রয় করিবেন, যদি না পরোয়ানায় উল্লিখিত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হয়।

(২) যদি ইতোমধ্যে নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক পরোয়ানা স্থগিত বা বাতিল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রোককৃত সম্পত্তি ধারা ৭৮ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর নির্বাহী কর্মকর্তার আদেশক্রমে, গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, বিক্রয় করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিক্রয়লব্ধ অর্থের উদ্বৃত্ত, যদি থাকে, তাৎক্ষণিকভাবে বোর্ড তহবিলে জমা হইবে এবং একই সময়ে এইরূপ জমা করিবার নোটিশ যে ব্যক্তির দখল হইতে উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাকে ফেরত প্রদান করা হইবে এবং যদি উহা বোর্ডের নিকট, লিখিত আবেদনের মাধ্যমে, নোটিশ জারির তারিখের ১(এক) বৎসরের মধ্যে দাবি করা হয়, তাহা হইলে উহা এইরূপ ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া হইবে এবং ১(এক) বৎসরের মধ্যে বর্ণিতরূপে দাবি করা না হইলে যে কোন উদ্বৃত্ত অর্থ বোর্ডের সম্পত্তি হইবে।

(৪) এই অধ্যায়ের অধীন প্রত্যেক ক্রোকের ক্ষেত্রে ২(দুই) শত টাকার ফি আরোপ করা হইবে এবং উল্লিখিত ফি আদায়ের খরচের সহিত যোগ করা হইবে।

৮০। **সেনানিবাস ত্যাগকারী ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়**।—(১) যদি নির্বাহী কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর বাবদ আদায়যোগ্য কোন অর্থ পরিশোধ না করিয়া সেনানিবাস ত্যাগের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত পরিশোধযোগ্য অর্থ পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির উপর একটি বিল জারির ব্যবস্থা করিবেন।

(২) যদি, উপ-ধারা (১) এর অধীন এইরূপ বিল জারির প্রেক্ষিতে, উক্ত ব্যক্তি আদায়যোগ্য অর্থ পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে উক্ত অর্থ এই অধ্যায়ে বিধৃতরূপে ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার উপর দাবি নোটিশ জারি করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং অনতিবিলম্বে ক্রোকি বিক্রয় পরোয়ানা জারি ও কার্যকর করা যাইবে।

৮১। **আদায়ের জন্য মামলা দায়েরের ক্ষমতা**।—একজন খেলাপীর বিরুদ্ধে এই অধ্যায়ের অধীন পূর্বোক্তরূপে ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে বা অসফল কার্যক্রমের পর বা শুধু আংশিক সফলতার পর কোন আদায়যোগ্য অর্থ সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন সরকারি পাওনা হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন সার্টিফিকেট আদালতে মামলা দায়ের করিয়া উক্ত পাওনা আদায় করা যাইবে।

৮২। **কর আরোপে নিষেধাজ্ঞা বা অব্যাহতি**।—প্রত্যেক সেনানিবাস বোর্ড পৌরকর আইন, ১৮৮১ (১৮৮১ সনের ১১ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি পৌরসভা হিসাবে গণ্য হইবে।

৮৩। **বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিশেষ বিধান করিবার ক্ষমতা**।—বোর্ড, উপ-আইন দ্বারা, একক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং একক ব্যবস্থাপনাধীন যে কোন কারখানা, হোটেল, ক্লাব বা দালান বা ভূমির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষ বিধান করিতে পারিবে এবং, সময়ে সময়ে, উহা পরিশোধের জন্য বিশেষ দর, তারিখ এবং অন্যান্য শর্ত স্থির করিতে পারিবে, যাহা এইরূপ কারখানা, হোটেল, ক্লাব বা দালান বা ভূমির পরিচ্ছন্নতা বা ঝাড়ুকর প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তির সহিত লিখিত চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের সময়, সেবা প্রদানে বোর্ডের সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৮৪। **দালানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি**।—(১) যেক্ষেত্রে বোর্ড, ধারা ৮৩ এর বিধানাবলি অনুসারে যে কোন কারখানা, হোটেল, ক্লাব বা দালান বা ভূমির পরিচ্ছন্নতার জন্য একটি বিশেষ দর নির্ধারণ করে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ অঙ্গনাদি সেনানিবাসে আরোপিত যে কোন পরিচ্ছন্নতা বা ঝাড়ুকর হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত দালান এবং ভূমিসমূহ, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার খরচ আদায়ের জন্য আরোপিত কর ব্যতীত, সম্পত্তির উপর যে কোন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যথা :—

(ক) জনসাধারণের প্রার্থনার জন্য পৃথককৃত স্থানসমূহ যাহা বাস্তবে সেইরূপে ব্যবহৃত হয় বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না;

(খ) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দালান এবং গণপাঠাগার, খেলার মাঠ ও ধর্মশালা যাহা জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং যাহা হইতে কোন আয় পাওয়া যায় না;

(গ) দাতব্য চাঁদায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষণাবেক্ষণকৃত হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারিসমূহ;

(ঘ) শ্মশান এবং কবরস্থান, যাহা সরকার বা বোর্ডের সম্পত্তি না হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের বিধানাবলির অধীন নিয়ন্ত্রিত হয়;

(ঙ) বোর্ডের উপর ন্যস্ত দালান বা ভূমিসমূহ; এবং

(চ) জনসেবা বা যে কোন জন-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা হুকুমদখলকৃত দালান বা ভূমিসমূহ যাহা সরকারের সম্পত্তি বা সরকারের দখলে রহিয়াছে।

৮৫। **অব্যাহতি প্রদানের সাধারণ ক্ষমতা**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা যে কোন সম্পত্তি বা মালামাল বা সম্পত্তি বা মালামালের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত যে কোন কর পরিশোধ করা হইতে, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৮৬। **দরিদ্র ব্যক্তিদের অব্যাহতি**।—যদি বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি দরিদ্রতার কারণে কর পরিশোধে অপারগ, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে এককালীন অনধিক ১(এক) বৎসরের জন্য এই আইনের অধীন আরোপিত যে কোন কর বা কোন করের অংশবিশেষ পরিশোধ করা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৮৭। **আপোষ মীমাংসা**।—(১) বোর্ড, এরিয়া কমান্ডারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন প্রকারের করের জন্য আপোষ মীমাংসার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপোষ মীমাংসাকৃত করের প্রত্যেক প্রদেয় অর্থ কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৮৮। **অনাদায়যোগ্য ঋণ**।—বোর্ড ইহার মতে অনাদায়যোগ্য যে কোন কর বা মূল্য আদায়ের খরচ বাবদ যে কোন অর্থ অবলোপন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির অনুকূলে অবলোপনকৃত অর্থের পরিমাণ ১০(দশ) হাজার টাকার অধিক হইলে, এরিয়া কমান্ডারের, এবং ২০(বিশ) হাজার টাকার অধিক হইলে, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮৯। **দায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা**।—(১) নির্বাহী কর্মকর্তা, লিখিত আদেশ দ্বারা, সেনানিবাসের যে কোন বাসিন্দাকে, নিম্নবর্ণিত বষিয়াদি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য তলব করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) উক্ত বাসিন্দা এই আইনের অধীন আরোপিত কোন কর পরিশোধের জন্য দায়ী কি না;

(খ) তাহার উপর কী পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হইবে; বা

(গ) যে দালান বা ভূমি তাহার দখলে রহিয়াছে উহার বার্ষিক মূল্য এবং উহার মালিক বা ইজারাদারের নাম ও ঠিকানা।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন যাচিত তথ্য প্রদান না করেন বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য তথ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২০(বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অধ্যায়-৬

সেনানিবাস বোর্ড তহবিল এবং সম্পত্তি

৯০। **সেনানিবাস বোর্ড তহবিল**।—(১) প্রত্যেকে সেনানিবাস বোর্ডের জন্য একটি বোর্ড তহবিল গঠন করা হইবে এবং বোর্ড দ্বারা বা উহার পক্ষে প্রাপ্ত সকল অর্থ উহাতে জমা করা হইবে।

(২) তহবিলের অর্থ এক বা একাধিক সরকারি তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) বোর্ড, এরিয়া কমান্ডারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বোর্ড তহবিলের যে কোন অংশ সরকারের সিকিউরিটি বা এইরূপ অন্য সিকিউরিটিতে বা ব্যাংকে স্থায়ী জামানত আকারে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত কোন স্থায়ী আমানত বা সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্ত আয় বা এইরূপ সিকিউরিটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ বোর্ড তহবিলে জমা হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত কোন স্থায়ী আমানত বা সিকিউরিটি, বোর্ডের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ভাঙ্গানো বা উত্তোলন করা যাইবে না।

৯১। **বোর্ডের সম্পত্তি**।—এই ধারার অধীন বোর্ড কর্তৃক উহার নিজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত, অধিগ্রহণকৃত বা সংস্থানকৃত বা রক্ষণাবেক্ষণকৃত নিম্নবর্ণিত সকল সম্পত্তি বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে এবং উহার মালিকানাধীন হইবে এবং উহার নির্দেশনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে—

(ক) সকল বাজার, কসাইখানা, সার ও পায়খানার ডিপো এবং সকল প্রকারের দালান;

(খ) জনস্বার্থে পানি সরবরাহ, জমাকরণ ও বিতরণের জন্য সকল প্রকারের জল স্থাপনা এবং উহার সহিত সম্পর্কিত সকল পুল, দালান, ইঞ্জিন, মালামাল ও বস্তু;

(গ) সকল পয়ঃনালি, নর্দমা, কালভার্ট ও জল-নালা এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল স্থাপনা, মালামাল ও দ্রব্যাদি;

(ঘ) ধুলাবালি, ময়লা, গোবর, ছাই, আবর্জনা, পশুজাত দ্রব্যাদি, নোংরা বস্তু এবং সকল প্রকারের জঞ্জাল এবং বোর্ড কর্তৃক রাস্তা, বাড়ি, শৌচাগার, পয়ঃনালি, মলাধার বা অন্য কোন স্থান হইতে সংগৃহীত বা উক্ত উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে জমাকৃত পশুর মৃতদেহ;

(ঙ) সকল বাতি, বাতির খুঁটি এবং উহার সহিত সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;

(চ) সরকার কর্তৃক বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত সকল ভূমি বা অন্যান্য সম্পত্তি বা দান, ক্রয় বা অন্যসূত্রে স্থানীয় জনস্বার্থে ব্যবহৃত; এবং

(ছ) সকল রাস্তা এবং ফুটপাত, পাথর এবং অন্যান্য দ্রব্য এবং রাস্তার উপর বা উহার আনুষঙ্গিক নির্মাণ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্যাদি।

৯২। **বোর্ড তহবিল এবং সম্পত্তির ব্যবহার**।—(১) বোর্ড তহবিল এবং বোর্ডের উপর অর্পিত সকল সম্পত্তি প্রকাশ্য বা নিহিত যাহাই হউক, এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা বা তদধীন বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে বা বোর্ডের উপর কর্তব্য বা দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এইরূপ সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে।

(২) বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন এবং তৎকর্তৃক আরোপিত শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে, সেনানিবাসের সীমানার বাহিরে কোন ভূমি অধিগ্রহণ বা ভাড়া গ্রহণ বা কোন নির্মাণ কাজের জন্য কোন ব্যয় নির্বাহ করিবে না।

(৩) সেনানিবাস বোর্ড তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে, যথা:—

(ক) আইনানুগভাবে বোর্ডের উপর অর্পিত বা তৎকর্তৃক গৃহীত কোন ট্রাস্ট হইতে উদ্ভূত দায় ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত ব্যয় পরিশোধ করা;

(খ) গৃহীত কোন ঋণ এবং উহার সুদ পরিশোধ করা;

(গ) সংস্থাপন ব্যয় পরিশোধ করা; এবং

(ঘ) এইরূপ অর্থ প্রদান করা যাহা এই আইনের বিধানাবলি বা তদধীন প্রণীত বিধি বা উপ-আইন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে পরিশোধ করা আবশ্যক।

৯৩। **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অধিগ্রহণে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিলে, সরকার, বোর্ডের অনুরোধক্রমে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর বিধানাবলির অধীন উহা অধিগ্রহণ করিতে পারিবে এবং বোর্ড কর্তৃক উক্ত আইনের অধীন রোয়েদাদকৃত ক্ষতিপূরণ এবং উক্ত কার্যক্রমে সরকার কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ প্রদানের পর উক্ত ভূমি বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন সামরিক ভূমি, বোর্ডের অনুরোধক্রমে, বোর্ডের ব্যবহারের জন্য বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হইলে, বোর্ড নির্ধারিত শর্তে উহা কেবল ব্যবহারের অধিকারী হইবে, কিন্তু উহার মালিক গণ্য হইবে না।

অধ্যায়-৭
বোর্ডের দায়িত্বাবলি এবং ইচ্ছাধীন কার্যাদি

৯৪। **বোর্ডের দায়িত্ব।**—(১) বোর্ড যতদূর সম্ভব, উহার তহবিলের অর্থের সংকুলান সাপেক্ষে, সেনানিবাসের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) রাস্তায় এবং অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে বাতির ব্যবস্থা করা;

(খ) রাস্তায় এবং অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে পানি ছিটানো;

(গ) রাস্তা-ঘাট, সাধারণের ব্যবহার্য স্থান এবং নর্দমা পরিষ্কার করা, উপদ্রব সৃষ্টিতে বাধা দান এবং ক্ষতিকারক গাছপালা সরানো;

(ঘ) আপত্তিকর, বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা এবং জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করা;

(ঙ) রাস্তা এবং অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্য বা সুবিধার জন্য অনভিপ্রেত প্রতিবন্ধকতা এবং বাড়তি অংশ অপসারণ করা;

(চ) বিপজ্জনক দালান এবং স্থানসমূহ নিরাপদকরণ বা অপসারণ করা;

(ছ) মৃতের সৎকারের জন্য স্থানসমূহ অধিগ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা;

(জ) রাস্তা, কালভার্ট, বাজার, কসাইখানা, পায়খানা, শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পয়ঃব্যবস্থা নির্মাণ, পরিবর্তন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঝ) রাস্তার পাশে এবং অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঞ) যেখানে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানির অভাব রহিয়াছে সেইখানে উহা সরবরাহ করা বা সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং মানুষের ব্যবহার্য পানিকে দূষণমুক্ত রাখা এবং দূষিত পানির এইরূপ ব্যবহার প্রতিরোধ করা;

(ট) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করা;

(ঠ) গণটিকা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সংরক্ষণ করা;

(ড) গণহাসপাতাল ও ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ বা সহায়তা করা এবং গণচিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা;

(ঢ) প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বা সহায়তা করা;

(ণ) অগ্নি নির্বাপণে সহায়তা প্রদান এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা;

(ত) বোর্ডের উপর অর্পিত বা ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহার মূল্য বৃদ্ধি করা;

(থ) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা বা তদধীন ইহার উপর অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা; এবং

(দ) শিশু বা সর্বসাধারণের বিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(২) বোর্ড এই ধারায় বর্ণিত দায়িত্ব পালন ও কার্যাদি সম্পাদনে তহবিলের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় গ্রহণ করিবে।

৯৫। **সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা।**—বোর্ড, সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন শর্ত সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক এইরূপ সম্পত্তির ভাড়া এবং উহা হইতে প্রাপ্ত লাভ ভাগাভাগি সম্পর্কে বিধি দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবে।

৯৬। **বোর্ডের ইচ্ছাধীন কার্যাদি।**—(১) বোর্ড, সেনানিবাসের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) এলাকা বিশেষে নূতন রাস্তা নির্মাণ, পূর্বে নির্মিত হউক বা না হউক, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে দালান এবং উহার অংগনাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণ করা;

(খ) গণপার্ক, বাগান, অফিস, দুগ্ধখামার, গোসলখানা বা ধোপাখানা, পানীয় জলের ফোয়ারা, পুকুর, কূপ এবং অন্যান্য গণ উপযোগিতামূলক স্থাপনাদি নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(গ) অস্বাস্থ্যকর লোকালয় পুনর্বাসন করা;

(ঘ) প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত অন্যবিধ উপায়ে শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করা;

(ঙ) আদমশুমারি গ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানের শুদ্ধ নিবন্ধনের নিশ্চয়তাদানকারী তথ্যের জন্য পুরস্কার প্রদান করা;

(চ) জরিপ পরিচালনা করা;

(ছ) ত্রাণ ব্যবস্থা প্রবর্তন বা সংরক্ষণ বা অন্য উপায়ে স্থানীয় মহামারীর প্রাদুর্ভাবে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা;

(জ) উপযুক্ত স্থানসমূহকে যে কোন বিপজ্জনক বা আপত্তিকর ব্যবসা, জীবিকা বা পেশা হইতে নিরাপদ রাখা বা নিরাপদ রাখিতে সহায়তা করা;

(ঝ) পয়ঃব্যবস্থাপনার জন্য কোন খামার বা অন্য কোন স্থান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঞ) বৈদ্যুতিক বাতি বা বৈদ্যুতিক শক্তি স্থাপনা নির্মাণ, ভর্তুকি প্রদান বা নিশ্চয়তা বিধান করা; বা

(ট) সেনানিবাসের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য আবশ্যক সুবিধা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(২) বোর্ড, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যে কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অর্থ সংস্থান করিতে পারিবে, যদি উক্ত কর্মসম্পর্কিত ব্যয় সরকার কর্তৃক বা সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক, সেনানিবাস বোর্ড তহবিলের যথাযথ ব্যয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

অধ্যায়-৮

জননিরাপত্তা এবং উপদ্রব দমন

৯৭। **উপদ্রব সৃষ্টির শাস্তি**।—(১) যদি কোন ব্যক্তি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন রাস্তা বা উন্মুক্ত স্থানে—

(ক) মাতলামি করেন, অসংযত বা মাতাল হন এবং নিজের যত্ন নিতে অপারগ হন; বা

(খ) কোন ভীতি প্রদর্শনমূলক, কটূক্তিপূর্ণ বা অপমানকর শব্দ প্রয়োগ করেন, বা শান্তি ভংগ হয় বা হইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্যে ভীতিজনক বা অপমানকর শব্দ ব্যবহার করেন; বা

(গ) মলমূত্র ত্যাগ করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অশালীনভাবে নিজ শরীর অনাবৃত করেন; বা

(ঘ) ভিক্ষার জন্য ঘোরাফেরা করেন বা পিড়াপিড়ি সহকারে ভিক্ষা করেন; বা

(ঙ) দানে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কোন বিকলাঙ্গতা বা ব্যাধি বা অশোভন ক্ষত বা আঘাত অনাবৃত করেন বা প্রদর্শন করেন; বা

(চ) জনগণের দৃষ্টির সামনে খোলা অবস্থায় মাংস বহন করেন; বা

(ছ) জুয়া খেলায় লিপ্ত হন বা তাহাকে জুয়া খেলায় পাওয়া যায়; বা

(জ) খুঁটিতে পশু বাঁধেন বা ঠেলাগাড়ি একত্র করেন;

তাহা হইলে তিনি অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন রাস্তা বা উন্মুক্ত স্থানে—

(ক) পায়খানা বা অন্য কোন দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বা ময়লা পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় বা অবহেলা করিয়া উক্ত সকল বস্তুর কোন অংশ উপচাইয়া পড়িতে বা পড়িয়া যাইতে দেন বা ঝাড়ু দিয়া বা অন্য কার্যকরভাবে উহার কোন অংশ অপসারণ করিতে অবহেলা করেন, যাহা এইরূপ রাস্তা বা স্থানে উপচাইয়া পড়িতে বা পতিত হইতে পারে; বা

(খ) যথোপযুক্ত ক্ষমতা ব্যতিরেকে কোন দালান, স্মৃতিসৌধ, খুঁটি, দেয়াল, বেড়া, বৃক্ষ বা অন্য বস্তুর গায়ে কোন নোটিশ বা অন্য দলিল আঁটিয়া দেন; বা

(গ) যথোপযুক্ত ক্ষমতা ব্যতিরেকে কোন দালান, স্মৃতিসৌধ, খুঁটি, দেয়াল, বেড়া, বৃক্ষ বা অন্য বস্তু বিকৃত করেন, বা উহাতে কিছু লিখেন, বা অন্যভাবে চিহ্ন প্রদান করেন; বা

(ঘ) যথোপযুক্ত ক্ষমতা ব্যতিরেকে এই আইনের অধীন স্থাপিত বা প্রদর্শিত কোন নোটিশ বা অন্য কোন দলিল অপসারণ, ধ্বংস ও বিকৃত করেন বা অন্যভাবে মুছিয়া ফেলেন; বা

(ঙ) যথোপযুক্ত ক্ষমতা ব্যতিরেকে এইরূপ রাস্তা বা উন্মুক্ত স্থানে বোর্ড কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত ফুটপাথ, পয়ঃনালি, ঝড়োজল নালি, পতাকা বা এইরূপ রাস্তার কোন বস্তু বা কোন বাতি, অবলম্বন (Bracket), নির্দেশক খুঁটি, জলের কল বা পাইপ স্থানচ্যুত, বিনষ্ট বা কোন পরিবর্তন করেন বা অন্যভাবে বাধাদান করেন বা গণবাতি নিভাইয়া ফেলেন; বা

(চ) সুন্দরভাবে আবৃত না করিয়া বা সংক্রমণের ঝুঁকি বা জনস্বার্থের ক্ষতি বা পথচারীদের বা আশেপাশে বসবাসকারীদের বিরক্তি উৎপাদন প্রতিহত করিবার জন্য উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন না করিয়া কোন লাশ বহন করেন; বা

(ছ) মল বা অন্য কোন দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বা জঞ্জাল বোর্ড কর্তৃক গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিষিদ্ধ সময়ে বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই এইরূপ কোন ধরনের গাড়ি বা আধারে উহা বহন করেন বা ব্যবহারের সময় এইরূপ গাড়ি বা আধার ঢাকা রাখিতে ব্যর্থ হন;

তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন রাস্তা বা উন্মুক্ত স্থানে,—

(ক) বোর্ড কর্তৃক গণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন পথে মল বা অন্য কোন দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বা জঞ্জাল বহন করেন; বা

(খ) মাটি বা যে কোন ধরনের বস্তু বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বা জঞ্জাল বোডের ব্যবস্থাপনাধীন কোন রাস্তায় বা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে বা পতিত বা অদখলকৃত ভূমিতে জমা করেন বা জমা করিবার ব্যবস্থা করেন বা অনুমোদন করেন; বা

(গ) কোন লাশের দায়িত্বে থাকাকালীন, উহা, মৃত্যুর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে, কবরস্থ করিতে, দাহ করিতে বা অন্য কোন আইনসম্মত উপায়ে সৎকার করিতে ব্যর্থ হন; বা

(ঘ) দফা (গ) এর উদ্দেশ্যে আলাদা করিয়া রাখা হয় নাই এইরূপ স্থানে কোন কবর তৈরি করেন বা কোন লাশ কবর দেন বা দাহ করেন; বা

(ঙ) কোন স্থানকে সাধারণ জুয়ার ঘর হিসাবে বজায় রাখেন বা ব্যবহার করেন বা জ্ঞাতসারে রাখিতে বা ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন বা কোন সাধারণ জুয়ার ঘরের ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করেন; বা

(চ) বোর্ড কর্তৃক গণ বিজ্ঞপ্তি বা বিশেষ নোটিশ দ্বারা নিষিদ্ধ সময় বা স্থানে ঢোল বা টমটম বাজান বা শিঙ্গা বা ঢাকের আওয়াজ করেন বা বাসন-কোসন পিটান বা পিতল বা অন্য যন্ত্রে আওয়াজ করেন বা কোন গীতবাদ্য করেন; বা

(ছ) গান গাহিয়া, তীক্ষ্ণ আওয়াজ করিয়া বা চিৎকার করিয়া গণশান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করেন; বা

(জ) কোন ব্যক্তির প্রতি আঘাত, বিপদ, ভয় বা বিরক্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কোন জন্তু অবাধে ছাড়িয়া দেন বা অবহেলাক্রমে এইরূপ করিতে দেন;

তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে,—

(ক) কোন দালান বা ভূমির মালিক বা দখলদার থাকাকালীন, উহার অভ্যন্তরে বা উপরে কোন জন্তু মারা গেলে, উক্ত জন্তুর মৃত্যুর ৩ (তিন) ঘন্টার মধ্যে বা যদি উক্ত মৃত্যু রাত্রিবেলায় সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সূর্যোদয়ের ৩ (তিন) ঘন্টার মধ্যে অবহেলা করিয়া—

(অ) নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার নিকট, যদি থাকে, গণ-পরিচ্ছন্নতা সংস্থাপন দ্বারা পশুর মরদেহ অপসারণ ও সৎকার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘটনার রিপোর্ট করিতে ব্যর্থ হন; বা

(আ) বোর্ড কর্তৃক গণ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা বা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক এইরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রদত্ত বিশেষ কোন নির্দেশনা অনুসারে পশুর মরদেহ অপসারণ ও সৎকার করিতে ব্যর্থ হন; বা

(খ) বোর্ডের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে মল, সার, জঞ্জাল বা দুর্গন্ধ নিঃসরণকারী কোন বস্তু জমা বা ব্যবহার করেন; বা

(গ) নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানকে পায়খানা হিসাবে ব্যবহার করেন বা ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করেন;

তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৪ (চার) হাজার এবং অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি তাহার অধীনস্থ ১২ (বার) বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশুকে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন রাস্তায় বা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা হইতে বিরত রাখিতে যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১৫ (পনের) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৬) যদি কোন পশুকে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন রাস্তায় বা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় বা রাখাল ছাড়া ইতস্তত ঘুরাফেরা করা অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার মালিক বা পালনকারী অনধিক ১৫ (পনের) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৭) যদি কোন পশুকে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিতরূপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা একজন পুলিশ কর্মকর্তা দ্বারা খোয়াড়ে প্রেরণ করা যাইতে পারে, যেন উহা ইতস্তত ঘুরাফেরা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

(৮) যদি কোন ব্যক্তি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বা সংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীতে সদস্য তালিকাভুক্তির বিষয়ে দালাল চক্রের সহিত কোনভাবে সম্পৃক্ত হয় বা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার এবং অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯৮। **কুকুরের নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ**।—(১) বোর্ড সেনানিবাস এলাকায় সকল পোষা কুকুরের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য, গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দেশাবলি জারি করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলে উক্ত জারীকৃত যে কোন নির্দেশ মান্য বা প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন নির্দেশ অমান্য করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯৯। **সড়ক ব্যবহারের নিয়মনীতি**।—(১) যদি কোন ব্যক্তি সেনানিবাস এলাকার সীমানার মধ্যে কোন সড়কে যানবাহন চালনা, পথনির্দেশনা বা পরিচালনার সময়, বাস্তব প্রয়োজন ব্যতিরেকে,—

(ক) বিপরীত দিক হইতে আগত কোন যানবাহনকে অতিক্রমকালে বামে চলিতে, বা

(খ) তাহার ন্যায় একই দিকগামী কোন যানবাহনকে অতিক্রমকালে ডানে চলিতে,

ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০০। **দাহ্য বস্তু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা**।—(১) বোর্ড, সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধকল্পে, গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে,—

(ক) সেনানিবাসে, নোটিশে উল্লিখিত সীমানার মধ্যে, বোর্ডের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, ঘাস, মাদুর, পাতা বা অন্য দাহ্য বস্তু দ্বারা নির্মাণ বা নবায়ন করা যাইবে না এবং বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, নির্দেশ অমান্যকারী কোন ব্যক্তিকে কুঁড়েঘর বা অন্য কোন দালানের ছাদ বা বাহিরের দেওয়াল উহা অপসারণ বা পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে;

(খ) সেনানিবাস এলাকার কোন দালান বা উহার বাহিরের ছাদ বা দেওয়াল দফা (ক) তে উল্লিখিত কোন বস্তু দ্বারা নির্মিত থাকিলে উহার মালিককে এইরূপ ছাদ বা দেওয়াল, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, অপসারণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যদিও দফা (ক) এর অধীন কোন গণ-বিজ্ঞপ্তি জারি না হইয়া থাকে বা এইরূপ ছাদ গণ-বিজ্ঞপ্তি জারির পূর্বে নির্মাণ করা হইয়া থাকে;

(গ) সেনানিবাসে নোটিশে উল্লিখিত কোন স্থানে বা উহার কোন সীমানায় কাঠ, শুকনা ঘাস, খড় বা অন্য দাহ্য পদার্থ গাদা করা বা সংগ্রহ করা বা মাদুর বিছানো বা কুঁড়েঘর স্থাপন করা বা আগুন জ্বালানো যাইবে না;

(ঘ) সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন আগ্নেয়াস্ত্র দাগা বা আতশবাজি বা আতশ বেলুন ছাড়া বা এমনভাবে কোন খেলাধুলা করা যাইবে না যাহাতে পথচারী বা আশেপাশে বসবাসকারী বা কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য বিপদ বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় বা হইবার আশংকা থাকে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন নির্দেশ অমান্য করেন বা প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ১৫ (পনের) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০১। **দালান, কূপ, ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধানের ক্ষমতা।**—(১) যেক্ষেত্রে সেনানিবাসে কোন দালান বা দেওয়াল বা উহার সহিত সংযুক্ত কোন কিছু বা কোন কূপ, পুকুর, জলাধার, ডোবা, নীচুস্থান বা খোদাইকৃত স্থান বা কোন পাড় বা বৃক্ষ, বোর্ডের মতে, ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় বা পর্যাপ্ত মেরামত, সংরক্ষণ বা বেড়ার অভাবে পথচারী বা আশেপাশে বসবাসকারী বা কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য একটি উপদ্রব বা বিপজ্জনক অবস্থায় রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, উহার মালিক বা আংশিক মালিক বা উহার মালিকানার বা আংশিক মালিকানার দাবিদার বা তাহাদের যে কাহারও ব্যর্থতায় উহার দখলদারকে, বোর্ড যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপে, উহা অপসারণ, সংরক্ষণ বা ঘেরা দেওয়ার জন্য, এবং বোর্ডের মতে অত্যাসন্ন বিপদ এড়ানোর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন নির্দেশ অমান্য করেন বা প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ১৫ (পনের) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০২। **অনুচিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পতিত জমি ঘের দেওয়া।**—(১) বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, সেনানিবাসের কোন দালান বা ভূমির মালিক বা আংশিক মালিককে, বা মালিক বা আংশিক মালিক বলিয়া দাবিদার ব্যক্তিকে, বা এইরূপ কোন ভূমির ইজারাদার বা ইজারাদার বলিয়া দাবিদার ব্যক্তিকে, যাহা অপব্যবহার বা বিতর্কিত মালিকানা বা অন্য কারণে অব্যবহৃত রহিয়াছে, এবং অলস বা অসংযত লোকদের বা যাহাদের জীবিকার কোন বাহ্যত প্রতীয়মান উপায় নাই বা নিজেদের সম্পর্কে যাহারা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন না এইরূপ লোকদের আবাসস্থলে পরিণত হইতেছে, বা অন্যভাবে উপদ্রব ঘটায় বা উপদ্রব ঘটানোর আশংকা থাকে, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, উক্ত দালান বা ভূমি নিরাপদ করিবার এবং ঘের দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন নির্দেশ অমান্য করেন বা প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ১ (এক) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অধ্যায়-৯

স্বাস্থ্যবিধান এবং রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১০৩। **স্বাস্থ্য বিধানের দায়িত্ব।**—সেনানিবাসের অভ্যন্তরে, স্বাস্থ্য বিধানের উদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের, যথাক্রমে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্টকৃত এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখিবার জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা :—

(ক) স্টেশন কমান্ডার- সকল দালান ও ভূমি যাহা সামরিক উদ্দেশ্যে দখল বা ব্যবহার করা হয়;

(খ) নৌ-প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ- সকল দালান ও ভূমি যাহা নৌবাহিনীর উদ্দেশ্যে দখল বা ব্যবহার করা হয়;

(গ) বিমান বাহিনীর কমান্ডিং কর্মকর্তা- সকল দালান এবং ভূমি যাহা বিমান বাহিনীর উদ্দেশ্যে দখল বা ব্যবহার করা হয়;

(ঘ) কোন অসামরিক বিভাগ বা রেলওয়ে প্রশাসনের প্রধান হিসাবে যাহার তত্ত্বাবধানে সেনানিবাসের কোন এলাকা অর্পিত হইয়াছে- উক্ত বিভাগ বা প্রশাসনের প্রধান হিসাবে তাহার দায়িত্বাধীন সকল দালান বা ভূমি।

১০৪। **স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাধারণ দায়িত্বাবলি।**—(১) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সমগ্র সেনানিবাসের উপর সাধারণ স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ক তত্ত্বাবধান পরিচালনা করিবেন এবং প্রত্যেক মাসে বোর্ডের নিকট সেনানিবাসের স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ক অবস্থা সম্পর্কে, তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ সুপারিশসহ, একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন।

(২) সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে, বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০৫। **গণশৌচাগার, প্রস্রাবখানা এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনা স্থাপনাসমূহ।**—বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত এবং রক্ষণাবেক্ষণকৃত সকল গণশৌচাগার ও প্রস্রাবখানা এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক লিঙ্গের জন্য উপদ্রবহীন পৃথক কামরা থাকে, এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় আবর্জনা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থাপনার ব্যবস্থা থাকিবে এবং এইগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করিতে, এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১০৬। **বেসরকারি আবর্জনা ব্যবস্থাপনা গ্রহণে বোর্ডের ক্ষমতা।**—(১) বোর্ড কোন দালান বা ভূমির দখলদারের আবেদন বা সম্মতিক্রমে বা যেই ক্ষেত্রে কোন দালান বা ভূমির দখলদার এই ধারায় উল্লিখিত কোন বিষয়ে বোর্ডের সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে এইরূপ সম্মতি ব্যতিরেকে এবং দখলদারকে লিখিত নোটিশ প্রদানের পর, যে কোন দালান বা ভূমির বা ঘর সাফাইয়ের কাজের দায়িত্ব, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সময় ও শর্তে, গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড এই ধারায় উল্লিখিত দায়িত্ব গ্রহণ করিলে এইরূপ দায়িত্ব পালনের সময় অপসারিত সকল বস্তু বোর্ডের সম্পত্তি হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "ঘর সাফাই" অর্থ শৌচাগার, পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলাধার বা অন্যান্য সাধারণ পাত্র হইতে ময়লা বা আবর্জনা বা অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু অপসারণ করা।

১০৭। **আবর্জনা, ইত্যাদি জমাকরণ এবং ব্যবস্থাপনা।**—(১) প্রত্যেক বোর্ড, সঠিক ও সুবিধাজনক অবস্থানে, গৃহস্থালির আবর্জনা, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু, জন্তুর মৃতদেহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন সাময়িকভাবে জমাকরণ বা ব্যবস্থাপনার জন্য গণ-ধারণপাত্র, ডিপো বা জায়গার ব্যবস্থা করিবে।

(২) যে সময়, পদ্ধতি এবং শর্ত সাপেক্ষে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বস্তু কোন রাস্তা হইতে অপসারণ বা জমা বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করা হইবে বোর্ড তৎসম্পর্কে, গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন ব্যবস্থিত ধারণপাত্র, ডিপো বা স্থানসমূহে জমাকৃত সকল বস্তু বোর্ডের সম্পত্তি হইবে।

১০৮। **ভূগর্ভস্থ ময়লা, ইত্যাদির জন্য মলাধার ও ময়লাধার।**—কোন সেনানিবাসের নির্বাহী কর্মকর্তা, লিখিত নোটিশ দ্বারা,—

(ক) সেনানিবাসের কোন ভূমি বা দালানের মালিক, ইজারাদার বা দখলদার হিসাবে কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা :—

(অ) কোন ভূমি বা দালান সংশ্লিষ্ট মলাধার যাহা, নিবাহী কর্মকর্তার মতে, একটি উপদ্রব, উহা বন্ধ করা; বা

(আ) ভূমির উপর বা দালানের অভ্যন্তরের কোন নোংরা বস্তুর পাত্রে জমা হওয়া নোংরা বস্তু বা পয়ঃনিষ্কাশন, নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে, পরিষ্কার অবস্থায় রাখা; বা

(ই) কোন বেসরকারি পায়খানা, প্রস্রাবখানা, সিংক, গোসলখানার পানি বা অন্য দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু, চুয়াইয়া পড়া, নিষ্কাশিত বা প্রবাহিত হওয়া বা ভূমি বা দালান হইতে কোন রাস্তা বা উন্মুক্ত স্থানে, বা কোন জলধারায় বা নর্দমায়, যাহা উক্ত উদ্দেশ্যে কাঙ্ক্ষিত নহে, রাখা প্রতিহত করা; বা

(ঈ) বোর্ডের আবর্জনা ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক অপসারণের জন্য সংগ্রহ ও জমা করা, যাহা নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট পাত্রে বা স্থানে, দালানের সর্বাধিক নিকটবর্তী সীমানা হইতে অনধিক ১০০ (একশত) ফুটের মধ্যে, কোন দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বা আবর্জনা, যাহা উক্ত ব্যক্তি উক্ত দালান বা ভূমির নীচে, মধ্যে বা উপরে জমা হইতে বা পড়িয়া থাকিতে দিয়াছেন; বা

(খ) কোন গণ-নর্দমায় সংযুক্ত হয় এইরূপ কোন নর্দমা প্রস্তুতকরণ বা পরিবর্তন করা হইতে কোন ব্যক্তিকে বিরত রাখিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; বা

(গ) সেনানিবাসের কোন নর্দমার উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, উহা পরিষ্কার, বিশুদ্ধ, মেরামত বা পরিবর্তন করা বা অন্য কোন উপায়ে উহাকে ভাল অবস্থায় ফিরাইয়া আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১০৯। **পুকুর, ইত্যাদির সংস্কার।**—(১) যে ক্ষেত্রে কোন কূপ, সিস্টার্ন, জলাধার, ধারণপাত্র বা সেনানিবাসের অন্য কোন স্থান যেইখানে পানি মওজুদ বা সঞ্চয় করা হয়, কোন বেসরকারি সীমানার মধ্যে হউক বা না হউক, এমন অবস্থায় থাকে যাহা উপদ্রব সৃষ্টি করিতে পারে, বা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মতে উহা মশার বংশ বৃদ্ধির স্থানে পরিণত হইতে পারে, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, উহার মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত কূপ, সিস্টার্ন, ধারণপাত্র ভরাট বা আবৃত করিতে বা পুকুর বা জলাধার সংস্কার করিতে বা, ক্ষেত্রমত, পানি নিষ্কাশন বা অপসারণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড উপযুক্ত মনে করিলে, এরিয়া কমান্ডারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য নির্বাহিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ নির্বাহ করিতে পারিবে।

১১০। শৌচাগার, ইত্যাদি ব্যবস্থাকরণ।—বোর্ড লিখিত নোটিশ দ্বারা, সেনানিবাসের যে কোন দালান বা ভূমির মালিক বা ইজারাদারকে, নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে, কোন শৌচাগার, প্রশ্রাবখানা, মলাধার, ডাস্টবিন বা নোংরা বস্তু, পয়: বা ময়লার ধারণপাত্র বা কোন অতিরিক্ত শৌচাগার, প্রশ্রাবখানা, মলাধার বা উল্লিখিত অন্যান্য ধারণপাত্র, যাহা, ইহার মতে, দালানে বা ভূমিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা সরবরাহের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১১১। কারখানা, ইত্যাদিতে স্বাস্থ্যবিধান।—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি সরকারের পক্ষে বা অন্যভাবে, ১০ (দশ) এর অধিক কর্মচারী বা শ্রমিক নিয়োগ করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি সেনানিবাসের কোন বাজার, স্কুল, নাট্যশালা বা গণ-অবকাশের কোন স্থানের ব্যবস্থানা করেন বা নিয়ন্ত্রণ করেন, উক্ত বিষয়ে বোর্ডকে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ শৌচাগার ও প্রশ্রাবখানার ব্যবস্থা করিবেন এবং, বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক ঝাড়ুদার নিয়োগ করিবেন এবং উক্ত শৌচাগার ও প্রশ্রাবখানা পরিষ্কার ও সঠিক অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) এই ধারার কোন কিছুই কারখানা বিষয়ে প্রচলিত ও প্রযোজ্য শ্রম আইনের কোন বিধান হইতে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন কারখানাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

১১২। বেসরকারি শৌচাগার।—বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা—

(ক) কোন বেসরকারি শৌচাগার বা প্রশ্রাবখানার মালিক বা উহার উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে উহা গণ-ব্যবহারের জন্য না রাখিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(খ) যেক্ষেত্রে বেসরকারি শৌচাগার বা প্রশ্রাবখানা নির্মাণ পরিকল্পনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয় এবং উহার অনুলিপি, আবেদন করা হইলে, বিনামূল্যে পাওয়া যায়, সেইক্ষেত্রে—

(অ) যে কোন ব্যক্তিকে, যিনি কোন বেসরকারি শৌচাগার বা প্রশ্রাবখানা মেরামত বা নির্মাণ করিতেছেন উহা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দ্বারা বা তাহার নির্দেশে পরিদর্শন না করা পর্যন্ত এবং পরিকল্পনা অনুসারে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(আ) কোন বেসরকারি শৌচাগার বা প্রশ্রাবখানার উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে উহার নক্সা অনুসারে পুনঃনির্মাণ বা পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(গ) এইরূপ কোন বেসরকারি শৌচাগার বা প্রশ্রাবখানা যাহা, বোর্ডের মতে, একটি উপদ্রব স্বরূপ, উহার মালিক বা উহার উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে উক্ত শৌচাগার বা প্রশ্রাবখানা অপসারণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(ঘ) সেনানিবাসের কোন ভূমি বা দালানের মালিক, ইজারাদার বা দখলদার হিসাবে কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে—

(অ) উহার জন্য প্রতিষ্ঠিত কোন শৌচাগারকে যথেষ্ট পরিমাণ ছাদ ও প্রাচীর বা বেড়া দ্বারা পথচারী বা আশেপাশে বসবাসকারীদের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(আ) ভূমি বা দালানের অধীন কোন শৌচাগার বা প্রশ্রাবখানা নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিষ্কার রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(ঙ) সেনানিবাসের কোন নর্দমার মালিক এবং উহার উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত ঢাকনা, নোটিশ জারির দশ দিনের মধ্যে, সরবরাহের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১১৩। **দালানের অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার করিবার ক্ষমতা**।—(১) যেক্ষেত্রে সেনানিবাসের কোন দালান এইরূপ ত্রুটিযুক্তভাবে নির্মাণ করা হয় বা এইরূপ ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে, যাহা বোর্ডের মতে অস্বাস্থ্যকর, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, উহার মালিককে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, এইরূপ ত্রুটিসমূহ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, ইহা যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপে মেরামত বা পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত প্রত্যেক নোটিশের একটি অনুলিপি দৃশ্যমানভাবে সংশ্লিষ্ট দালানের গায়ে সাঁটিয়া দিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত নোটিশ প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত দালানের মালিক, মেরামত কাজ বা নোটিশে নির্দেশিত পরিবর্তন করার পরিবর্তে, দালানটি অপসারণ করিয়া থাকেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন নির্দেশ তামিল করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৪। **ভূমি বা দালান পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা**।—(১) যদি নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সেনানিবাসের কোন দালান বা ভূমি নোংরা ও অস্থাস্থ্যকর অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহার মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে, নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিষ্কার করিবার বা অন্য কোন উপায়ে সঠিক অবস্থায় রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রদানের ৩(তিন) মাসের মধ্যে, উল্লিখিত কোন দালান বা ভূমি পরিষ্কার করা না হয় বা সঠিক অবস্থায় না রাখা হয় বা উহা নোংরা বা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উক্ত মালিক, ক্ষেত্রমত, ইজারাদার বা দখলদার অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৫। **বাড়ি ব্যবহার না করিবার আদেশ দানের ক্ষমতা**।—(১) যদি বোর্ড এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সেনানিবাসের মধ্যে বসতবাড়িরূপে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য কাঙ্ক্ষিত কোন দালান বা উহার কোন অংশ মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে উহা দালানের কোন দৃশ্যমান অংশে একটি নোটিশ সাঁটিয়া উহার মালিক বা দখলদারকে উক্ত দালান বা উহার কোন অংশ মানুষের বসবাসের জন্য ব্যবহার করিতে বা ব্যবহারের অনুমতি দিতে নিষেধ করিতে পারিবে, যে পর্যন্ত না উহা, বোর্ডের সন্তুষ্টি মতে, অনুরূপ ব্যহারের উপযোগী হয়।

(২) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন নির্দেশ তামিল করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে অন্যূন ২ (দুই) হাজার এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৬। **ক্ষতিকর গাছপালা অপসারণ**।—(১) বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে যে কোন নিবিড় বা ক্ষতিকর গাছপালা বা লতাগুল্ম, যাহা ইহার মতে আশেপাশের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা অশোভন মনে হয়, পরিষ্কার ও অপসারণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন নির্দেশ তামিল করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২(দুই) হাজার এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৭। **কৃষি ও সেচ**।—(১) যেক্ষেত্রে, বোর্ডের মতে, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন ভূমিতে কোন প্রকারের শস্যের চাষ বা এইরূপ কোন সারের ব্যবহার বা কোন সুনির্দিষ্ট ধরনের সেচ আশেপাশের বসবাসকারী জনগণের স্বাস্থ্যর জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, নিদিষ্ট সময়ের পর, উক্ত কার্যসমূহ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে, বা একইভাবে নোটিশ দ্বারা, বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে, নোটিশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে উহা পরিচালিত হইবে মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন কোন নোটিশ জারি হওয়ার পর, যদি কোন ভূমি আইনানুগভাবে চাষের জন্য প্রস্তুত করা হয় বা উহাতে কোন ফসল বোনা হয় বা উহার উপর ফসল বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বোর্ড এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিবে যে, যে সময়ের মধ্যে সাধারণত ফসল বপন করা হয় বা ক্ষেত্রমত কাটা হয়, সে সময়ের পূর্বে নোটিশটি কার্যকর হইবে এবং যে সকল ব্যক্তির উক্ত ভূমি বা ফসলে স্বার্থ রহিয়াছে তাহাদের কোন ক্ষতি হইয়া থাকিলে, উহার জন্য, যাহারা নোটিশ মান্য করিবার জন্য ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাদেরকে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

১১৮। **কবরস্থান ও শ্মশানঘাট সম্পর্কে তথ্য আহ্বানের ক্ষমতা**।—(১) সেনানিবাস এলাকার মধ্যে সকল কবরস্থান ও শ্মশানঘাট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হইবে।

(২) বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন কবরস্থান বা শ্মশানঘাটের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এইরূপ স্থানের ব্যবস্থাপনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নোটিশে উল্লিখিত উপায়ে তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১১৯। **নূতন কবরস্থান ও শ্মশানঘাট ব্যবহারের অনুমতি**।—(১) সেনানিবাসের মধ্যে এমন কোন স্থান যাহা এই আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে কবরস্থান বা শ্মশানঘাট হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, বোর্ডের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, উহা উক্তরূপে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) আশেপাশে বসবাসকারী জনগণের বিরক্তি বা স্বাস্থ্যের ঝুঁকি প্রতিরোধ করিবার জন্য বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কবরস্থান বা শ্মশানঘাট ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

১২০। **সংক্রামক রোগ বা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা**।—(১) কোন সেনানিবাসের বাসিন্দাদের মধ্যে সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে বা ছড়াইয়া পড়িবার আশংকা দেখা দিলে বা উহার কোন জীবজন্তুর মধ্যে মহামারি ছড়াইয়া পড়িলে, যদি স্টেশন কমান্ডার মনে করেন যে, এই আইনের বিধানাবলি বা সেনানিবাসে আপাতত বলবৎ যে কোন আইনের বিধানাবলি প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত, তাহা হইলে তিনি, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তার রোধের জন্য প্রয়াজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) একজন পেশাদার চিকিৎসক যদি সেনানিবাস নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে প্রত্যায়ন করেন যে, তাহার মতে, কোন গোয়ালা দ্বারা সরবরাহকৃত দুধের কারণে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে যে কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তার ঘটিতেছে, তাহা হইলে সেনানিবাস নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত গোয়ালাকে সেনানিবাসের মধ্যে তাহার সকল গ্রাহকের নাম ও ঠিকানার পূর্ণ ও সম্পূর্ণ তালিকা দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যদি সেনানিবাস নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে প্রত্যায়ন করেন যে, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন ধোপার গ্রাহকদের তালিকা সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে সেনানিবাস নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত ধোপাকে সেনানিবাসে পোষাকপরিচ্ছদ বা অন্যান্য বস্তু, যাহা তিনি ধৌত করেন বা নোটিশ পাওয়ার তারিখের অব্যবহিত ছয় সপ্তাহ পূর্বে ধৌত করিয়াছেন এবং ঐগুলির মালিকদের নাম ও ঠিকানার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ তালিকা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সেনানিবাস নির্বাহী কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করিলে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সরবরাহ করা হয় এমন কোন দুদ্ধ খামার হইতে দুগ্ধ সরবরাহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং কোন ধোপাকে এইরূপ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থানে বা নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিতে পোশাকপরিচ্ছদ বা অন্য কোন বস্তু ধৌত করা যাইবে মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৫) যখন কোন সেনানিবাসে সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে বা এইরূপ আশংকার সৃষ্টি হয়, তখন বোর্ড, গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, মানুষের ব্যবহার্য যে কোন খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় বিক্রয় বা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত কোন পশুর মাংস বিক্রয়, নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে এবং সময়ের জন্য, সীমিত করিতে বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(৬) যদি বোর্ডের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কূপ, পুকুর বা অন্য কোন স্থানের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইলে কোন রোগের আশঙ্কা রহিয়াছে বা, বিস্তার ঘটিতে পারে, তাহা হইলে বোর্ড গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, পানের জন্য উক্ত জলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(৭) যেক্ষেত্রে সেনানিবাস বা উহার কোন অংশে কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে বা উহার আশংকা সৃষ্টি হয়, সেইক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, বিনা নোটিশ যে কোন সময়ে যে কোন কূপ, পুকুর বা স্থান পরিদর্শন করিতে এবং পানির বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করিবার, বা পানের জন্য উহার ব্যবহার প্রতিরোধের জন্য যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১২১। **হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি রক্ষণাবেক্ষণ বা সহায়তাকরণ**।—(১) বোর্ড—

(ক) সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ইহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে; বা

(খ) সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যে কোন হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি বা পশুচিকিৎসালয়কে, উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, অনুদান প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রক্ষণাবেক্ষণকৃত বা সহায়তাকৃত প্রত্যেক হাসপাতাল বা ডিসপেনসারিতে সংক্রমক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডসমূহ সংযুক্ত থাকিবে।

(৩) এই ধারার অধীন রক্ষণাবেক্ষণকৃত বা সহায়তাকৃত প্রত্যেক হাসপাতাল বা ডিসপেনসারিতে সরকার যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসা কর্মকর্তা থাকিবেন।

১২২। **চিকিৎসা সংক্রান্ত বস্তু বা সরঞ্জাম**।—(১) ধারা ১২১ এর অধীন রক্ষণাবেক্ষণকৃত বা সহায়তাকৃত প্রত্যেক হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি পরিচালনার জন্য সরকারের সাধারণ বা বিশেষ, আদেশ দ্বারা বা সরকার, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংশোধিত আদেশ অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) বোর্ড ধারা ১২১ এর অধীন রক্ষণাবেক্ষণকৃত প্রত্যেক হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি যাহাতে আন্তঃরোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, সরঞ্জাম এবং পর্যাপ্ত পরিমানের খাট, বিছানাপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদ দ্বারা সজ্জিত থাকে সেই ব্যবস্থা করিবে।

১২৩। **মাশুলমুক্ত রোগী**।—ধারা ১২১ এর অধীন রক্ষণাবেক্ষণকৃত বা সহায়তাকৃত প্রত্যেক হাসপাতাল বা ডিসপেনসারিতে, সেনানিবাসের দরিদ্র রোগী এবং সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত সেনানিবাসের অন্যান্য বাসিন্দা এবং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে যে কোন রুগ্ন ব্যক্তি, বিনা খরচে ডাক্তারি বা শল্যচিকিৎসা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং যদি এইরূপ কাউকে ভর্তি হওয়া রোগী হিসাবে চিকিৎসা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিনামূল্যে পথ্য সরবরাহ করা হইবে বা, দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসা কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে, জীবিকা ভাতা প্রদান করা হইবে।

অধ্যায়-১০

দালান, সড়ক, সীমানা, বৃক্ষ, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ

১২৪। **দালানের অনুমোদন**।—কোন ব্যক্তি, বোর্ডের পূর্বানুমোদন বা এই অধ্যায়ের বিধানাবলির অনুসরণ বা দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সংশ্লিষ্ট এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ও উপ-আইনের বিধানাবলি অনুসরণ ব্যতীত, সেনানিবাস এলাকায় কোন ভূমিতে কোন দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিবে না।

১২৫। **নূতন দালানের নোটিশ**।—(১) যদি কোন ব্যক্তি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি বোর্ডের নিকট লিখিতভাবে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করত নোটিশ প্রদান করিয়া অনুমোদনের জন্য আবেদন করিবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ব্যক্তি, দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যিনি—

(ক) কোন দালানের বাস্তব পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন; বা

(খ) কোন দালানকে মানুষের আবাসন হিসাবে রূপান্তরিত করেন যাহা মূলত উক্ত উদ্দেশ্য নির্মিত হয় নাই; বা

(গ) মূলত একটি আবাসস্থল হিসাবে নির্মিত দালানকে একাধিক আবাসস্থল হিসাবে রূপান্তরিত করেন; বা

(ঘ) ২(দুই) বা ততোধিক আবাসস্থলকে ততোধিক স্থানে রূপান্তরিত করেন; বা

(ঙ) মূলত মানুষের আবাসন হিসাবে নির্মিত দালানকে আস্তাবল, গবাদি পশুর চালা বা গোয়ালঘরে রূপান্তরিত করেন; বা

(চ) এমন কোন পরিবর্তন করেন যাহা কোন দালানের স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা বা নিষ্কাশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ে অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন করিতে পারে বলিয়া বিশ্বাসের কারণ রহিয়াছে; বা

(ছ) কোন দালানে এমন কোন পরিবর্তন করেন যাহা কোন দালানের উচ্চতা বা আচ্ছাদিত স্থান বা ঘন আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস করে, বা এই আইনের অধীন প্রণীত কোন উপ-আইন অনুসারে ন্যূনতম নির্ধারিত আয়তন অপেক্ষা কোন কক্ষের ঘন আয়তনকে হ্রাস করে।

১২৬। **আইনসম্মত নোটিশের শর্তাবলি**।—(১) ধারা ১২৫ এর অধীন নোটিশ প্রদানকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দালানটি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে উহা নির্দিষ্ট করিবেন।

(২) কোন নোটিশ আইনসম্মত হইবে না, যদি না উপ-ধারা (১) এর অধীন আবশ্যক সকল তথ্য এবং এই আইনের অধীন প্রণীত উপ-আইনসমূহের অধীন প্রয়োজনীয় কোন অতিরিক্ত তথ্য ও নক্সা বোর্ডের সন্তুষ্টি অনুসারে নোটিশের সহিত প্রদান করা হয়।

১২৭। **অনুমোদন বা প্রত্যায়ন বিষয়ে বোর্ডের ক্ষমতা**—(১) বোর্ড দালানের নির্মাণ বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্মাণ, প্রত্যাখান করিতে পারিবে বা সম্পূর্ণরূপে বা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে, উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ লিখিত নির্দেশনা সাপেক্ষে, অনুমোদন করিতে পরিবে, যথা :—

(ক) দালানের সম্মুখে উন্মুক্ত পথ বা রাস্তা, যাহা প্রয়োজনে ছাড়িতে হইবে;

(খ) দালানের বায়ু চলাচল নিশ্চিতকরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সহায়তাকরণ ও অগ্নি প্রতিরোধের জন্য দালানের কাছাকাছি যে জায়গা ছাড়িতে হইবে;

(গ) দালানের অবাধ বায়ু চালাচলের ব্যবস্থা, কক্ষের ন্যূনতম ঘন আয়তন এবং দালানের সম্ভাব্য তলার সংখ্যা ও উচ্চতা;

(ঘ) নর্দমা, পায়খানা, প্রশ্রাবখানা, ময়লাকুণ্ড বা ময়লার অন্যান্য ধারণপাত্রের ব্যবস্থা ও অবস্থান;

(ঙ) ভিত্তির লেভেল ও প্রস্থ, সর্বনিম্নতলের লেবেল এবং কাঠামোর দৃঢ়তা;

(চ) দালানটি সড়ক সংলগ্ন হইলে পার্শ্ববর্তী দালানসমূহের সহিত উহার সামনের দিকের অবস্থানের সীমা;

(ছ) অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে দালান হইতে বাহির হইবার উপায়ের ব্যবস্থাকরণ;

(জ) কামরা, মেঝে, আগুন জ্বালোনোর স্থান এবং চিমনির বাহ্যিক ও বিভাজক প্রাচীর নির্মাণে ব্যবহার্য বস্তু এবং পদ্ধতি;

(ঝ) সর্বোচ্চতলের ছাদের উচ্চতা ও ঢাল, যেইখানে মানুষ বাস করিবে বা রান্নার কাজ করা হইবে; এবং

(ঞ) দালানের বায়ু চলাচল বা স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণকারী ব্যক্তি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নির্দেশনা মানিয়া চলিবে।

(৩) বোর্ড কোন দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ প্রত্যাখান করিতে পারিবে, যদি ইহার নিকট যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোন দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের দ্বারা কোন নির্দিষ্ট দালানের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক দালানসমূহের জনাকীর্ণতা প্রতিরোধ বা এইরূপ সীমানার মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিদের স্বার্থে বা অন্য কোন জনস্বার্থে, নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সীমিত করিয়া অনুমোদিত কোন সাধারণ পরিকল্পনার অনুসরণে উহা করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসকের ব্যবস্থাপনাধীন কোন ভূমিতে কোন দালান নির্মাণ বা পূনঃনির্মাণ অনুমোদন করিবার পূর্বে বোর্ড, সরকারের পক্ষ হইতে এইরূপ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণে আপত্তি আছে কিনা উহা যাচাই করিবার জন্য আবেদনটি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে তাহার রিপোর্টসহ আবেদনটি বোর্ডের নিকট ফেরত পাঠাইবে।

(৫) বোর্ড কোন দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে—

(ক) যখন সরকার হইতে ইজারাকৃত ভূমির উপর দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের প্রস্তাব করা হয় তখন যদি উক্ত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ ইজারার শর্তের খেলাপ হয়; বা

(খ) যখন সরকার হইতে ইজারা লওয়া হয় নাই এইরূপ ভূমির উপর দালার নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের প্রস্তাব করা হয় তখন, যদি উক্ত ভূমিতে নির্মাণের অধিকার বিষয়ে সরকার এবং আবেদনকারী ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ থাকে।

(৬) যদি বোর্ড দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের অনুমোদন অস্বীকার করে, তাহা হইলে ইহা লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ নোটিশ প্রদানকারীকে অবহিত করিবে।

(৭) যখন বোর্ড আইনসম্মত নোটিশ প্রাপ্তির পর , একমাস যাবত, এই ধারায় উল্লিখিত কোন আদেশ নোটিশ প্রদানকারীকে প্রদানে অবহেলা করে বা অপারগ হয়, এবং এইরূপ ব্যক্তি পরবর্তীতে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে, লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে, বোর্ডের অবহেলা বা অপারগতার বিষয়ে বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন যদি উক্ত অবহেলা বা অপারগতা এইরূপ যোগাযোগের পর, আরও ১৫ (পনের) দিন পর্যন্ত চলিতে থাকে, তাহা হইলে বোর্ড নিঃশর্তভাবে নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের অনুমোদননের অনুমোদন প্রদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উহাতে উল্লিখি ১ (এক) মাস সময় যে তারিখে বোর্ড উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদন প্রাপ্ত হয় উক্ত তারিখ হইতে হিসাব করা হইবে।

১২৮। **ক্ষতিপূরণ**।—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি করা যাইবে না, যদি উহা কোন দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের অনুমোদন প্রত্যাখ্যানের, বা ধারা ১২৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত কোন নির্দেশনার কারণে হইয়া থাকে।

(২) বোর্ড কোন দালানের মালিককে যে কোন প্রকৃত ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে, যাহা কোন স্থানে কোন দালান নির্মাণে নিষেধাজ্ঞার কারণে বা তাহার মালিকানাধীন কোন ভূমি রাস্তার সহিত যুক্ত করিবার কারণে হইয়াছে :

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কোন দালানের পুনঃনির্মাণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়ী থাকিবে না যাহা এইরূপ প্রত্যাখ্যানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাস বা ততোধিক সময়ের জন্য বিদ্যমান ছিল না বা যাহা মানুষের আবাসনের অনুপযুক্ত ছিল।

১২৯। **অনুমোদনের তামাদি**।—বোর্ড কর্তৃক একটি দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মানের অনুমোদন যাহা ইতঃপূর্বে ব্যবস্থাকৃতভাবে প্রদান করা হইয়াছে বা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়াছে, উহা প্রদানের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য স্থায়ী হইবে এবং যদি এইরূপ অনুমোদিত দালান অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তাহার অধীন আইনত কোন দাবিদার উক্ত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু না করেন, তাহা হইলে উহা তৎপরবর্তীতে শুরু করা যাইবে না, যদি না বোর্ড, ইহার নিকট দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, উক্ত বিষয়ে সময় বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

১৩০। **দালান সমাপ্তকরণের সময়সীমা**।—(১) বোর্ড ইতঃপূর্বে ব্যবস্থাকৃতভাবে কোন দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ অনুমোদনের সময়, কাজ শুরু হওয়ার পর নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সমাপ্ত করিবার জন্য একটি যুক্তযুক্ত সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিবে, এবং যদি এইরূপ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ইহা তৎপরবর্তীতে ইতঃপূর্বে ব্যবস্থাকৃত ভাবে নূতন অনুমোদন গ্রহণ করা ব্যতীত অব্যাহত রাখা যাইবে না, যদি না বোর্ড, ইহার নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে, উক্ত বিষয়ে সময় বৃদ্ধি করিয়া থাকে :

(২) উপ-ধারা (১) বর্ণিত সময়সীমা বর্ধিত করিবার আবেদন জরিমানা ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বার অনুমোদন করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) বর্ণিত সময়সীমা বর্ধিত করিবার আবেদন ৩(তিন) বারের অধিক বর্ধিত করিবার প্রতি ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে হইবে; এবং ৫ (পাঁচ) বারের অধিক বর্ধিত করিবার প্রতি ক্ষেত্রে ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে হইবে।

১৩১। **অবৈধ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ**।—যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) ধারা ১২৫ এবং ১২৬ এর অধীন আইনসম্মত নোটিশ প্রদান ব্যতীত, বা দালান অনুমোদন করা হইয়াছে বা অনুমোদন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এর পূর্বে; বা

(খ) ধারা ১২৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালন করা ব্যতীত; বা

(গ) যখন অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বা বলবৎ থাকা সমাপ্ত হইয়াছে বা ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক স্থগিত করা হইয়াছে তখন;

কোন দালান নির্মান বা পুনঃনির্মাণ শুরু করেন, অব্যাহত রাখেন বা সমাপ্ত করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩২। **নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ বন্ধকরণ বা ভাঙ্গিয়া ফেলার ক্ষমতা**।—(১) বোর্ড যে কোন সময়ে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, সেনানিবাসে যে কোন ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে কোন দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং সেই ক্ষেত্রে বোর্ড যদি বিবেচনা করে যে, এইরূপ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ ধারা ১৩১ এর অধীন একটি অন্যায়কার্য, তাহা হইলে, উক্ত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার ১২ (বার)মাসের মধ্যে, ইহা যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপে, নির্মিত বা পুনঃনির্মিত দালান বা উহার যে কোন অংশ পরিবর্তন করিবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, এইরূপ কোন দালান বা উহার কোন অংশ পরিবর্তন করিবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ প্রদান করিবার পরিবর্তে সমঝোতারূপে উহা যেইরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, বোর্ড, এরিয়া কমান্ডারের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত, ইহার ব্যবস্থাপনার অধীন নহে এইরূপ ভূমির উপর কোন দালানের জন্য পূর্বোক্ত শর্তাধীন কোন অর্থ সমঝোতারূপে গ্রহণ করিবে না।

(২) বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, সেনানিবাসের যে কোন ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে কোন দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এইরূপ যে কোন ক্ষেত্রে যেইখানে ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) অধীন এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক ধারা ১২৭ এর অধীন নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের অনুমোদন স্থগিত করা হইয়াছে এবং এইরূপ যে কোন ক্ষেত্রে একইরূপে উক্ত নির্মিত বা পুনঃনির্মিত যে কোন দালান বা উহার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বা, ক্ষেত্রমত, পরিবর্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, এই ক্ষেত্রে এরিয়া কমান্ডার পরবর্তীতে আদেশ করেন যে, দালানের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য বোর্ডের অনুমোদন কার্যকর করা হইবে না বা তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সংশোধনীসহ কার্যকর করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এরিয়া কমান্ডারের আদেশ যে তারিখে তাহার নিকট পৌঁছানো হয় সেই তারিখের পূর্বে নির্মিত বা পুনঃনির্মিত যে কোন দালান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার ফলে উক্ত দালানের মালিকের যে প্রকৃত ক্ষতি হয় উহার জন্য বোর্ড ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

১৩৩। **নর্দমা বা পয়ঃ সংযোগ**।—(১) বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, যে কোন রাস্তায় কোন দালান বা ভূমির মালিক বা ইজাদারকে তাহার নিজ খরচে এবং বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে উক্ত দালান বা ভূমি হইতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও বহণের জন্য এবং উহা নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং পাইপ স্থাপন করিবার জন্য, এবং সুষ্ঠু অবস্থায় এইরূপ দালান বা ভূমি এবং কোন নর্দমা বা পয়ঃনালির মধ্যে অন্য কোনরূপ সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সেনানিবাসের কোন দালান বা ভূমি হইতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, কোন দালান বা ভূমির মালিক বা ইজারাদারকে—

(ক) কোন প্রাঙ্গণ, সরুপথ বা দুই বা ততোধিক দালানের মধ্যকার পথ, উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ বস্তুদ্বারা এবং পদ্ধতিতে, পাকা করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, বা

(খ) এইরূপ পাকাকৃত স্থান যাথাযথ মেরামতে রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩৪। **সড়ক, ভূমি, ইত্যাদি অস্থায়ীভাবে দখল**।—বোর্ড, লিখিত আদেশ দ্বারা, যে কোন সড়ক বা বোর্ডের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমিতে কোন নির্মাণ সামগ্রী জমা করিবার, বা উহাতে কোন সাময়িক খনন করিবার বা, জনগণের নিরাপত্তা বা সুবিধার্থে ইহা যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, উহার উপর নির্মাণ করিবার জন্য অস্থায়ী অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে, এবং এইরূপ অনুমতির জন্য কোন ফি আরোপ করিতে পারিবে এবং উহার নিজস্ব বিচার-বিবেচনা অনুসারে এইরূপ অনুমতি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

১৩৫। **সড়কের নাম এবং দালানের নম্বর**।—(১) বোর্ড যে কোন সড়কের নামকরণ করিতে পারিবে এবং সেনানিবাসের যে কোন স্থানে কোন দালানে উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে উক্ত নাম আঁটিয়া দিতে পারিবে, এবং এইরূপ যে কোন দালানে একটি নাম্বারও আঁটিয়া দিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সড়কের কোন নাম বা দালানে উল্লিখিত নাম্বার ধ্বংস করেন, বা নামাইয়া ফেলেন, বা বিকৃত করেন, বা পরিবর্তন করেন, বা কোন নাম বা নাম্বার যুক্ত করেন, যাহা বোর্ডের আদেশ দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া নাম্বার হইতে ভিন্নতর হয়, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন দালানে একটি নাম্বার আঁটিয়া দেওয়া হইলে দালানের মালিক নাম্বারটি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিবেন, এবং উহা অপসারণ বা বিকৃত করা হইলে পুনঃস্থাপন করিবেন, এবং যদি তিনি এইরূপ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তাহাকে উহা পুনঃস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩৬। **বৃক্ষাদি কর্তন, ছাঁটাই এবং সুবিন্যস্তকরণ**।—(১) যেক্ষেত্রে, বোর্ডের মতে, সেনানিবাসের বেসরকারি সীমানার ভিতরে অবস্থিত কোন পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ যে কোন কারণে কর্তন করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, বৃক্ষটি কর্তন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সরকারের মালিকানাধীন ভূমিস্থিত যে কোন বৃক্ষ ছাঁটাই বা সুবিন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ড, গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, সেনানিবাসে সকল ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে বা, লিখিত নোটিশ দ্বারা, উক্ত ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে উক্ত ভূমিতে অবস্থিত সকল বা যে কোন বৃক্ষ, নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে, ছাঁটাই বা সুবিন্যস্ত করিবার জন্য বা এইরূপ ভূমি হইতে মৃত কোন বৃক্ষ অপসারণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩৭। **সরকারি ভূমি খনন**।—(১) যদি কোন ব্যক্তি, বোর্ডের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, সেনানিবাসে উন্মুক্ত স্থানের উপরিভাগ খনন করেন যাহা বেসরকারি সম্পত্তি নহে, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) হাজার টাকা এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩৮। **ভূমির অনুপযুক্ত ব্যবহার**।—যদি, বোর্ডের মতে, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন খনির কাজ বা সেনানিবাসের কোন স্থানের মাটি হইতে পাথর, মাটি বা অন্য বস্তু অপসারণ, উহাতে বসবাসকারী বা এইরূপ খনি বা স্থানের আশেপাশে যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের জন্য বিপজ্জনক বা কোন আপদ সৃষ্টি করে বা সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, এইরূপ খনি বা স্থানের মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে বা এইরূপ কাজের বা অপসারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে,

এইরূপ খনির কাজ অব্যাহত রাখিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে বা এইরূপ বস্তু অপসারণ না করিবার জন্য নিষেধ করিতে পারিবে বা তাহাকে এই বিষয়ে উহা হইতে সৃষ্ট বা সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ বিপদ প্রতিরোধ করিবার বা উপদ্রব প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে, বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন ক্ষেত্রে বোর্ড এইরূপ মত পোষণ করে যে, এইরূপ কার্যক্রম আশু বিপদ প্রতিরোধের জন্য আবশ্যক, তাহা হইলে ইহা, লিখিত আদেশ দ্বারা, পথচারীদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত সাইনবোর্ড বা বেড়া স্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

অধ্যায়-১১

বাজার, কসাইখানা, ব্যবসা এবং পেশা

১৩৯। **বাজার এবং কসাইখানা**।—(১) বোর্ড সেনানিবাসের ভিতরে বা বাহিরে, ইহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক স্টল, দোকান, চালা, খোয়াড় এবং ব্যবসা বা ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুবিধা বা ব্যবহারের জন্য বাজার ও কসাইখানার ব্যবস্থা করিতে এবং এইরূপ বাজার বা কসাইখানায় যাতায়াতকারীদের জন্য রাস্তার ব্যবস্থা করিতে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ কোন বাজারের দালান, স্থানাদি, যন্ত্রপাতি, ওজনের সামগ্রী, পাল্লা, পরিমাপের যন্ত্র, দ্রব্যাদি ওজন বা পরিমাপের জন্য ব্যবস্থা করিতে বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বাজার বা কসাইখানা সেনানিবাসের সীমানার সন্নিহিত এলাকায় অবস্থিত হয়, সেইক্ষেত্রে বোর্ডের উহার পরিদর্শন ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য একইরূপ ক্ষমতা থাকিবে যেন উহা উক্ত সীমার মধ্যে অবস্থিত।

(৩) বোর্ড, যে কোন সময়ে, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, যে কোন বাজার বা কসাইখানা বা উহার অংশবিশেষ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) বোর্ড ব্যতীত অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাসিত কোন এলাকায় এইরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা এইরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেইরূপ আরোপ করিবে সেইরূপ শর্ত ব্যতিরেকে, এই ধারা কোন কিছুই কোন বাজার বা কসাইখানা স্থাপনের কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৪০। **বাজারের ব্যবহার**।—(১) কোন ব্যক্তি, বোর্ডের সাধারণ বা বিশেষ লিখিত অনুমতি ব্যতীত, বাজারে কোন পশু বা দ্রব্য বিক্রয় করিবে না বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনয়ন করিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি লঙ্ঘনকারী কোন ব্যক্তিকে এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনীত কোন পশু বা বস্তু, তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাহী কর্মকর্তা বা তাহার আদেশে বা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা, বাজার হইতে অপসারণ করা যাইবে।

১৪১। **স্টলের ভাড়া, কর ও ফি ধার্য করা**।—(১) বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরুপে কোন বাজার বা কসাইখানা, কোন স্টল, দোকান, স্থাপনা, চালা, খোয়াড় দখল বা ব্যবহারের জন্য, বা বাজারে জিনিসপত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনয়নের অধিকার লাভের জন্য বা উহাতে বিক্রীত দ্রব্যাদি ওজন বা পরিমাপের জন্য বা কোন কসাইখানায় গবাদিপশু জবাই করিবার জন্য স্টল ভাড়া, কর এবং ফি ধার্য করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, এরিয়া কমান্ডারের অনুমোদনক্রমে, উপধারা (১) এ উল্লিখিত ধার্যযোগ্য স্টলের ভাড়া, কর এবং ফি বা উহার যে কোন অংশ এককালীন অনধিক ১ (এক) বৎসরের জন্য ইজারা দিতে পারিবে।

(৩) বোর্ড, এরিয়া কমান্ডারের অনুমোদনক্রমে, কোন স্টল, দোকান, স্থাপনা, চালা বা খোয়াড়ের দখল বা ব্যবহারের সুবিধা উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সময়ের জন্য এবং শর্ত সাপেক্ষে, নিলামের মাধ্যমে, ইজারা দিতে পারিবে।

১৪২। **স্টলের ভাড়া, কর, ইত্যাদি প্রকাশকরণ।**—কোন বাজার বা কসাইখানায় স্টল ভাড়া, কর এবং আরোপযোগ্য ফি, যদি থাকে, উহার তালিকা এবং এই আইনের অধীন এইরূপ বাজার বা কসাইখানার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত উপ-আইনসমূহের কপি বাজার বা কসাইখানার কোন দৃশ্যমান স্থানে আঁটিয়া দিতে হইবে।

১৪৩। **বাজার এবং কসাইখানা।**—(১) বাজার ব্যতীত, সেনানিবাসের কোন স্থান বাজার হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না এবং, কসাইখানা ব্যতীত, সেনানিবাসের কোন স্থান কসাইখানা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না, যদি না এইরূপ স্থান বাজার বা, ক্ষেত্রমত, কসাইখানা হিসাবে বোর্ড কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই সরকার কর্তৃক স্থাপিত এবং রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোন কসাইখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই—

(ক) কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে, স্টেশন কমান্ডারের পূর্বনুমোদনক্রমে, নির্বাহী কর্মকর্তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী গণ-বিজ্ঞপ্তি বা বিশেষ নোটিশ দ্বারা, এতদ্বিষয়ে আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন স্থানে কোন পশু জবাই করা সীমিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না;

(খ) নির্বাহী কর্মকর্তাকে, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে, যখন এইরূপ পশু সৈন্যদের খাওয়ার জন্য বা উহার মাংস সৈনিকদের নিকট বিক্রয়ের জন্য জবাই করা হয়, উহা নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর অধীন নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি মানিয়া চলিতে অপারগ হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৪৪। **বেসরকারি বাজার বা কসাইখানার লাইসেন্স প্রদানের শর্তাবলি।**—(১) বোর্ড সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন বেসরকারি বাজার বা কসাইখানা খোলার লাইসেন্স প্রদানের জন্য ইহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ, ফি আরো করিতে পারিবে এবং এই আইন এবং তদধীন প্রণীত উপ-আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

১৪৫। **লাইসেন্স ব্যতীত বাজার বা কসাইখানা খোলা রাখিবার দণ্ড**।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি জনগণের ব্যবহারের জন্য কোন বাজার বা কসাইখানা, যাহার জন্য এই আইন দ্বারা বা তদধীন লাইসেন্সের প্রয়োজন উহা লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত, খোলা রাখেন বা উহার লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল হওয়ার পর, খোলা রাখেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন বেসরকারি বাজার বা কসাইখানা খোলার লাইসেন্স অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান, স্থগিত বা বাতিল করা হয়, তাহা হইলে বোর্ড উক্ত অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান, স্থগিত বা বাতিলকরণের একটি নোটিশ বাংলায় সংশ্লিষ্ট স্থানের নিকট দৃশ্যমান কোন স্থানে বা প্রবেশ পথের নিকটে আঁটিয়া দিবে।

১৪৬। **লাইসেন্সবিহীন বাজার বা কসাইখানা ব্যবহারের দণ্ড**।—যদি কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোন বাজার বা কসাইখানা যাহার জন্য এই আইনের দ্বারা বা তদধীন লাইসেন্স থাকা প্রয়োজন, উহা, লাইসেন্স ব্যতীত, জনগণের জন্য খোলা হইয়াছে, বা উহার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করা হইয়াছে বা উহা বাতিল করা হইয়াছে, এইরূপ জানা সত্ত্বেও এইরূপ বাজারে কোন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বা এইরূপ কসাইখানায় জবাই করিবার জন্য পশু আনয়ন করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৪৭। **কসাইখানা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা**।—(১) যেক্ষেত্রে বোর্ডের মতে স্বাস্থ্য বিধানের কারণে এইরূপ করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, নোটিশে উল্লিখিত রূপে অনধিক ১ (এক) মাসের জন্য বা তদতিরিক্ত অনধিক এক মাসের জন্য নোটিশে উল্লিখিত কোন বেসরকারি কসাইখানার ব্যবহার বা উক্ত কসাইখানায় যে কোন বর্ণনার পশু জবাই করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক নোটিশের একটি কপি সংশ্লিষ্ট কসাইখানায় দৃশ্যমানভাবে আঁটিয়া দিতে হইবে।

১৪৮। **কসাইখানা পরিদর্শনের ক্ষমতা**।—(১) যদি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত লিখিত আদেশে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ডের কোন কর্মচারী বা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, এই অধ্যায়ের বিধানাবলি লঙ্ঘন করিয়া কোন স্থানে কোন পশু জবাই করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি যে কোন সময়ে উক্ত স্থানে, দিনে বা রাত্রে, প্রবেশ ও পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশে, যে স্থানে প্রবেশ করা হইবে এবং যে এলাকায় উহা অবস্থিত এবং যে সময়ের জন্য এই আদেশ বলবৎ থাকিবে, তাহা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময় ৭ (সাত) দিনের অধিক হইবেনা।

১৪৯। **স্থানাদি ধৌতকরণের ব্যবস্থা**।—(১) বোর্ড ধোপাদের পেশার কাজে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত স্থান ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ফি পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে বোর্ড উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন স্থানের ব্যবস্থা করে, সেইক্ষেত্রে ইহা, গণ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে উক্ত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ধোপাদের দ্বারা কাপড় ধৌত করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নিষেধাজ্ঞা ধোপাদের নিজেদের পোষাকপরিচ্ছদ বা যে স্থানে উহা ধৌত করা হয় উহার দখলদারের পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৫০। **কতিপয় পেশা পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা।**—(১) বোর্ড হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে সেনানিবাস এলাকার মধ্যে দোকান বা ফেরি করিয়া কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাইবে না এবং লাইসেন্সের শর্ত ও মাশুল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে এবং এইরূপ লাইসেন্স প্রদান বোর্ড কর্তৃক স্থগিত করা হইবে না, যদি না ইহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার ইচ্ছা করা হইয়াছে উহা জনগণের জন্য ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বোর্ড নবায়ন করিবে, যদি না ইহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যবসার পরিচালনা বা চলমানতা সেনানিবাসে বসবাসকারী জনগণের জন্য ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক হইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি, এই ধারার অধীন আবশ্যক লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়ন ব্যতিরেকে, কোন ব্যবসা পরিচালনা করেন বা চলমান রাখেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৫১। **লাইসেন্স বাতিল এবং স্থগিতকরণ।**—যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা তাহার কোন প্রতিনিধি বা শ্রমিক উহার শর্তাবলি, বা কোন পদ্ধতি বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন প্রণীত উপ-আইন, বা যে সকল শর্ত সাপেক্ষে উক্ত লাইসেন্স দ্বারা অনুমোদিত কোন কিছু করিতে হইবে বা করা যাইবে, তাহা লঙ্ঘন করেন, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, এই আইনের অধীন কোন দণ্ড আরোপ করা হইলে উহা ক্ষুণ্ন না করিয়া, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত লাইসেন্স বাতিল বা উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সময়ের জন্য, উহা স্থগিত করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন আদেশ প্রদান করা হইবে না, যদি না লাইসেন্সধারীকে তদ্‌বিষয়ে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা হয়।

১৫২। **গবাদি পশু এবং মাংস আমদানি।**—(১) কোনো ব্যক্তি বোর্ডের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা সেনানিবাসের বাহিরে সরকার বা বোর্ড কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কসাইখানা ব্যতীত অন্যত্র জবাইকৃত কোন পশুর মাংস সেনানিবাসের ভিতরে আনয়ন করিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) লংঘন করিয়া সেনানিবাসের ভিতরে আনীত যে কোন পশু বা মাংস নির্বাহী কর্মকর্তা বা বোর্ডের যে কোন কর্মচারী দ্বারা জব্দ করা যাইবে এবং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্দেশিতভাবে বিক্রয় বা অন্যরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে এবং উহা বিক্রয় করা হইলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বোর্ড তহবিলে জমা হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি লংঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অধ্যায়-১২

পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং বাতি

১৫৩। **পানি সরবরাহ বজায় রাখা।**—(১) প্রত্যেক সেনানিবাসে যেইখানে অদ্যাবধি গৃহস্থালিতে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয় নাই, বোর্ড সেইখানে উহা সরবরাহ করিবে বা সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

(২) বোর্ড, যতদূর সম্ভব, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে যাহাতে এইরূপ সরবরাহ সারা বৎসর অব্যাহত থাকে, এবং পানি যেন সব সময়ে বিশুদ্ধ ও মানুষের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত থাকে।

(৩) বোর্ড, এরিয়া কমান্ডারের অনুমোদনক্রমে, সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস বা সেনানিবাস এলাকার সংলগ্ন পৌর কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি গ্রহণকারী প্রত্যেক ভোক্তার নিকট হইতে নির্ধারিত হারে মূল্য আদায় করিতে পারিবে।

১৫৪। **পানি সরবরাহের উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণ।**—(১) বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, যে কোন হ্রদ, জলপ্রবাহ, প্রস্রবণ, কূপ, পুকুর, জলাধার বা সেনানিবাসের সীমানার ভিতরের বা বাহিরের (সামরিক প্রকৌশল বা গণপূর্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পানি সরবরাহ ব্যতীত) যে স্থান হইতে সেনানিবাসের সর্বসাধারণের জন্য পানি সরবরাহ করা হয় বা করা যাইতে পারে, উহাকে পানি সরবরাহ উৎস হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক পানি সরবরাহের উৎস বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

১৫৫। **বেসরকারি উৎসজাত গণ-ব্যবহার্য পানি সরবরাহ সংরক্ষণ বা বন্ধ করিবার ক্ষমতা।**—বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, পানির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এইরূপ পানি সরবরাহ উৎসের মালিক বা উহার উপর নিয়ন্ত্রণকারী যে কোন ব্যক্তিকে—

(ক) উক্ত উৎসকে ভাল অবস্থায় রাখিবার জন্য এবং, সময়ে সময়ে, উহাকে কর্দম, আবর্জনা এবং পঁচা লতাগুল্ম হইতে পরিস্কার রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(খ) উক্ত উৎসকে, বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে, দূষণমুক্ত রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(গ) উক্ত উৎসের পানি বোর্ডের সন্তুষ্টি মতে পানের অযোগ্য প্রমাণিত হইলে নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহাতে উক্ত পানির নিকট জনগণের গমন বা উহা ব্যবহার প্রতিরোধ করা যায়:

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন কূপের ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত ব্যক্তি, নোটিশ প্রতিপালনের পরিবর্তে লিখিতভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন যেন তাহাকে কূপের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয় এবং জনগণের ব্যবহারের জন্য উহাকে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিবার জন্য তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন এবং যদি তিনি এইরূপ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত আদেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন না এবং বোর্ড কূপের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিবে।

১৫৬। **পানি সরবরাহ।**—(১) বোর্ড কোন দালান বা ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে, বোর্ড যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ আকার এবং বর্ণনার সংযোগ পাইপ দ্বারা, গৃহস্থালিতে ব্যবহারের জন্য পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, উক্ত দালান বা ভূমিকে কোন পানি সরবরাহ উৎসের সহিত সংযুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পানি সরবরাহের সহিত সংযুক্ত প্রত্যেক দালানের দখলদারকে জলকর, যদি থাকে, প্রদানের বিনিময়ে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ পানি গৃহস্থালিতে ব্যবহারের জন্য পাইবার দাবিদার হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সীমিত এইরূপ সরবরাহের অতিরিক্ত সরবরাহকৃত সকল পানি এবং যে সেনানিবাসে কোন জলকর আরোপ করা হয় নাই সেইখানে এই ধারার অধীন সরবরাহকৃত সকল পানির জন্য বোর্ড যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরুপ মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

(৪) গৃহস্থালিতে ব্যবহারের পানি সরবরাহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোন সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না যাহা—

(ক) কোন পশু বা যানবাহন রাখার স্থান, যেইখানে এইরূপ পশু বা যানবাহন বিক্রয় বা ভাড়ার জন্য রাখা হয়;

(খ) কোন পেশা বা ব্যবসা;

(গ) ফোয়ারা, সাঁতার, গোছল বা কোন সাজসজ্জা বা যান্ত্রিক প্রয়োজন;

(ঘ) বাগান বা সেচ কাজ;

(ঙ) রাস্তা তৈরি বা রাস্তায় বা পথে পানি ছিটানো; বা

(চ) নির্মাণ কাজ।

১৫৭। **পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আবশ্যক করিবার ক্ষমতা।**—যদি বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সেনানিবাসের কোন দালান বা ভূমিতে বিশুদ্ধ পানির যথাযথ সরবরাহ নাই, তাহা হইলে বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, উক্ত দালান বা ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে কোন পানি-সরবরাহ উৎস হইতে উক্ত দালান বা ভূমিতে সাধারণত দখলদার বা কর্মরত হিসাবে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমাণ পানি সংগ্রহ করিবার এবং নির্দিষ্ট আকার ও বর্ণনার সংযোগ পাইপের ব্যবস্থা করিবার এবং উক্ত উদ্দেশ্যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৫৮। **চুক্তির অধীন পানি সরবরাহ।**—(১) বোর্ড, চুক্তি দ্বারা, সেনানিবাসের যে কোন দালান বা ভূমির মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে, গৃহস্থালিতে ব্যবহার ব্যতীত, অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি এবং উপ-আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন নিয়ম ও শর্ত সাপেক্ষে, বোর্ড এবং উক্ত মালিক, ইজারাদার বা দখলদারের মধ্যে সম্মতির ভিত্তিতে যে কোন পানি সরবরাহ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড যে কোন সময়ে উক্ত সরবরাহ প্রত্যাহার বা হ্রাস করিতে পারিবে, যদি ইহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সেনানিবাসের বাসিন্দাদের গৃহস্থালির ব্যবহারের প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ বজায় রাখিবার জন্য ইহা আবশ্যক।

১৫৯। **সরবরাহ ব্যাহত হইবার জন্য বোর্ড দায়ী নহে।**—এই আইনের অধীন বোর্ডসমূহের উপর অর্পিত দায়িত্ব সত্ত্বেও, বোর্ড পানি সরবরাহ ব্যাহত হইবার কারণে বা উহার পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে কোন ধরনের জব্দকরণ, দণ্ড বা ক্ষতিপূরণের জন্য আইনত দায়ী হইবে না, যদি উক্ত ব্যাহত হওয়া বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস পাওয়া কোন দুর্ঘটনা বা অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে হইয়া থাকে, যদি না, ধারা ১৫৮ এর অধীন কোন চুক্তির ক্ষেত্রে, বোর্ড এইরূপ ব্যাহত হওয়া বা হ্রাস পাওয়ার জন্য জব্দকরণ, দণ্ড বা ক্ষতি দ্বারা দায়বদ্ধ থাকার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া থাকে।

১৬০। **সার্বজনীন প্রয়োগের শর্তাবলি।**—ইতঃপূর্বে বা ধারা ১৫৮ এর অধীন যে কোন চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড কর্তৃক যে কোন দালান বা ভূমিতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, পানি সরবরাহ করা হইবে বা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) যে কোন দালান বা ভূমি যাহার ভিতর বা উপর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির পাইপ, নালি বা অন্য কোন স্থাপনা মেরামতহীন অবস্থায় থাকার কারণে অপচয় করা হইলে উহার মালিক, ইজারাদার বা দখলদার যদি উহা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উহা সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) নির্বাহী কর্মকর্তা বা যে কোন কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মচারী, পানি সরবরাহের সহিত সম্পর্কিত সকল পাইপ, নল, কার্যাদি, যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা এবং এইরূপ কোন পানি অপচয় বা অপব্যবহার হইতেছে কি না উহা নিশ্চিত করিবার জন্য বোর্ড কর্তৃক পানি সরবরাহকৃত যে কোন প্রাঙ্গণের ভিতর বা উপর প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(গ) বোর্ড, লিখিত নোটিশ প্রদানের পর, যে কোন গণ-পানি-সরবরাহ উৎস এবং যে কোন দালান বা ভূমি যে স্থান হইতে যে কোন উদ্দেশ্যে পানি সরবরাহ করা হইতেছে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিবে বা এইরূপ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে যদি—

(অ) দালান বা ভূমির মালিক বা দখলদার জলকর বা পানি সরবরাহের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাশুল যে তারিখে এইরূপ কর বা মাশুল পরিশোধের যোগ্য হয় উহার এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে অবহেলা করেন;

(আ) দখলদার নির্বাহী কর্মকর্তা বা বোর্ডের অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে দফা (খ) দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন পরীক্ষা বা তদন্ত করিতে কোন দালান বা ভূমিতে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করেন বা এইরূপ কোন পরীক্ষা বা তদন্ত করিতে বাধা প্রদান করেন;

(ই) দখলদার ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলা বশত পানির অপব্যবহার বা অপচয় করেন;

(ঈ) দখলদার ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা বশত তাহার মিটার বা কোন পাইপ বা পানি স্থাপনা হইতে পানি বহনকারী কল বিনষ্ট করেন বা ক্ষতিগ্রস্ত করেন;

(উ) দালান বা ভূমিতে পানি সরবরাহের সহিত সংযুক্ত কোন পাইপ, কল, স্থাপনা বা যন্ত্রপাতি নিবাহী কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষান্তে এইরূপ মেরামতবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায় যাহাতে পানির অপচয় ঘটিতে পারে;

(ঘ) দফা (গ) এ বর্ণিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করিয়া দেওয়ার যে কোন ক্ষেত্রের খরচ দালান বা ভূমির মালিক বা দখলদার পরিশোধ করিবেন;

(ঙ) দফা (গ) এর অধীন বা তদনুসারে গৃহীত কোন কার্যক্রম কোন ব্যক্তিকে কোন রূপ দণ্ড বা দায়মুক্ত করিবে না যাহা অন্যথায় তাহার উপর আরোপিত হইত।

১৬১। **সেনানিবাস এলাকা বহির্ভূত ব্যক্তিগণকে সরবরাহ**।—বোর্ড সেনানিবাস এলাকা বহির্ভূত ব্যক্তিদেরকে, যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন পানি সরবরাহ উৎস হইতে, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, পানি সরবরাহ গ্রহণ করিতে বা সরবরাহ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে এবং যে কোন সময়ে এইরূপ সরবরাহ প্রত্যাহার বা হ্রাস করিতে পারিবে।

১৬২। **পানির অবৈধ ব্যবহারের দণ্ড**।—যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) বোর্ড কর্তৃক গৃহস্থালিতে ব্যবহারের জন্য সরবরাকৃত পানি গৃহস্থালি ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার করেন; বা

(খ) যেক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বোর্ডের সহিত চুক্তি অনুযায়ী পানি সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত পানি ব্যবহার করেন;

তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) হাজার এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং বোর্ড তাহার নিকট হইতে অপচয়কৃত পানির মূল্য আদায় করিবার অধিকারী হইবে।

১৬৩। **তার, সংযোগ, ইত্যাদি স্থাপনে বোর্ডের ক্ষমতা**।—বোর্ড যে কোন ক্যাবল, তার, পাইপ, নালি, পয়ঃনালি বা যে কোন ধরনের খাল (চ্যানেল)—

(ক) যে কোন ধরনের পানি সরবরাহ, বাতি, নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা পয়ঃনালি যে কোন রাস্তা বা সড়ক বা রাস্তা বা সড়ক হিসাবে বা এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত যে কোন রাস্তা বা সড়কের মধ্য দিয়া, আড়াআড়িভাবে, নীচে বা উপর দিয়া লইয়া যাওয়া, স্থাপন করা বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বা সেনানিবাসে অবস্থিত কোন ভূমি বা দালানের মালিককে লিখিতভাবে যুক্তিযুক্ত নোটিশ প্রদান করিবার পর দালান বা ভূমির ভিতরে, মধ্য দিয়া, আড়াআড়িভাবে, নীচ বা উপর বা পাশ দিয়া; বা

(খ) পানি সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে বা পানি জমা করিবার ব্যবস্থা তৈরি বা বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে বা পয়ঃ অপসারণ বা জমা করিবার উদ্দেশ্যে মালিক বা দখলদারকে লিখিতভাবে যথোপযুক্ত নোটিশ প্রদানের পর সেনানিবাসের বাহিরে অবস্থিত ভূমি বা দালানের ভিতরে, মধ্য দিয়া, আড়াআড়িভাবে, বা পাশ দিয়া;

বিস্তৃত করিতে পারিবে এবং, সকল সময় এইরূপ কোন ক্যাবল, তার, নালি, পয়ঃনালি বা খাল (যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, বা ব্যবহার হইবে বলিয়া অভিপ্রায় করা হয় সেই উদ্দেশ্যে) মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন সকল কার্য ও বিষয় নিষ্পন্ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কার্যাদি যথাযথভাবে নিষ্পন্ন করিতে যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন উপদ্রব সৃষ্টি করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ কার্যাদি নিষ্পন্ন করিবার জন্য সরাসরিভাবে সংঘটিত ক্ষতির জন্য মালিক বা দখলদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে।

১৬৪। **মাটির উপরে স্থাপিত তার, ইত্যাদি।**—যখন কোন ক্যাবল, তার, পাইপ, নালি, পয়ঃনালি বা খাল কোন ভূমির উপর দিয়া বা কোন দালানের মধ্য দিয়া বা উপর দিয়া বা পাশ দিয়া স্থাপন করা হয় বা টানা হয় তখন এইরূপ ক্যাবল, তার, পাইপ, নালি, পয়ঃনালি বা খাল এমনভাবে স্থাপন করা হইবে বা টানা হইবে যাহাতে মালিক বা দখলদারের উক্ত ভূমি বা দালানের অধিকার ভোগের উপর ন্যূনতম বাধা সৃষ্টি হয় এবং এইরূপ অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সৃষ্ট কোন গুরুত্বপূর্ণ বাধার জন্য বোর্ড কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে।

১৬৫। **বিনা অনুমতিতে প্রধান স্থাপনার সহিত সংযোগ না করা।**—কোন ব্যক্তি, যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, বোর্ডের বিনা অনুমতিতে, কোন সময়ে, বোর্ড কর্তৃক নির্মিত এবং রক্ষণাবেক্ষণকৃত বা উহার উপর ন্যস্ত কোন ক্যাবল, তার, নালি, পয়ঃনালি বা খালের সহিত কোন সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপন করিবে না বা করিবার ব্যবস্থা করিবে না।

১৬৬। **আংটার ধরন নির্ধারণ এবং মিটার, ইত্যাদি স্থাপন করিবার ক্ষমতা।**—বোর্ড গ্যাস সরবরাহে ব্যবহারের জন্য আংটার আকার, যদি থাকে, নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোন পানির পরিমাণ পরীক্ষা করিবার জন্য বা বোর্ড কর্তৃক কোন প্রাঙ্গনে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ ও মান পরীক্ষা করিবার জন্য মিটার বা অন্যান্য যন্ত্র স্থাপন করিতে পারিবে।

১৬৭। **দর এবং মাশুল নির্ধারণের ক্ষমতা।**—বোর্ড তৎকর্তৃক বা উহার প্রতিনিধির মাধ্যমে পানি বা গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রধান স্থাপনা বা পাইপ হইতে যোগাযোগ এবং সংযোগ স্থাপনের জন্য, বা মিটারের জন্য বা সরবরাহের পরিমাণ বা মান পরীক্ষা করিবার জন্য মাশুল নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তদনুসারে এইরূপ মাশুল আরোপ করিতে পারিবে।

১৬৮। **সরকারি পানি সরবরাহ।**—(১) যেক্ষেত্রে কোন সেনানিবাসে সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস বা গণপূর্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকে, সেইক্ষেত্রে সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস বা, ক্ষেত্রমত, গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তা যিনি এইরূপ পানি সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (অতঃপর এই অধ্যায়ে "কর্মকর্তা" বলিয়া উল্লিখিত) তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে সেনানিবাসে একটি নোটিশ প্রকাশ করিতে পারিবেন, যাহাতে এইরূপ ঘোষণা করা হইবে যে, কোন হ্রদ, জলপ্রবাহ, প্রস্রবণ, কূপ, পুকুর, জলাধার বা অন্য উৎস, সেনানিবাসের সীমানার মধ্যে বা বাহিরে (পানি সরবরাহ উৎস ব্যতীত) যাহা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন তাহা একটি পানি সরবরাহ উৎস এবং এইরূপ উৎসকে সঠিক অবস্থায় রাখিবার বা উহাকে দূষণমুক্ত রাখিবার বা ব্যবহার করা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য উহার উপর ধারা ১৫৫ দ্বারা প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য বোর্ডের পক্ষে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের ধারা ১৫৩ হইতে ১৬৭ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, সেনানিবাসে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বোর্ডের কর্মকর্তা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্বাহী কর্মকর্তা বা বোর্ডের অন্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উল্লেখ করা হইলে উহা এতদুদ্দেশ্যে কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ধারা ১৫৮ এর বিধানাবলি বোর্ডের সহিত চুক্তির মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্তৃক পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহা গৃহস্থালিতে ব্যবহার ব্যতীত অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে একইভাবে ব্যবহৃত হইবে যেইভাবে সেনানিবাসের কোন দালান বা ভূমির মালিক ইজারাদার বা দখলদারকে সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

১৬৯। **মাশুল আদায়**।—যেক্ষেত্রে ধারা ১৫৬ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হয় এবং যেক্ষেত্রে বোর্ড ধারা ১৬৮ এর অধীন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ পাইতেছে না, সেই ক্ষেত্রে সেনানিবাসে আরোপিত জলকর, যদি থাকে, এবং অন্য সকল মাশুল, যাহা এই অধ্যায়ের অধীন পানি সরবরাহের জন্য আরোপ করা যাইতে পারে যেইরূপ ধারা ১৫৬ দ্বারা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা বোর্ড কর্তৃক আদায় করা হইবে এবং এইরূপে আদায়কৃত সকল অর্থ বা উহার কোন অংশবিশেষ, যাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সরকার নির্ধারণ করিবে, বোর্ড কর্তৃক উক্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করা হইবে।

১৭০। **সরকারি পানি সরবরাহ হইতে বোর্ডে পানি সরবরাহ**।—(১) যেক্ষেত্রে কোন সেনানিবাসে ধারা ১৫৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত রূপে পানি সরবরাহ থাকে, সেইক্ষেত্রে বোর্ড এবং যে পর্যন্ত বোর্ড উহার নিজস্ব পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে না পারে, উহা সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস বা, ক্ষেত্রমত, গণপূর্ত বিভাগ হইতে, বোর্ড এবং কর্মকর্তার মধ্যে সম্মতির ভিত্তিতে, স্থান বা স্থানসমূহে, প্রাধিকারী ভোক্তাগণ ব্যতীত, সেনানিবাসের সকল ব্যক্তির গৃহস্থালিতে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ প্রাপ্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত সকল পানি সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে হইবে, এবং বোর্ড এইরূপে প্রাপ্ত সকল পানির জন্য, বোর্ড ও কর্মকর্তার মধ্যে সম্মতির ভিত্তিতে, নির্ধারিত অর্থ বা, এইরূপ সম্মতি না হইলে, সরকার কর্তৃক সেনানিবাসে পানি সরবরাহের প্রকৃত খরচ এবং সংলগ্ন যে কোন পৌরসভায় পানির জন্য যে মাশুল ধরা হয় উহা বিবেচনায় রাখিয়া যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ হারে কর্মকর্তাকে পরিশোধ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন, বোর্ড এই ধারার অধীন প্রাপ্ত পানির জন্য সেনানিবাসের ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এমন কোন মাশুল দাবি করিবে না যাহা কর্মকর্তা হইতে প্রাপ্ত পানি সরবরাহের জন্য পরিশোধ করা হইয়াছে এবং উহা ভোক্তাদের মধ্যে সরবরাহ করিতে যে প্রকৃত ব্যয় হইয়াছে উহা অপেক্ষা বেশী হয়।

(৩) প্রাধিকারী ভোক্তা ব্যতীত, সেনানিবাসের অন্যান্য ব্যক্তির প্রয়োজনে কী পরিমাণ পানি যথেষ্ট হইবে এই বিষয়ে বোর্ড ও কর্মকর্তার মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে উক্ত বিরোধ, সিদ্ধান্তের জন্য, সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং সেইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

অধ্যায়-১৩
যৌন অনৈতিকতা দমন
এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণকে বহিষ্কার

১৭১। **পতিতালয় এবং পতিতাদের অপসারণের ক্ষমতা**।—(১) যদি স্টেশন কমান্ডার, এই মর্মে সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, সেনানিবাসের কোন দালান পতিতালয় হিসাবে বা পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা হইলে তিনি, প্রাপ্ত সংবাদের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত দালানের মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটিয়া বা দখলদারকে তাহার সম্মুখে, ব্যক্তিগতভাবে বা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে, হাজির হইবার জন্য তলব করিতে পারিবেন এবং যদি স্টেশন কমান্ডার উক্ত সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি, লিখিত আদেশক্রমে, উক্ত মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটিয়া বা, ক্ষেত্রমত, দখলদারকে, আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, দালানের এইরূপ ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইবে না বা যৌন অনৈতিকতা সংঘটিত করিবার জন্য অংগভংগি করিয়া কাউকে উত্যক্ত করিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর নির্দেশ অমান্য করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৫(পাঁচ) হাজার টাকা এবং অনধিক ২০(বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে অন্যূন ১(এক) হাজার টাকা এবং অনধিক ৫(পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭২। **অসংযত ব্যক্তিগণকে বহিষ্কার**।—(১) সেনানিবাসে বসবাসকারী বা ঘনঘন যাতায়াতকারী কোন ব্যক্তি যদি এমন একজন অসংযত ব্যক্তি হন যিনি—

(ক) একাধিকবার জুয়া খেলার অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন বা যিনি একটি সাধারণ জুয়াখানা চালান বা ঘনঘন জুয়াখানায়, কোন অসংযত মদের দোকান বা যে কোন ধরনের অসংযত বাড়িতে যাতায়াত করেন ; বা

(খ) একাধিকবার কোন আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন ;

তাহা হইলে নির্বাহী কর্মকর্তা প্রাপ্ত সংবাদের সার-সংক্ষেপ লিখিতভাবে রেকর্ড করিবেন এবং এইরূপ ব্যক্তিকে হাজির হইবার জন্য এবং এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য সমন জারি করিবেন যে কেন তাহাকে সেনানিবাস হইতে অপসারণ করা হইবে না এবং উহাতে পুনরায় প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত সমনের সহিত পূর্বে বর্ণিত রেকর্ডের একটি কপি যুক্ত থাকিবে এবং এক কপি সমনসহ যেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে উহা জারি করা হইয়াছে তাহাকে প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত সমনের প্রেক্ষিতে সমন প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাহী কর্মকর্তার সামনে হাজির হওয়ার পর তিনি প্রাপ্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই শুরু করিবেন এবং তিনি যেরূপ সঠিক মনে করেন সেইরূপ অধিকতর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং এইরূপ তদন্তের পর, যদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত যে কোন ধরনের একজন ব্যক্তি এবং সেনানিবাসে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখিবার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে উহা হইতে অপসারণ করা এবং সেনানিবাসে পুনঃ প্রবেশ করা হইতে নিষেধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি স্টেশন কমান্ডারের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং যদি স্টেশন কমান্ডার সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উপর লিখিতভাবে একটি আদেশ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে তাহাকে নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সেনানিবাস ত্যাগ করিতে হইবে এবং স্টেশন কমান্ডারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে পুনরায় উহাতে প্রবেশ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইবে।

১৭৩। **অন্তর্ঘাতি ব্যক্তিগণের বহিষ্কার**।—(১) যদি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন কিছু ঘটান বা ঘটানোর চেষ্টা করেন বা এমন কোন কাজ করেন যাহা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোন অংশের মধ্যে আনুগত্যহীনতা, সৌন্দর্যহানি বা শৃঙ্খলা ভংগ করিতে পারে বলিয়া স্টেশন কমান্ডার জ্ঞাত থাকেন বা তিনি এইরূপ ব্যক্তি যিনি এইরূপ করিতে পারেন বলিয়া তাহার বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি লিখিতভাবে কারণসমূহ বিধৃত করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং আদেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে সেনানিবাস হইতে অপসারিত হওয়া এবং স্টেশন কমান্ডারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে পুনরায় উহাতে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদেশ প্রদান করা হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে প্রস্তাবিত আদেশের কারণসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার যুক্তিযুক্ত সুযোগ প্রদান করা হয় এবং কেন উক্ত আদেশ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে বলা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ জেলা পুলিশ প্রধান বা, ক্ষেত্রমত, মহানগর পুলিশ প্রধানের নিকট প্রেরণ করা হইবে, যিনি উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রদানের পর স্টেশন কমান্ডার তাৎক্ষণিকভাবে উহার একটি কপি এরিয়া কমান্ডারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অধ্যায়-১৪
ক্ষমতা, কার্যপ্রণালী, দণ্ড এবং আপিল
প্রবেশ ও পরিদর্শন

১৭৪। **প্রবেশের ক্ষমতা**।—(১) অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক ও কর্মকর্তাগণ, বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, নির্বাহী কর্মকর্তা, স্টেশন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী বা বোর্ড কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তি সেনানিবাস এলাকার যে কোন প্রকাশ্য দালান বা ভূমির ভিতর বা উপর, কোন স্বাক্ষীসহ বা স্বাক্ষী ব্যতীত, কোন অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরিমাপ, মূল্যায়ন বা জরিপ বা কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রবেশের ক্ষমতা, কেবল এই আইন দ্বারা বা তদধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন বা কার্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যক বিবেচিত হইলে, প্রয়োগ করা যাইবে।

১৭৫। **বোর্ডের সদস্য দ্বারা পরিদর্শনের ক্ষমতা**।—প্রেসিডেন্টের পূর্বানুমোদনক্রমে, বোর্ডের যে কোন সদস্য যে কোন কাজ বা প্রতিষ্ঠান যাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বোর্ডের খরচে নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে, এবং বোর্ডের মালিকানাধীন বা অধিকারে থাকা যে কোন রেজিস্টার, বহি, হিসাব বা দলিলপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

১৭৬। **পরিদর্শন, ইত্যাদির ক্ষমতা**।—(১) বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যে কোন ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কোন দালান বা ভূমির মধ্যে বা উপরে যে কোন নর্দমা, শৌচাগার, পায়খানা, প্রশ্রাবখানা, মলাধার, পাইপ, পয়ঃনালি বা খাল পরিদর্শন করিতে এবং তাহার ইচ্ছামত নর্দমা, শৌচাগার, পায়খানা, প্রশ্রাবখানা, মলাধার, পাইপ, পয়ঃনালি বা, ক্ষেত্রমত, খাল হইতে উদ্ভূত যে কোন ধরণের উপদ্রব প্রতিরোধ বা অপসারণের জন্য মাটি খুঁড়িয়া উন্মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা ;

(খ) সেনানিবাসে নির্মাণাধীন কার্যাদি পরীক্ষা করা, তুলনামূলক উচ্চতা গ্রহণ করা বা যে কোন মিটার অপসারণ, পরীক্ষা, নিরীক্ষা বা প্রতিস্থাপন করা।

(২) এইরূপ পরিদর্শনের পর, যদি মাটি খুঁড়িয়া উন্মুক্ত করা কোন উপদ্রব প্রতিরোধ বা অপসারণের জন্য আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে উহাতে যে খরচ হয় উহা ভূমি বা দালানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু যদি ইহা দেখা যায় যে, কোনরূপ উপদ্রব নাই বা উক্ত মাটি খুঁড়িয়া উন্মুক্ত না করিলে উহা সৃষ্ট হইত না, তাহা হইলে উম্মুক্ত করা মাটি বা দালানের নর্দমা বা অন্য কাজ যাহা এইরূপ পরিদর্শনের জন্য উম্মুক্ত, নষ্ট, বা অপসারণ করা হইয়াছে উহা বোর্ড কর্তৃক ভরাট, পুনঃস্থাপন বা, ক্ষেত্রমত, সঠিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা হইবে।

১৭৭। **চলমান কার্যাদি সম্পর্কিত ভূমি সংলগ্ন ভূমিতে প্রবেশের ক্ষমতা**।—(১) সেনানিবাসের নির্বাহী কর্মকর্তা, কোন সহকারী বা শ্রমিকসহ বা ব্যতীত, এই আইন দ্বারা বা তদধীন অনুমোদিত কোন কাজের পঞ্চাশ গজের মধ্যে অবস্থিত যে কোন ভূমিতে কোন মাটি, কাঁকর, পাথর বা অন্য কোন বস্তু জমা করিবার জন্য বা উহাতে যাতায়াতের সুবিধা আদায়ের জন্য বা উক্ত কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাহী কর্মকর্তা, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ভূমিতে প্রবেশের পূর্বে, দখলদারকে বা, কোন দখলদার না থাকিলে, উহার মালিককে এইরূপ প্রবেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া অন্যূন ৩(তিন) দিনের লিখিত প্রাক-নোটিশ প্রদান করিবেন এবং যদি দখলদার বা মালিক কর্তৃক আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এইরূপ উদ্দেশ্যে ভূমির যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অংশ বেড়া দিয়া আলাদা করিয়া দিবেন।

(৩) নির্বাহী কর্মকর্তা এই ধারার অধীন তাহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের সময়, যথাসম্ভব, ক্ষতিসাধন পরিহার করিবেন এবং এইরূপ ভূমির মালিক বা দখলদারকে বা উভয়কে, উক্ত ক্ষতির জন্য, স্থায়ী বা অস্থায়ী যাহাই হউক না কেন, বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৭৮। **অঙ্গনাদিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করা**।—(১) বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, নির্বাহী কর্মকর্তা, স্টেশন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী বা বোর্ড কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তি, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইন দ্বারা বা তদধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন বা কার্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যক বিবেচিত হইলে, যে কোন স্থানে, প্রয়োজনে জোরপূর্বক, যে কোন দরজা বা দ্বার খুলিয়া বা অন্য যে কোন প্রতিবন্ধক অপসারণ করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন সকল প্রবেশ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে করিতে হইবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যূন ৩(তিন) সদস্যের দল ব্যতীত কোন ব্যক্তি এককভাবে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(৩) যখন মানুষের বসবাসের কোন স্থানে এই আইনের অধীন প্রবেশ করা হয় তখন উক্ত স্থানের দখলদারদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা ও রীতিনীতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে এবং কোন মহিলা কর্তৃক প্রকৃতভাবে দখলকৃত কোন বাসাতে প্রবেশ করা বা তড়িঘড়ি করিয়া প্রবেশ করা যাইবে না, যদি না তাহাকে অবহিত করা হয় যে, তাহার অন্যত্র সরিয়া যাইবার স্বাধীনতা রহিয়াছে এবং তাহাকে সরিয়া যাইবার জন্য যুক্তিযুক্ত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে।

১৭৯। **বাধা প্রদানের দণ্ড**।—যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধির অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, সদস্য, নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী বা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে আইনগত দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন বা নিপীড়ন করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩(তিন) হাজার এবং অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৮০। **পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ**।—এই আইনের বিধানাবলি লঙ্ঘন করিয়া কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার কারণে সেনানিবাসে কর্মরত পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্য, বিনা পরোয়ানায়, কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) কোন বিধান অমান্য করিবার ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তিকে এইরূপে গ্রেপ্তার করা যাইবে যিনি তাহার নাম ও ঠিকানা প্রদানে অসম্মত হন, যদি না তৎকর্তৃক প্রদত্ত নাম ও ঠিকানার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে, এই ক্ষেত্রে প্রমাণ করিবার দায়িত্ব গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তার উপর বর্তাইবে এবং এইরূপে গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে তাহার নাম ও ঠিকানা নিশ্চিতকরণের পর আটকাইয়া রাখা যাইবে না; এবং

(খ) কোন ব্যক্তিকে ধারা ১৭১ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য এইরূপে গ্রেপ্তার করা হইবে না, যদি না—

(অ) যে ব্যক্তিকে উত্যক্ত করা হইয়াছে, বা যে সামরিক কর্মকর্তার উপস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তিনি গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ করেন; বা

(আ) সেনা, নৌ বা বিমান বাহিনীর সামরিক পুলিশের কোন সদস্য যিনি সেনানিবাসে কর্মরত এবং এতদুদ্দেশ্যে স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এবং যাহার উপস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, বা সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন অসামরিক পুলিশ কর্মকর্তা যিনি সেনানিবাসে কর্মরত এবং এতদুদ্দেশ্যে স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত, দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয় বা গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ করেন।

১৮১। **অন্যায় কার্য ও অপরাধ বিষয়ে তথ্য প্রদানের দায়িত্ব**।—সেনানিবাস এলাকায় বসবাসরত বা অবস্থানরত সকল সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি সেনানিবাস এলাকায় এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা উপ-আইনের বিধান বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘনক্রমে সংঘটিত যে কোন অন্যায়কার্য বা অপরাধ সম্পর্কে অবিলম্বে বোর্ডকে অবহিত করিবেন এবং এতদ্বিষয়ে আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগে বা দায়িত্ব পালনে, আবশ্যক হইলে, অসামরিক ও সামরিক পুলিশ এবং বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সহায়তা প্রদান করিবেন।

১৮২। **যৌক্তিক সময় নির্ধারণ**।—যেক্ষেত্রে এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা উপ-আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি দ্বারা কোন কিছু করা আব্যশক হয় যাহার জন্য এই আইন বা বিধি বা উপ-আইনে কোন সময় নির্ধারিত করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবিতে উহা করিবার জন্য যুক্তিযুক্ত সময় নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

১৮৩। **নোটিশের প্রমাণীকরণ এবং যথার্থতা**।—বোর্ড কর্তৃক এই আইন বা তদধীন প্রণীত যে কোন বিধি বা উপ-আইনের অধীন জারিকৃত প্রত্যেক নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে, যথা:—

(ক) বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা নির্বাহী কর্মকর্তা; বা

(খ) বোর্ড কর্তৃক এতদ্বিষয়ে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির কোন সদস্য।

১৮৪। **নোটিশ, ইত্যাদি জারি**।—(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত যে কোন বিধি বা উপ-আইনের অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি, যদি না উহাতে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ বিধান থাকে, নিম্নরূপে জারি করা হইবে, যথা:—

(ক) নোটিশ বা আদেশ বা লিখিত দাবি যে ব্যক্তির নিকট প্রেরণের জন্য ইচ্ছা করা হইয়াছে তাহাকে প্রদান বা পেশ করিয়া বা তাহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া; বা

(খ) যদি উক্ত ব্যক্তিকে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, সেনানিবাসের মধ্যে হইলে, উক্ত নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি তাহার সর্বশেষ জ্ঞাত আবাসস্থল বা ব্যবসায়ের স্থানের কোন দৃশ্যমান অংশে আঁটিয়া দিয়া বা উক্ত নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি তাহার পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্য বা গৃহকর্মীর হাতে প্রদান বা পেশ করিয়া, বা তৎসম্পর্কিত, দালান বা ভূমির, যদি থাকে, কোন দৃশ্যমান অংশে আঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া।

(২) কোন নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি কোন দালান বা ভূমির ইজারাদার বা দখলদারকে জারি করিবার নির্দেশ বা অনুমতি প্রদান করা হইলে, উহা নিম্নরূপে কার্যকর করা হইবে, যথা:—

(ক) নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি মালিক, ইজারাদার বা দখলদার, যদি একাধিক মালিক, ইজারদার বা দখলদার থাকে, তাহা হইলে তাহাদের যে কোন একজনের নিকট প্রদান বা পেশ বা ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া; বা

(খ) যদি এইরূপ কোন মালিক, ইজারাদার বা দখলদারকে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি এইরূপ কোন মালিক, ইজারাদার বা দখলদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট যদি থাকে, বা এইরূপ মালিক, ইজারাদার বা দখলদারের পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্য বা শ্রমিকের নিকট প্রদান বা পেশ করিয়া বা সংশ্লিষ্ট দালান বা ভূমির কোন দৃশ্যমান অংশে আঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া।

(৩) যে ব্যক্তির নিকট নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি প্রেরণ করা হইবে তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, তাহার অভিভাবক বা তাহার পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্য বা গৃহকর্মীর নিকট প্রেরণ করা হইলে উহা উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্কের নিকট প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮৫। **নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি**।—এই আইন দ্বারা বা তদধীন প্রত্যেক নোটিশ গণ-বিজ্ঞপ্তি হিসাবে প্রদান বা জারি করিতে হইবে বা এইরূপ নোটিশ, যাহা উহাতে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির উপর জারি করিবার প্রয়োজন নাই, স্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, যদি উহার একটি কপি বোর্ডের কোন প্রকাশ্য স্থানে বা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে, বোর্ড যেইরূপ নির্দেশ করিবে সেইরূপে আঁটিয়া দেওয়া হয় বা কোন স্থানীয় সংবাদপত্রে ছাপানো হয় বা অন্য কোনভাবে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা যথাযথভাবে প্রদান বা জারি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮৬। **নোটিশ, ইত্যাদি অমান্যকরণের ক্ষেত্রে বোর্ডের ক্ষমতা**।—যখন এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা উপ-আইনের অধীন কোন নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি তামিল করিবার জন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু তামিল করা হয় নাই তখন বোর্ড, তামিল করিতে ব্যর্থ ব্যক্তিকে, লিখিত নোটিশ প্রদানের পর, তাহার দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন করা বা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক ছিল উহা সমাপ্ত করিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার বা পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এতদ্বিষয়ক সকল ব্যয় বোর্ড কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে।

১৮৭। **মালিকের ব্যর্থতায় দখলদার কর্তৃক পরিশোধের দায়**।—(১) যদি ধারা ১৮৬ তে উল্লিখিত কোন নোটিশ এমন কোন সম্পত্তি বিষয়ে কোন ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয় যে সম্পত্তি বা উহার কোন অংশের তিনি মালিক, তাহা হইলে বোর্ড উক্ত সম্পত্তি বা উহার কোন অংশের দখলদারকে, মালিকের পরিবর্তে, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রদেয় ভাড়া, যাহা ধারা ১৮৬ এর অধীন মালিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য, পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি দখলদার, বোর্ড কর্তৃক তাহার নিকট অনুরোধ জানানোর পর, তাহার ভাড়ার পরিমাণ বা যে ব্যক্তির নিকট পরিশোধযোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা সঠিকভাবে প্রকাশ করিতে অস্বীকার, করেন, তাহা হইলে বোর্ড দখলদারের নিকট হইতে ধারা ১৮৬ এর অধীন আদায়যোগ্য সম্পূর্ণ অংশ আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মালিকের পরিবর্তে দখলদারের নিকট হইতে আদায়কৃত যে কোন অর্থ, মালিক কর্তৃক পরিশোধ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না মালিক এবং দখলদারের মধ্যে ভিন্নরূপ কোন চুক্তি থাকে।

১৮৮। **প্রতিনিধি এবং ট্রাস্টিগণের বিমোচন**।—(১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি হিসাবে, কোন স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া গ্রহণ করিবার কারণে বা উক্ত সম্পত্তি কোন ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেওয়া হইলে প্রতিনিধি বা ট্রাস্টিরূপে উক্ত ভাড়া গ্রহণ করিতেন, সেইক্ষেত্রে তিনি এই আইনের অধীন যে কোন দায় পরিশোধ করিবার জন্য বাধ্য থাকিবেন যাহা সম্পত্তির মালিকের উপর আরোপ করা হয়, তবে, তিনি এই দায় পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন না, যদি না তাহার নিকট মালিকের এমন পরিমাণ অর্থ থাকে বা তাহার নিজস্ব কোন অনুচিত কাজ বা কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার জন্য তাহার নিকট থাকিতে পারে।

(২) কোন প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন বিমোচনের অধিকারের দাবি সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণের ভার তাহার উপর বর্তাইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি এই ধারার অধীন তাহার বিমোচনের অধিকার দাবি করেন এবং উহা প্রতিষ্ঠিত করেন, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তাহাকে পূর্বোক্ত দায় পরিশোধের জন্য, সর্বপ্রথম যে পরিমাণ অর্থ মালিকের পক্ষে বা ব্যবহারের জন্য, তাহার হস্তগত হয় উহা কাজে লাগানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং, এইরূপ নোটিশ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত দায় পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন।

১৮৯। **আর্থিক দায় আদায়ের পদ্ধতি**।—(১) এই আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ যাহাই থাকুক না কেন, যে কোন করের বকেয়া এবং বোর্ড কর্তৃক এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য যে কোন অর্থ সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) এর অধীন সরকারি পাওনা হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আইনের বিধান অনুসারে আদয়যোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের অতিরিক্ত, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট আবেদনের মাধ্যমে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ কর বা অর্থ আদায়যোগ্য সেই ব্যক্তির যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া, খরচসহ, আদায় করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কারিগরদের যন্ত্রাদি এইরূপ ক্রোক ও বিক্রয় হইতে মুক্ত থাকিবে।

১৯০। **সালিসের জন্য আবেদন**।—(১) এই আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বা এইরূপ প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে, ক্ষতিপূরণের দাবিদার ব্যক্তি বিষয়টি সালিসের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করিবার জন্য আবেদন করিলে, বোর্ড সালিস কমিটি গঠন করিবে।

(২) সালিস কমিটি ৫(পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) একজন সভাপতি, যিনি প্রজাতন্ত্রের বা বোর্ডের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন এবং যিনি স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক মনোনীত হইবেন ;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন ব্যক্তি ; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষ কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন ব্যক্তি।

১৯১। **সালিস কমিটির সভা এবং ক্ষমতা**।—(১) যথাযথভাবে সালিস কমিটি গঠিত হইবার পর, বোর্ড, লিখিত নোটিশ দ্বারা, প্রত্যেক সদস্যকে এতদ্বিষয়ে অবহিত করিবে এবং অতঃপর উক্ত কমিটি, যথাশীঘ্র সম্ভব, সভায় মিলিত হইবে।

(২) সালিস কমিটির সভাপতি সকল সভার সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন এবং তিনি, প্রয়োজনবোধে, সময় সময়, যে কোন সভা মুলতবি করিতে পারিবেন।

(৩) সালিস কমিটি সাক্ষ্য গ্রহণ ও রেকর্ড করিবে এবং সাক্ষীগণকে শপথবাক্য পাঠ করাইবে এবং কমিটির সভাপতি সাক্ষীগণের উপস্থিতি এবং কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় দলিলপত্র পেশ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমন জারি করিবেন।

১৯২। **সালিস কমিটির সিদ্ধান্ত**।—(১) প্রত্যেক সালিস কমিটির সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে, যে সভায় সভাপতি এবং অন্যূন তিন জন সদস্য উপস্থিত থাকেন।

(২) যদি কোন সিদ্ধান্তের অনুকূলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট না থাকে, তাহা হইলে সভাপতির মতামত প্রাধান্য পাইবে।

(৩) সালিস কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

অধ্যায়-১৫

অপরাধ, তল্লাশি বিচার, সাধারণ আইনের প্রয়োগ, ইত্যাদি

১৯৩। **আইনের অধীন অপরাধ**।—(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা উপ-আইনের অধীন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশাসনিক এখতিয়ারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইলে, উক্ত অর্থদণ্ড কার্যকর বা, ক্ষেত্রমত, আপিলের পর চূড়ান্তভাবে কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উক্ত দণ্ডিত ব্যক্তি, উক্ত অর্থদণ্ড পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানমতে দণ্ডিত ব্যক্তি, নিজ হইতে অর্থদণ্ডের অর্থ পরিশোধ না করিলে অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর বিনাশ্রম কারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, অথবা অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত আরো সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯৪। **অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণের শর্ত**।—এই আইনে স্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট বোর্ডের নিকট হইতে বা এতদ্বিষয়ে বোর্ডের, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অভিযোগ না পাওয়া পর্যন্ত, কোন আদালত এই আইন দ্বারা বা তদধীন প্রণীত বিধি বা উপ-আইন দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করিবে না।

১৯৫। **অপরাধের আমল-অযোগ্যতা, জামিন যোগ্যতা এবং আপোষযোগ্যতা**।—(১) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এর অর্থে আমল-অযোগ্য (non-cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।

(২) বোর্ড বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, অভিযোগ দায়েরের পূর্বে বা পরে, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য যে কোন অপরাধের বিষয়ে আপোষ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড দ্বারা বা উহার পক্ষে জারিকৃত কোন নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি মান্য করিবার ব্যর্থতা জনিত কোন অপরাধে আপোষ করা যাইবে না, যদি না এবং, যতক্ষণ পর্যন্ত না, যতদূর সম্ভব, উহা মান্য করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন অপরাধের আপোষ করা হয়, সেইক্ষেত্রে অপরাধীকে, যদি হেফাজতে থাকে, মুক্তি দেওয়া হইবে এবং এইরূপ আপোষকৃত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

(৪) কোন অপরাধ অর্থের বিনিময়ে আপোষের মাধ্যমে মীমাংসা করা হইলে, তদ্দ্বারা আদায়কৃত অর্থ বোর্ডের আয় হিসাবে বোর্ডের তহবিলে জমা হইবে।

১৯৬। **অবশিষ্ট অন্যায়কার্য সম্পর্কিত শাস্তির বিধান**।—যেক্ষেত্রে এই আইনের কোন বিধান অনুসারে জারিকৃত কোন নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি মান্য করিতে ব্যর্থ হইবার জন্য এই আইনের অধীন স্পষ্টভাবে কোন শাস্তির বিধান করা না থাকে, সেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি অনুরূপ কোন নোটিশ, আদেশ বা লিখিত দাবি মান্য করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২(দুই) হাজার এবং অনিধক ২০(বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯৭। **সম্পত্তি বিনষ্টকরণের ক্ষেত্রে অর্থ আদায়**।—যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে বোর্ডের কোন সম্পত্তি বিনষ্ট করিবার কারণে দণ্ডিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্ত ক্ষতির কারণে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে মতানৈক্য হইলে, এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক উক্ত অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে এবং পুনঃনির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করা না হইলে, উহা উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে, যতদূর সম্ভব, আদায় করা হইবে।

১৯৮। **অন্যায়কার্য ও অপরাধ**।—(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি, উপ-আইন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপনের ব্যত্যয়ে কৃত কোন কার্য বা, করণীয় কোন কার্য হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকা, কেবল আর্থিক জরিমানা দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইয়া থাকিলে উহা, অন্যায়কার্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত কারণে আরোপিত জরিমানা প্রশাসনিক এখতিয়ারে প্রদত্ত আদেশষ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) সেনানিবাস এলাকায় প্রযোজ্য কোন সাধারণ আইন বা এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি, উপ-আইন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপনের ব্যত্যয়ে কৃত কোন কার্য বা, করণীয় কোন কার্য হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকা, কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইয়া থাকিলে উহা, অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত কারণে আরোপিত অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড বিচারিক এখতিয়ারে প্রদত্ত বিচারিক আদেশ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৯৯। **জরিমানা ও অর্থদণ্ডের অর্থ বণ্টন**।—(১) কোন অন্যায়কার্যের জন্য বোর্ড কর্তৃক বা বোর্ডের পক্ষে প্রশাসনিক এখতিয়ারে আরোপিত জরিমানার অর্থ আদায় হইয়া থাকিলে উহা বোর্ডের আয় গণ্যে বোর্ডের তহবিলে জমা হইবে।

(২) কোন অপরাধের জন্য কোন আদালত কর্তৃক বিচারিক এখতিয়ারে আরোপিত অর্থদণ্ডের অর্থ আদায় হইয়া থাকিলে উহা আদালত যেইভাবে নির্ধারণ করিবে সেইভাবে বণ্টিত বা ব্যবহৃত হইবে।

২০০। **অভিযুক্তকরণের সীমাবদ্ধতা**।—(১) এই আইন বা উহার অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইবার ৬(ছয়) মাস অতিক্রান্ত হইবার পর তৎসম্পর্কে কোন অভিযোগ বা মামলা বোর্ডের পক্ষে সরাসরি কোন আদালতে দরখাস্তের মাধ্যমে করা হইলে আদালত উক্ত অভিযোগ বা মামলা বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত কোন বিধি বা উপ-আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইবার ৩(তিন) মাস অতিক্রান্ত হইবার পর তৎসম্পর্কে কোন অভিযোগ বা মামলার বিষয়ে বোর্ডের পক্ষে কোন থানায় এজাহার দায়ের করা হইলে উক্ত থানা উক্ত এজাহারের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবে না।

২০১। **মামলার নোটিশ প্রদান**।—(১) কোন ব্যক্তি বোর্ডের কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়া কোন দেওয়ানি মামলা দায়ের করিতে চাহিলে, তিনি তামাদির মেয়াদের মধ্যে বোর্ডের অফিসে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত নোটিশে সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত পদক্ষেপের কারণ, প্রার্থিত প্রতিকার, দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং উদ্দিষ্ট বাদির নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা উল্লেখ করিবেন এবং উক্ত নোটিশ জারি হইবার পর ২(দুই) মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত মামলা দায়ের করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ২(দুই) মাস সময়ের মধ্যে বোর্ড এবং নোটিশ প্রদানকারী পক্ষ বিষয়টি আইন বিধি-বিধান ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মামলা কার্যকারণ উদ্ভূত হইবার তারিখ হইতে ৬(ছয়) মাস সময় অতিক্রান্তের পর দায়ের করা যাইবে না, যদি না উহা স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কোন পদক্ষেপ হয় বা উহার স্বত্ব ঘোষণার জন্য হয়।

২০২। **প্রশাসনিক আদেশ সংক্রান্ত আপিল**।—(১) কোন ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি, প্রবিধি, উপ-আইন বা অন্য কোন আদেশের অধীন বোর্ড কর্তৃক বা বোর্ডের পক্ষে প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে তিনি, এই আইন দ্বারা বা তদধীন ভিন্নতর কোন বিকল্প পদ্ধতি বিধৃত করা না হইয়া থাকিলে, এরিয়া কমান্ডারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারা অধীন আপিল, কার্যকারণ উদ্ভূত হইবার ৯০(নব্বই) দিবসের মধ্যে দায়ের করা না হইলে, তামাদিতে বারিত হইবে।

২০৩। **আপিলের দরখাস্ত**।—(১) প্রত্যেক আপিল লিখিত দরখাস্তের মাধ্যমে, যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার একটি কপিসহ, করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন যে কোন দরখাস্ত যে কর্তৃপক্ষ আপিলযোগ্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন, উহার নিকট উপস্থাপন করা যাইতে পারে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ উহা আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রবর্তী করিতে বাধ্য থাকিবে এবং ইচ্ছা করিলে ব্যাখ্যা স্বরূপ উহার সহিত একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল গৃহীত হইবার পর, উক্ত আদেশ কার্যকর করিবার জন্য সকল কার্যধারা এবং উহা লঙ্ঘন করিবার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ আপিলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে স্থগিত রাখা যাইবে।

(৪) আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন কোন আপিলের নিষ্পত্তি হইবে না, যদি না আপিলকারীর শুনানি গ্রহণ করা হয় বা তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে বা কোন আইনজীবীর মাধ্যমে শুনানির যুক্তিযুক্ত সুযোগ প্রদান করা হয়।

অধ্যায়-১৬
বিবিধ ও সাধারণ বিধানাবলি

২০৪। **কতিপয় আইন ও বিধি-বিধান সেনানিবাস বহির্ভূত এলাকায় সম্প্রসারণ**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সেনানিবাস বহির্ভূত এবং তৎসংলগ্ন যে কোন এলাকায়, যে কোনরূপ সীমাবদ্ধতা বা সংশোধনীসহ বা ব্যতীত, সেনানিবাসের জন্য প্রযোজ্য কোন আইন বা বিধি-বিধানকে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রযোজ্য করিতে পারিবে।

(২) অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে, সরকার উপরোক্ত মতে সেনানিবাস বহির্ভূত এবং তৎসংলগ্ন কোন এলাকায় সেনানিবাসের জন্য প্রযোজ্য কোন আইন বা বিধি-বিধানকে প্রযোজ্য করিবে না।

২০৫। **সেনানিবাস এলাকায় সাধারণ ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রযোজ্য হইবে না মর্মে বিশেষভাবে ঘোষণা না করিলে, সেনানিবাস এলাকায়, সাধারণ ফৌজদারি সকল আইন প্রযোজ্য হইবে।

(২) সেনানিবাস এলাকায় অসামরিক কোন ব্যক্তি কোন ফৌজদারি অপরাধ সংঘটন করিলে সাধারণ ফৌজদারি আইনের অধীন তাহার বিচার হইবে।

(৩) সেনানিবাস এলাকায় সামরিক কোন ব্যক্তি কোন সাধারণ ফৌজদারি আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলেও সাধারণ ফৌজদারি আইনের অধীন তাহার বিচার হইবে না, যদি না সামরিক ব্যক্তিগণের জন্য প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট সামরিক আইনে সাধারণ ফৌজদারি আইনের অধীন তাহার অনুরূপ বিচারের অনুমোদন থাকে।

২০৬। **সেনানিবাস এলাকায় সাধারণ দেওয়ানি আইনের প্রয়োগ**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রযোজ্য হইবে না মর্মে বিশেষভাবে ঘোষণা না করিলে, সেনানিবাস এলাকায়, সাধারণ দেওয়ানি সকল আইন প্রযোজ্য হইবে।

(২) সেনানিবাস এলাকায় অসামরিক বা সামরিক কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তির দখল, স্বত্ব বা মালিকানা বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সাধারণ দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার থাকিবে।

২০৭। **মোবাইল কোর্ট আইনের প্রয়োগ**।—(১) এই আইনের অধীন বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ (যদি তাহারা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রেষণে নিযুক্ত হইয়া থাকেন), এই আইনের উদ্দেশ্য সাধণকল্পে আবশ্যক হইলে, সেনানিবাস এলাকার সীমানার মধ্যে **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯নং আইন)** এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিতে পারিবেন, যদি এই আইনের অধীন অপরাধসমূহকে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ করা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল দায়ের করা আবশ্যক হইলে, আপিলটি, সংশ্লিষ্ট সেনানিবাস বা, সেনানিবাসের বৃহত্তর অংশ, যে জেলার অন্তর্গত সেই জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারাধীন হইবে।

২০৮। **ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগ**।—(১) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬নং আইন) এর বিধানাবলি সেনানিবাস এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

(২) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সেনানিবাস এলাকার সীমানার মধ্যে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯নং আইন) এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) বোর্ড, ভোক্তা-অধিকার অধিদপ্তরের সহায়তা গ্রহণ করিয়াও সেনানিবাস এলাকার সীমানার মধ্যে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলি প্রয়োগ করিতে পারিবে অথবা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০৯। **ইমারত নির্মাণ ও আইনের প্রয়োগ**।—(১) সেনানিবাস এলাকার অভ্যন্তরে এবং সেনানিবাস বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কোন সংলগ্ন এলাকায়, বোর্ডের অনুমোদন বা ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন স্থায়ী ভবন, সরকারি বা বেসরকারি, সামরিক বা অসামরিক, নির্মাণ করা যাইবে না।

(২) ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সনের ২নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের বিধানাবলি, যতদূর প্রাসঙ্গিক, সেনানিবাস এলাকায় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সেনানিবাস এলাকায় কোন ভবন নির্মাণ করা যাইবে না।

২১০। **মাদকজাতীয় দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ**।—(১) সেনানিবাস এলাকার সীমানায় মাদক ও মাদকজাতীয় দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০নং আইন) এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে এবং বোর্ড উক্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করিবে।

(২) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সেনানিবাস এলাকার সীমানার মধ্যে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫নং আইন) এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) বোর্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তা গ্রহণ করিয়াও সেনানিবাস এলাকার সীমানার মধ্যে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯নং আইন) এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর বিধানাবলি প্রয়োগ করিতে পারিবে অথবা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর বিধানাবলি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২১১। **সংলগ্ন এলাকা**।—(১) সেনানিবাস সীমানার বাহিরে সীমানার সন্নিহিত ১০০(একশত) মিটার এলাকাকে সংলগ্ন এলাকা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(২) সেনানিবাসের নিরাপত্তা বা অন্যবিধ প্রয়োজনে বোর্ড বা সামরিক কর্তৃপক্ষ সংলগ্ন এলাকায় প্রবেশ করিতে বা টহল দিতে পারিবে।

(৩) সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকায় ৪০ (চল্লিশ) ফুটের অধিক উচ্চতার কোন ভবন সেনানিবাস বোর্ডের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নির্মাণ করা যাইবে না।

(৪) সেনানিবাস এলাকায় কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন অস্ত্র বা গোলাবারুদের ভান্ডার থাকিলে উক্ত স্থানের সীমানা হইতে ৩০০ (তিনশত) মিটার পর্যন্ত এলাকাকে সংলগ্ন এলাকা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং উক্ত সংলগ্ন এলাকায় সেনানিবাসের সীমানার বাহিরে কোন ভবন সেনানিবাস বোর্ডের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নির্মাণ করা যাইবে না।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধারায় বর্ণিত সংলগ্ন এলাকার সীমা, আবশ্যক ক্ষেত্রে, বর্ধিত বা হ্রাস করিতে পারিবে।

২১২। **সামরিক আবাসিক প্রকল্প**।—(১) সেনানিবাস সংলগ্ন কোন এলাকায় যদি সরকারিভাবে তদুদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণ করিয়া উহাতে আবাসিক প্রকল্প প্রস্তুত করা হয় এবং কর্মরত সামরিক কর্মকর্তাগণকে, সীমিত সংখ্যক অসামরিক ব্যক্তিসহ বা ব্যাতিরেকে, উক্ত প্রকল্পে প্লট বা ফ্ল্যাট স্থায়ীভাবে ব্যক্তি মালিকানায় বিক্রয় বা চিরস্থায়ী ইজারার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উহা সামরিক আবাসিক প্রকল্প হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যদিও এই ধারার অধীন সামরিক আবাসিক প্রকল্প সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানাধীন আবাসিক প্রকল্প হইবে এবং উহার সংশ্লিষ্ট এলাকা সেনানিবাস বা সেনানিবাসের অংশ হইবে না, তথাপি এই আইনের সীমিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন সামরিক আবাসিক প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌর-সুবিধাদি সেনানিবাস বোর্ড কর্তৃক প্রদান করা যাইবে, এবং উক্ত সীমিত উদ্দেশ্যে সামরিক আবাসিক প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট এলাকাও সেনানিবাসের সংযুক্ত একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কোন সামরিক আবাসিক প্রকল্পে পৌর-সুবিধাদি সেনানিবাস বোর্ড কর্তৃক প্রদান করা হইলে, প্রদত্ত পৌর-সুবিধাদির বিনিময়ে প্রাপ্য করসমূহের পরিমাণ, যতদূর সম্ভব, অসামরিক পৌর-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিকটতম অসামরিক আবাসিক এলাকার জন্য অনুরূপ বিষয়ে ধার্য পৌর-করের সমপরিমাণ হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সামরিক আবাসিক প্রকল্পের চিরস্থায়ী ইজারার ভিত্তিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট বা ফ্ল্যাটের মূল গ্রহীতার মালিকানা অপরিবর্তিত থাকিলে, কিংবা দান বা হেবা মূলে কোন এক বা একাধিক সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীকে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হইলে কিংবা মূল গ্রহীতার মৃত্যুর কারণে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট বা ফ্ল্যাট উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারীগণের উপর বর্তিত হইলে, তিনি বা, ক্ষেত্রমত, তাহারা সেনানিবাস বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত স্বাভাবিক করসমূহের অনূর্ধ্ব ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পর্যন্ত রেয়াত সুবিধাপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সামরিক আবাসিক প্রকল্পে চিরস্থায়ী ইজারার ভিত্তিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট বা ফ্ল্যাট যদি কোন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী মূল গ্রহীতার নিকট হইতে খরিদ করিয়া মালিকানা অর্জন করেন, তাহা হইলে, তাহার মালিকানা অপরিবর্তিত থাকিলে, কিংবা দান বা হেবা মূলে কোন এক বা একাধিক সম্ভাব্য উত্তরাধীকে তিনি উক্ত প্লট বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর করিলে কিংবা তাহার মৃত্যুর কারণে উক্ত প্লট বা ফ্ল্যাট উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের উপর বর্তিত হইল, তিনি বা,

ক্ষেত্রমত, তাহারাও সেনানিবাস বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত স্বাভাবিক করসমূহের অনূর্ধ্ব ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পর্যন্ত রেয়াত সুবিধাপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট সেনানিবাস বোর্ড, উপ-ধারা (৩) এর অধীন ধার্যকৃত পৌর-করসমূহ প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর পূনর্মূল্যায়নপূর্বক, আবশ্যক ক্ষেত্রে পুনঃনির্ধাণ করিয়া, মহা-পরিচালকের মতামত এবং সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক, গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করিবে; এবং বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করিবে।

(৫) সামরিক আবাসিক প্রকল্প প্রণয়নের সময় জমির সাশ্রয়ী ব্যবহারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করিতে হইবে এবং সীমিত জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ করিয়া ফ্ল্যাট বরাদ্দের প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করিতে হইবে অথবা জমির একটি প্লট অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে যৌথভাবে বরাদ্দ প্রদান করিয়া বহুতল ভবন নির্মাণ করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।

(৬) কোন সামারিক আবাসিক প্রকল্পের প্লট বা ফ্ল্যাট মালিকগণ সমবায়ের ভিত্তিতে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে প্রচলিত আইনে (অসামরিক) আবাসন সমিতি গঠন করিতে পারিবেন।

২১৩। সামরিক আবাসিক প্রকল্পের সম্পত্তি হস্তান্তর।—(১) কোন সামরিক আবাসিক প্রকল্পে প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত মূল গ্রহীতা, সামরিক বা অসামরিক, মহা-পরিচালকের অনুমতি ব্যতিরেকে উহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(২) কোন সামরিক আবাসিক প্রকল্পে প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত মূলগ্রহীতা, সামরিক বা অসামরিক, মহা-পরিচালকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্লট বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর করিবার পর, অনুরূপ হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রহীতা পুনরায় উক্ত প্লট বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর করিতে মহা-পরিচালকের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে না, তবে তাহাকে নির্ধারিত হস্তান্তর ফি জমা করিয়া ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোন সামরিক আবাসিক প্রকল্পে প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত মূলগ্রহীতা, সামরিক বা অসামরিক, মৃত্যুবরণ করিবার কারণে উক্ত প্লট বা ফ্ল্যাট উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ওয়ারিশগণের উপর বর্তিত হইলে, উত্তরাধিকার আইনবলে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক উক্ত প্লট বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর করিতে মহা-পরিচালকের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক হইবে না, তবে তৎপূর্বে নিজেদের নামে আইন অনুযায়ী বন্টননামা দলিল করিতে হইবে, নামজারি করিতে হইবে এবং নির্ধারিত হস্তান্তর ফি জমা কয়িরা ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

২১৪। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্ক দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান, এই আইন কার্যকর হইবার ৩ (তিন) বৎসর পর প্রয়োগ করা যাইবে না।

২১৫। বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইনের যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিব।

(২) মহাপরিচালক বা বোর্ড, প্রয়োজনে বিধি প্রণয়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

২১৬। উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা।—বোর্ড, এই আইনে বোর্ডকে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়ে অধিকতর বিধান করা প্রয়োজন মনে করিলে, এই আইন বা সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধির কোন বিধানের সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে এবং মহাপরিচালকের মতামত ও সরকারে পূর্বানমোদন গ্রহণপূর্বক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-আইন প্রণয়ণ করিতে পারিবে।

২১৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Cantonments Act, 1924(Act No. II of 1924), অতঃপর "রহিত আইন" বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) উক্ত রহিত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত সেনানিবাস ও বোর্ডসমূহ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত রহিত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ডসমূহের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধাদি, তহবিল নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সিকিউরিটিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং এতৎসংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহের দখল ও অধিকারে পূর্ববৎ বলবৎ থাকিবে;

(গ) উক্ত রহিত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ডসমূহের সকল দায়-দায়িত্ব এবং উহাদের দ্বারা, উহাদের পক্ষে বা উহাদের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট সেনানিবাস বোর্ডসমূহের দায়-দায়িত্ব এবং উহাদের দ্বারা, উহাদের পক্ষে বা সহিত সম্পাদিত চুক্তি পূর্ববৎ বলবৎ থাকিবে;

(ঘ) উক্ত রহিত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ডসমূহ কর্তৃক বা উহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা বা সূচিত অন্য কোন আইনগত কার্যধারা পূর্ববৎ বলবৎ থাকিবে; এবং

(ঙ) উক্ত রহিত আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি, উপ-আইন, চুক্তি, আইনগত দলিল বা চাকরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ডসমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীন চাকরিতে ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী উহা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৩) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধান, উপ আইন, জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, নোটিশ, বিভাগীয় কার্যধারা, বোর্ডের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে গৃহীত কোন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, কার্যধারা বা অন্য কোন কার্যক্রম উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এবং এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন কৃত, প্রণীত, জারিকৃত দায়েরকৃত, পেশকৃত, মঞ্জুরীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

২১৮। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রধান্য পাইবে।

প্রথম তফসিল

দাবির নোটিশ

(ধারা ৭৬ দ্রষ্টব্য)

প্রেরক :

প্রাপক :

আপনি জনাব....., তে বসবাসকারী, কে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বোর্ড আপনার নিকট হইতে..... টাকা দাবি করিতেছে। উহা .....তারিখ হইতে..... তারিখ পর্যন্ত আরোপযোগ্য কর বাবদ বকেয়া হইয়াছে।

এই নোটিশ জারির ত্রিশ দিনে মধ্যে উল্লিখিত টাকা বোর্ডের নিকট.....পরিশোধ করা না হইলে, বা পরিশোধ না করিবার জন্য সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করা না হইলে, উক্ত অর্থ খরচসহ আদায়ের জন্য ক্রোকি পরোয়ানা জারি করা হইবে।

তারিখ : দিন :..... মাস :..... সন : ২০.....খ্রিঃ

(স্বাক্ষর)
নির্বাহী কর্মকর্তা
সেনানিবাস।

দ্বিতীয় তফসিল

পরোয়ানা ফরম

(ধারা ৭৭ দ্রষ্টব্য)

প্রেরক :.....

প্রাপক : .....

যেহেতু আপনি জনাব..... তে বসবাসকারী, সেনানিবাস আইন, ২০১৬ এর ধারা ৭৬ অনুযায়ী প্রেরিত দাবির নোটিশ অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক দাবিকৃত.....টাকা (এই স্থানে দেনার বর্ণনা দিন) নির্ধারিত সময়ে মধ্যে পরিশোধ করেন নাই;

এবং যেহেতু পরিশোধ করিবার নির্ধারিতে সময়.....তারিখে উত্তীর্ণ হইয়াছে;

সেহেতু আপনার নিম্নবর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি যাহার আনুমানিক বাজার মূল্য.....টাকা, এতদ্বারা ক্রোক করিবার নির্দেশ প্রদান করা যাইতেছে ।

তারিখ : দিন :..... মাস :..... সন : ২০.....খ্রিঃ

(স্বাক্ষর)

নির্বাহী কর্মকর্তা

সেনানিবাস।

অস্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

তৃতীয় তফসিল

বিক্রয় নোটিশ

(ধারা ৭৮ দ্রষ্টব্য)

প্রেরক :.....

প্রাপক :.....

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি অদ্য এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত আপনার সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছি, যাহার আনুমানিক বাজারমূল্য .....টাকা, যাহা আইনের ধারা ৭৬ ও ৭৭ অনুযায়ী করা হইয়াছে।

(এখানে দায়সমূহ বর্ণনা করুন)

আপনার নিকট হইতে বোর্ডের দাবিকৃত পাওনা.....টাকা এবং আদায় খরচ বাবদ পাওনা.....টাকা, মোট পাওনা..... টাকা।

আপনি যদি এই নোটিশ জারির ৭(সাত) দিনের মধ্যে বোর্ডকে উপরি-উল্লিখিত টাকা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে বর্ণিত সম্পত্তি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় করা হইবে।

তারিখ : দিন :..... মাস :..... সন : ২০.....খ্রিঃ

(স্বাক্ষর)

(পরোয়ানা বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

অস্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

Cantonments Act, 1924 দ্বারা সেনানিবাসমূহের প্রশাসন পরিচালিত হয়ে আসছে। দেশে প্রচলিত ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ভাষা প্রণীত আইনসমূহ বাংলায় ভাষান্তর সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে, পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিদ্যমান Cantonments Act, 1924 হালনাগাদ করে 'সেনানিবাস আইন, ২০১৬' এর খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। উপরে বর্ণিত কারণে এবং হালনাগাদকরণের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইনটি দ্রুত পুনঃপ্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২৬ আগস্ট ২০১৫, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ১০ নভেম্বর ২০১৫, ১৮ নভেম্বর ২০১৫ এবং ১৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মতামতের আলোকে "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" শীর্ষক আইনের একটি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। বিদ্যমান Cantonments Act, 1924-এ ২৯২টি ধারা রয়েছে। যার কতিপয় ধারা অনাবশ্যক বিবেচনায় বর্জন করা হয়েছে। কতিপয় নতুন ধারা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় সংযোজন করা হয়েছে। এভাবে প্রস্তাবিত "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" তে ১৬টি অধ্যায়ে মোট ২১৮টি ধারা রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" এর খসড়া দ্বারা প্রধানতঃ বিদ্যমান Cantonments Act, 1924-কে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন আইনে, অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে (ক) সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, (খ) সামরিক আবাসিক প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং (গ) নব্বই বছর পূর্বে নির্ধারিত বিভিন্ন ফি ও আর্থিক জরিমানার পরিমাণসমূহ বর্ধিত করা হয়েছে।

৩। প্রস্তাবিত "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" তে ফি, জরিমানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন/বৃদ্ধি করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(ক) ফি : বিদ্যমান Cantonments Act, 1924-এ কর দাবীর নোটিশ ধারা-৯১(২) এ ফি এর পরিমাণ ১ (এক) টাকা, যা প্রস্তাবিত "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" এর ধারা-৭৬(২)-তে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা করা হয়েছে।

(খ) জরিমানা : *(i)* Cantonments Act, 1924-এ ৪৩টি বিষয়ে আর্থিক জরিমানার পরিমাণ যুক্তিযুক্তভাবে পরিবর্তন/বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেমন : তথ্য প্রদানের অবহেলা, দায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা, ১৯২৪ এর ধারা ১০৩ (গ)(২) অনধিক ১০০ (একশত) টাকা। অপরদিকে "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" এর ধারা-৮৯(২)-তে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

(ii) বিদ্যমান Cantonments Act, 1924-এ দালান সমাপ্তকরণের সময়সীমার ক্ষেত্রে ধারা ১৮৩ (ক) জরিমানার উল্লেখ নেই। প্রস্তাবিত "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" এর ধারা-১৩০(৩) বর্ণিত সময়সীমা বর্ধিত করা আবেদন ৩ (তিন) বারের অধিক বর্ধিত করার প্রতি ক্ষেত্রে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা এবং ৫ (পাঁচ) বারের অধিক বর্ধিত করার প্রতিক্ষেত্রে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪। "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" শীর্ষক বিলের খসড়া মন্ত্রিসভা কর্তৃক পুনঃপ্রণয়নের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগত অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করা, ভেটিংকৃত খসড়া মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। বিলটিতে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। বর্ণিত অবস্থাধীন, "সেনানিবাস আইন, ২০১৭" শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার নিমিত্ত উপস্থাপন করছি।

আনিসুল হক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd